



বিএনপি-জামাতের তাণ্ডব

রক্তাক্ত বাংলাদেশ

Blood-stained Bangladesh

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
Bangladesh Awami League

বিএনপি-জামায়াতের তাণ্ডব
রক্তাক্ত বাংলাদেশ

Blood-stained Bangladesh

A saga of BNP-Jamaat terrorism against people of the country

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
Bangladesh Awami League

বিএনপি-জামা'তের ঠাণ্ডাব
রক্তাক্ত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিশেষ প্রকাশনা

প্রথম সংস্করণ: জুলাই, ২০১৪

সম্পাদক উপদেষ্টা

এইচ. টি ইমাম

চেয়ারম্যান, সত্য ও প্রকাশনা উপ-পরিষদ

মহানায়ক শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা

সম্পাদনা

ড. হাসান মাহমুদ এমপি

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

অসিম কুমার উকিল

উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সহযোগিতা

সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরাগ

সহ-সম্পাদক, কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ফায়জুল লতিফ চৌধুরী

অতিরিক্ত-সহযোগিতা

কাসার রহমান

সহযোগিতা

ছবি ও তথ্যসূত্র

জাতীয় দৈনিক, বাতী সংস্থা ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম

সবিক তত্ত্বাবধান

ইয়াসিন কবীর জয়

প্রচ্ছদ ও অঙ্কবিন্যাস

শাহরিয়ার খান বণ

মুদ্রণ

জয়েটা প্রকাশনী

২০-২১, বাগবান্ডু এভিনিউ, চিটি ব্লক (৫ম তলা), ঢাকা ১০০০।

ফোন : ০১৬১১৫৫০৫১, ০২৭১৪৫৫০১৬

মূল্য

৫০০ টাকা, ১০ ইউএস ডলার

ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নম্বর

৯৭৮-৯৮৪-০০-৮০৬৮-৮

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২০, বাগবান্ডু এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। টেলি: ৯৬৭৭৮৮১

Website: www.albd.org

Blood-stained Bangladesh

Special Publication of

Bangladesh Awami League

First Edition: July, 2014

Advisory Editor

H. t. Emam

Chairman, Publicity & Publishing Sub-committee

Political Advisor of Honorable Prime Minister

Editing

Dr. Hasan Mahmud

Publicity & publishing secretary,

Bangladesh Awami League

Asim Kumar Ukil

Deputy-Publicity & publishing secretary,

Bangladesh Awami League

Co-operation

Sadiqur Rahman Chowdhury Parag

Assistant Secretary,

Bangladesh Awami League

Faizul Latif Chowdhury

Economist & Author

Kawsar Rahman

Journalist

Image & Reference

National Daily, News Agency &

Online News Media

Allout Supervision

Yezsin Kabir Joy

Cover & Posture

Shahriar Khan Bano

Printing

Joyeeta Prokashani

20-21, Bangobandhu Avenue

City Bhaban (5th floor), Dhaka-1000.

Phone : 01611540551, 01714455066

Price

500 BDT, 10 USD

ISBN

978-984-33-8068-8

Bangladesh Awami League

23, Bangobandhu Avenue, Dhaka-1000. Tele: 9677881

Website: www.albd.org

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাসান মাহমুদ এমপি এবং উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অসিম কুমার উকিল কর্তৃক প্রকাশিত

Published by Bangladesh Awami League's Publicity Secretary Dr. Hasan Mahmud MP & Deputy Publicity Secretary Asim Kumar Ukil



বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে বিএনপি-জামাতের
পরিকল্পিত রাজনৈতিক সহিংসতার প্রামাণিক দলিল

The documentary evidence of the planned
political violence for making Bangladesh
in failure country scattering terrorism

সূচি

সম্পাদকীয়	০৫
কিএনপি-জামাতের নারকীয় সম্ভ্রাস-বর্বরতা	০৭
অর্থনীতি ধ্বংসে কিএনপি-জামাতের	
পরিব্যক্তি ন্যাকতা	৬১
ইসলামের শত্রু কিএনপি-জামাত:	
পোড়ে মসজিদ, পোড়ে কোরআন	৯৭
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন	১১৫
জাতীয় চেতনার বেদিমূলে আঘাত	১৩৭
তাজবের শিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	১৫১
আঙুলে পোড়ে লাথো শিতর স্বপ্ন	১৭৭
রেহাই পায়নি গণমাধ্যমও	১৯৩
নারীর শত্রু কিএনপি-জামাত-হেফাজত	২০৯
সবুজবিনাশী ডাঙর	২১৯
পরিষিষ্ট	২৩৫

Content

Editorial	05
Inhuman Terrorism & Barbarism	07
Planned Anarchy to Destroy Economy	61
Burnt Al-Quran and Mosques:	
BNP-Jamaat Enemies of Islam	97
Torture & Repression on Religious Minorities	115
Attack on Base of National Spirit	137
Law Enforcers Face Brunt & Ravage	151
Dreams of Millions of Children Burnt to Ashes	177
Mass Media Not Spared	193
BNP-Jamaat-Hefajat: Enemy of Women	209
Destruction of Greenery	219
Appendix	235

হাজার বছরের ঘোঁড়া বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই আমরা পরাধীনতার গ্রামি থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। তাঁরই আত্মদানে দীর্ঘ নয় মাস অসমসাহসিকতায় লড়াই করে অনেক মূল্য দিয়ে বাঙালি জাতি হিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার লাল সূর্য।

একাত্তরের পরাজিত শক্তি কখনোই এই স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। মানুষ খেন স্বাধীনতার সুফল পেতে না পারে, সে জন্য বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও স্বার্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকেই তারা রকম কড়মল শুরু করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জনকে ধ্বংস করতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলুটিত করতে, মানুষের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারকে হরণ করতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সশরিকারে হত্যা করেছিল একাত্তরের পরাজিত স্বাতক বিএনপি-জামায়াত চক্র। জাতীয় চার নেতাসহ হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের হত্যা করা হয়। সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশ ছিল এক অন্ধকার যুগে।

এমন এক প্রেক্ষাপটে নিশেঘরা মানুষকে ন্যায় অধিকার কিরিয়ে দিতে যান ধরেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেৱদ্র শেখ হাসিনা। তাঁর সাহসী ও সূক্ষ্মশীল নেতৃত্বে বাঙালি জাতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল অধিকার আদায়ের সঞ্চারে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকাজির বেঁচে ছিল না। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিকে নেতৃত্বশূন্য করতে বারবার বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা হয়েছে। কিন্তু পরম কল্যাণময়ের রহমত ও দেশের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে তিনি এখনো এই অপশক্তি প্রতিরোধের সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

উগ্র জঙ্গিনোষ্ঠীর উত্থান ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি করে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিচাষাণ্ন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায় বিএনপি-জামায়াত। এরই অংশ হিসেবে ২০০১ সালে কারচুপির নির্বাচনে ক্ষমতা গ্রহণ করে বিএনপি-জামায়াত জোট অনুষ্ঠানিধি, বিচারক, লেখক, অধ্যাপক, আইনজীবী, নারী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শিল্পসহ হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এ সময় তারেক জিয়ার নেতৃত্বে হাওয়া ভবনের নীলনকশায় সংঘটিত হয়েছিল ৩৫ হাজার হত্যাকাণ্ড। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, নারীনেত্রী আইজী রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ ফকির, সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুল ইমাম, লেখক-অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, শিক্ষক গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর খান, সাংবাদিক মানিক সাহা, বিচারক সোহেল আহমেদ, বিচারক জগদীশ পাণ্ডে, বুয়েটের ছাত্রী সাবেকুল নাহার সনি, কুলছাত্রী সখিয়া, শিশু নওশিন...এ রকম হাজারো নামে দীর্ঘ হয়েছিল লাশের মিছিল।

বঙ্গব্দ হারানোর থেকে আকাশ হয়েছিল ক্রীর্ণ, অসহায় মানুষের আঁর্তিতে জলি হয়েছিল বাতাস। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর নেমে এসেছিল নিপীড়ন।

It is none but the greatest Bengali of the past thousand years, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who liberated us from the clutches of subjugation and subservient life. Following his clarion call, the Bengali nation fought for nine long months with bravery and made supreme sacrifices for independence.

But the defeated forces of the liberation war of 1971 could not accept the independence. They resorted to all-out conspiracies since the birth of this heroic nation so that it turns out to be an ineffective and failed state and thus deprive people of enjoying the freedom.

Their conspiracies did not pause for even a minute and they were out to destroy all the achievements of the war of liberation, destroy the spirit of the liberation war and seize the democratic and constitutional rights of the people. That is why the BNP-Jamaat clique assassinated the Father of the Nation and his whole family on 15th August of 1975. In a sequel, four senior national leaders were assassinated inside the prison and thousands and thousands of pro-liberation war progressive people were killed. Bangladesh was thrown into a dark age of modern times.

Against this backdrop, daughter of the Father of the Nation, Deshratna Sheikh Hasina took the responsibility so that helpless people get back their well-deserved rights. It is her brave and creative leadership that made it possible for the Bengali nation to turn around and engage in the struggle for establishing their rights. However, the conspiracy continued and one after another assassination attempts were made to kill Jananetri Sheikh Hasina so that a vacuum is created in the leadership of the progressive democratic forces. But blessed by the Almighty Allah and endless love and affection of millions of people, she still leads the struggle to resist the evil forces.

The evil force of the BNP-Jamaat clique wants to turn Bangladesh into a Pakistani-minded state through proliferation of fanatic militant fundamentalist groups. As part of its blueprint, BNP-Jamaat alliance grabbed power through election engineering in 2001 and resorted to widespread killings of hundreds of elected representatives, judges, writers, professors, lawyers, women, journalists, teachers, businessmen and children, among others. During this period, around 35,000 people were killed as part of a blueprint masterminded by Tareq Zia from his parallel centre of power Hawa Bhaban office. Former Finance Minister Shah AMS Kibria, women leader Ivy Rahman, former Member of Parliament Ahsan Ullah Master, former Member of Parliament Momtaj Fakir, former Member of Parliament Manjurul Imam, writer Professor Humayun Azad, teacher Gopal Krishna Muhuri, journalist Humayun Kabir Baku, journalist Manik Shaha, district judge Sahel Ahmed, district judge Jagannath Pare, student of BUET Sabequn Nahar Sony, school student Mahima, Nawshin and thousands of other names still bring tears in the eyes of millions. It was like a procession of the deceased!

Those who lost their near and dear ones, their tears could not satiate the

বাড়ানে বারদের গন্ধ, দেশজুড়ে বোমাবাজির মধ্যেওসব, লাশের মিছিল, উত্তর জমিগোষ্ঠীর তাজব
-বিএনপি-জামায়াত শাসনামলে এই ছিল আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতিদিনকার চিত্র।

এই বকম একটি দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে বিশাল মানুষ বেঁচে থাকার আশায় ঝুঁজে ফিরছিল একটু
আশায়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক যুদ্ধাপরাধমুক্ত সমৃদ্ধ ও আধুনিক
বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গণমানুষের রায় নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী
লীগ মহাজোট সরকার গঠন করে। দেশকে কলকমুতে করতে নির্বাচনী অসীকার বাস্তবায়নে
চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উল্লেখ এতং করেন তিনি।

কিন্তু শুরু থেকেই বিএনপি-জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরোধিতা করে। কেবল
বিরোধিতা করার মধ্যেই বিএনপি-জামায়াত বেমে থাকেনি, বিচার-প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য
তার শোড়ালটি নীতি অবলম্বন করে দেশজুড়ে ভয়াবহ তাজব ও সহিংসতা চালায়। এই
সহিংসতার শাটর্ন দেখে এটি সহজেই বোঝা যায় যে বিএনপি-জামায়াত বাংলাদেশ এক
বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

নারী-শিশু, ব্যাংকার, প্রকৌশলী, রিকশাচালক, সিএনজিচালক, বাস-ট্রাক-কাভার্ড
ম্যানচালক, বাসযাত্রী, পুলিশসহ নিরীহ মানুষকে তারা পুড়িয়ে মেয়েছে। অফিস-আদালত,
সরকারি-কোমরকারি প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, শহীদ মিনার, মসজিদ-
মন্দির-প্যাশোডায় আগুন দিয়েছে। সারাদেশের যোগাযোগব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে রেললাইন
উপড়ে ফেলেছে, রেল আগুন দিয়েছে, লক পুড়িয়েছে, রাস্তা কেটে কেলেছে, ব্রিজ
ভেঙেছে, বাজার বাজার গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করেছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা করেছে,
বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটপাট করেছে।

বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও স্বর্ঘ রাষ্ট্র পরিণত করতে বিএনপি-জামায়াতের এই
পরিকল্পিত সহিংস তাজব ও নারকীয় বর্বরতায় শুদ্ধ হয়ে পড়ে সমগ্র জাতি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এক মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে
হলে এই অপশক্তিকে দ্বুতেই হবে। আসুন আমরা এই বিএনপি-জামায়াত অপশক্তির
বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই।

বিএনপি-জামায়াতের নারকীয় সহিংসতা ও বর্বরতা তুলে ধরতে এই প্রকাশনা। বিষয়ভিত্তিক
মোট নয়টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে বিএনপি-জামায়াতের বর্বরতার চিত্রকে। সেই সঙ্গে
থাকছে জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ঘ।

আমরা আশা করি, এই প্রকাশনা বিএনপি-জামায়াতের নারকীয় সহিংসতার একটি প্রামাণ্য
নকিল হয়ে ইতিহাসের দাবি মেটাতে সক্ষম হবে এক অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রত্যয়কে
শাণিত করবে।

thirst of blood of those evil forces but the sky and wind of Bangladesh
became heavier every day and the sacrifice of people continue to take
heavy toll. People belonging to various religious minority groups including
the Hindus faced the severest brunt of torture.

Everyday, the scenario was quite horrific than the day before with the wind
carrying the smell of gunpowder, festival of bomb blasts, procession of
dead bodies and safe haven of fanatic militants – this was Bangladesh.

Under such unbearable circumstances, utterly distressed people were
looking for a minimum protection. Spirited by the war of liberation, Grand
Alliance of Awami League led by Jananetri Sheikh Hasina was mandated
with a landslide victory for building a prosperous and modern country
based on secular values. As promised in the election manifesto, Jananetri
Sheikh Hasina initiated the trial of war crimes so that the country is freed
from the black spot.

But the same BNP-Jamaat clique started opposing the trial from the very
beginning. Not only opposition to the trial process, they resorted to
widespread violence and gruesome carnage across the country. The
pattern of violence spoke for itself clearly indicating that the BNP-Jamaat
clique declared war against the people of Bangladesh.

The BNP-Jamaat racketeer and their hired goons have killed women,
children, banker, engineers, rickshaw-puller, CNG-run three-wheeler drivers,
bus-truck-covered-van drivers, bus passengers, policemen and innocent
civilians fall prey to their wrath and many of them were burnt to death. Office
establishments, government and private offices and institutions, financial
institutions, school-colleges, Shaheed Minars, mosques-temples and pagodas
were also set ablaze to. In order to disrupt nationwide transport
communication, they uprooted rail lines, set fire on trains and launches,
damaged the roads and bridges, and cut down thousands of valuable trees.

With a clear aim to destabilize communal harmony, one after another
attacks were made on Hindu and Buddhist community setting fire at their
homes and looting their wealth.

The whole nation was absolutely stunned to witness the severest extent of
planned violence and inhuman barbaric acts by the BNP-Jamaat clique
which was aimed at making Bangladesh an ineffective and failed state.

To protect the independence and sovereignty and to protect the lives and
resources of the people, this evil force must be resisted. Let's all join hands and
come forward to get united against the evil force of BNP-Jamaat alliance.

This publication is aimed at portraying barbaric violence by the BNP-
Jamaat clique. The barbarism by BNP-Jamaat alliance has been divided
and displayed under nine subject-based chapters herein. In addition, news
published in different national newspapers are also presented.

We hope, this publication will be able to satiate the demand of history as a
well-researched documentary on BNP-Jamaat alliance's inhuman barbaric
acts and sharpen the spirit of struggle against the evil forces.

বিএনপি-জামাতের নারকীয় সন্ত্রাস-বর্বরতা

Inhuman Terrorism & Barbarism



ঘটনা : ১

‘মাফিয়াকে কিছু জানাইস না। ওরে কবি আমি ভালো আছি। আমার এ অবস্থা দেখলে ওই মইরা যাব।’ বার্ন ইউনিটের আইসিইউর ক্রিনায় শুয়ে শ্যানক রেজাউলকে কাতরভাবে কথাগুলো বলছিলেন নব্বু রবিন মুন্সী (২২)।

এর ঘণ্টা খানেক পর না হতেই আইসিইউর বাইরে রেজাউলের হাউমাউ কান্না। বলছিলেন, ‘আমার বোনরে এখন দেখব কে?’ রবিন ভাই তার সন্তানটাও দেখেই যাইতে পারল না। তখনো পাশে বসা নুহু না আকলিমা জ্বলেন না তাঁর ছেলে আর নেই। গ্রামের বাড়িতে থাকা রবিনের অল্পসভা স্ত্রী মাফিয়াও জ্বলেন না তাঁর স্বামী মারা গেছে। অন্যন্ত সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখার আগেই হলো পিতৃহারা।

ঘটনা : ২

রবিন মুন্সী। বাড়ি মাদারীপুরের শিবচরে। কাজ করত সাভারের একটি পোশাক তৈরির কারখানায়। বাড়িতে গিয়েছিল পাঁচ মাসের অল্পসভা স্ত্রীকে দেখতে। স্ত্রীর জন্য শীতের কাপড় কিনে পাঠাতে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল জুপপড়ুরা যুগ্মতো ভাই নাহিদকে। গুলিগুন থেকে ফার্মগেটে যাওয়ার পথে শাহবাগে বিএনপি-জামায়াতের সম্মেলন পেল্লোবোমা মেরে আতন ধরিয়ে দেয়। গুরুতরভাবে অগ্নিস্ক্র হয় রবিন ও নাহিদসহ ১৯ জন। ঘটনার দিনেই নাহিদ এবং এর ১৭ ঘণ্টা পর মারা যায় রবিন মুন্সী।

এ রকম শত শত মানুষ পুড়িয়ে মারার মর্মান্তন সব ঘটনা বলে শেষ করা যাবে না। নারী-শিশু, ব্যাংকার, প্রকৌশলী, রিকশাচালক, সিএনজিচালক, বাস-ট্রাক-কাভার্ড ড্রাইভার, বাসযাত্রী, পুলিশসহ নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে মারার এক নারকীয় হত্যা উৎসবে যেন যেতে উঠেছিল বিএনপি-জামায়াত। এমনকি তাদের এই নৃশংসতা থেকে রক্ষা পায়নি অকল্য পশুপক্ষও।

বিএনপি-জামায়াতের তাজবে এভাবেই দাঁট দাঁট করে পুড়তে থাকে আমাদের প্রিয় স্বদেশ। অগ্নিস্ক্র অসহায় নিরপরাধ মানুষের আত্মজারি, স্বজন হারানো মানুষের আর্তিতে ফদয়বিদারক পল্লিকর্ষ ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটসহ বিভিন্ন হাসপাতালে।

কেন এই নারকীয় স্বরূপতা। কেন এই পাশবিকতা।

কারণ একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বিএনপি-জামায়াত আত্ম মরিয়া। তারা চেয়েছিল যে কোনো মূল্যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ঠেকিয়ে রাখতে।

আর তাই ওরা ‘৭১-এর কল্যা নিতে এক যুদ্ধাপরাধের বিচার বান্ধাল করতে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

“Please don’t tell Maafia anything. Better tell her that I am doing well. If she sees me in this situation, she will just die,” this is what severely burnt 22-year old Robin Munshi was telling his brother-in-law Rezaul while he was suffering from pain-stricken burn injuries at the ICU of the hospital. Just an hour later, Rezaul was crying loudly; “Who would now look after my sister? Robin could not even see the face of his child!”

Rezaul’s mother Aklima was sitting next to him and she was speechless as she knew her son-in-law was no more. Her daughter Maafia was pregnant and at home in the rural village waiting for her child to be born. But the child became orphan even before was born!

Robin Munshi hailed from Shibchar in Madaripur district. He used to work in a ready-made garment factory in Savar. He went to his village to see his wife who was pregnant and on the fifth month. Along with his cousin Nahid, Robin went to buy some warm clothes for his wife so that she could use those during the bitter winter. As he was travelling from Gulistan to Farmgate, terrorists of BNP-Jamaat alliance spread petrol and set fire to the bus he was travelling.

Robin and his cousin Nahid were severely burnt along with 19 other people. Nahid died on the day from burn injuries while Robin followed him after 17 hours of painful struggle at the hospital bed.

There are incidents of hundreds of other arson attacks and uncountable miseries with untold sufferings. BNP-Jamaat alliance was furious and women, children, banker, engineer, rickshaw-puller, CNG-run three-wheeler drivers, bus-truck-covered-van drivers, bus passengers, policemen and innocent civilians fall prey to their wrath and many of them were burnt to death. Their wrath did not even spare the livestock.

This is exactly how the country burnt in flame and innocent civilians paid the highest cost for BNP-Jamaat’s greed and vengeance. For months, the hospitals treating the burn injured people have witnessed cry and sufferings of hundreds of people. Burn unit of the Dhaka Medical College has witnessed procession of burnt people.

Why such inhuman barbarism? Why such brutality?

This is only because the BNP-Jamaat evil alliance has been desperate to take revenge of their defeat in the war of liberation. They wanted to resist the birth of Bangladesh at any cost. That is why they want to take revenge of their defeat in 1971 and fail the trial of war crimes by declaring a new war against the people of Bangladesh.



পেট্রোলবোম্বের ঝলসে গেছে ভাইয়ের শরীর। মির মুখটি হয়তো মিত্র পাবে না আগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। কান ইন্সটিটি পাবার চাওয়ায় অগ্নিস্রব্ধ ভাই সাজেশুনার যত্নে লাবন করার চেষ্টা করছেন অফ্রিসজন সুমি।
The body of brother burnt in petrol bomb. May the dear face get back its natural beauty no more. The tear full Sumi is trying to reduce the agony of the burnt brother with the air of fan at Burn Unit.



৬ জানুয়ারি ২০১৪, রাত্রে গাড়ি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের অক্সিজেন মোড় থেকে ২ নম্বর গেট যাচ্ছিলেন লেগুনার চালক মো. মিতুল। তাঁর ওপর পেট্রোলবোলা হাফেলা করে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা।

Leguna driver Md. Mitul burnt in Petrol bombing of BNP-Jamaat while he was driving from Oxygen More to Gate No 2 of Chittagong city at night on 6 January 2014.



৮ জানুয়ারি ২০১৪, ফিরদৌস মামুনগাজীর অস্ত্রপ্রহরে আগুন লাগে ফলস্বরূপে ফরিদ মিয়া মারা যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে বাবার লাশ নিয়ে এসে অফসহজল চোখে পুঁদা শিঁটল
8 January 2014, fruit-seller Farid Mia, fire-burnt at arsenal of BNP Jamaat died at Dhaka Medical College. His son Lifon full of tears while coming to take father's dead body from DMCH morgue.



খান্দেরেজ থেকে নিয়েছিল অগ্নিদগ্ধ মানুষের শরীর
The bodies of the burnt people were covered with bandages

ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট বিভাগে যত্নগ্রহণ করছেন সন্ত্রাসীদের পেট্রোলবোম্ব হামলার শিকাররা। তারা যখন অগ্নিতে পড়েন তখন অগ্নির আগুন তাদের ত্বক ও অন্তর্ভুক্ত অঙ্গের উপর পড়তে দেখার চেয়েও ভয়ংকর।

The general people victims of the petrol bomb by the BNP-Jamat terrorist were in life-in-death condition in unbearable agony at Burn Unit of Dhaka Medical College. The relative of a burnt faced victim is trying to put the liquid food on his mouth.



পেট্রোলবোমায় ছেলে রিয়াদের মুখ খসতলে দিচ্ছে নিরবশির সত্যসীরা। বামখানীর শিকশার্কের সামনের অতীকবী বলে পেট্রোলবোমা ছুড়ে বাগটি ক্লানিয়ে নো সত্যসীরা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট রিয়াদকে নিয়ে কাণ্ডায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা

The terrorists of BNP scared the face of Riad throwing petrol bomb on him. The terrorists blazed the bus throwing petrol bomb in a passers bus in front of children park in the capital. The mother of Riad burst into tears at Burn Unit of Dhaka Medical College Hospital.



স্বামীর এমন 'অকস্ম' চাননি শিরিন

রাজধানীবাসীকে যানজটের দুর্ভোগ থেকে রেহাই দিতে প্রতিদিন শ্রাণাত্ত পরিবহন করতেন ট্রাফিক কনস্টেবল ফাইজুল ইসলাম (৩৮)। ২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাতে সেই দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার জন্ত উঠে বসেছিলেন রাজধানীর কল্যাণসেতুর মোড়ে রাণ্ড পুলিশের বিকুইজিশন করা বাসে। কিন্তু বাসায় আর ফেরা হয়নি। পেট্রোলবোম্ব মর্দ ফাইজুলের ঠিকানা হয় ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিট। বিএনপি-জামায়াতের অকস্ম শেষ হওয়ার সাথে ছয় ঘণ্টা পর রাত সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশের বাসটিতে বোমা ছোড়ে সহসীরা। শ্রাণ পরিবহন আত্মক ট্রাফিক কনস্টেবল ফেরদৌস বশির (৪২), গুরুতর মর্দ হান ফাইজুল ও বাসটির চালক বাজেরীদ খান (২০)।

Shirin never wanted such 'leisure' of husband

Traffic constable Faizul Islam (38) used to spend unfiring labor dally to give the city dwellers a relief from sufferings of traffic jam. On last 24 December on end of his official duties, he boarded a bus requisitioned by the police halted the capital's Banglamotor intersection but he could make no return to home. Parched with petrol bomb, his address now became the DMCH burn unit. The terrorists hurled the police bus at around 11 pm after six and half an hour of end of BNP-Jammat led blockade leaving another traffic constable Ferdousy Khalil (42) dead and Faizul and bus driver Bayezid Khan (20) seriously fire-injured.



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুইটি প্রয়োজিতল বার্ন ইউনিটত মঙ্গলকণ্ডর নিম্নত্ব সাক্ষর পালে দাঁড়তে

The Prime Minister People's leader Sheikh Hasina went on at Burn Unit to stand beside the agonized innocent people.



যেহেঁ পায়লি ফেঁট। কিএলপি-
গাম্ভীর্যের সহিংসতার অতলে
পুড়েছে সবাই

None get escape. All
were burnt in the fire of
BNP-Jamat.



২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর ফরিদপুরের হরিশবা এলাকায় বিএনপি-জামায়াতের পেট্রোলবোমায় গুরুতর অগ্নিসংকটগ্রস্ত ট্রাকচালক মেহেদী হাসানকে ভর্তি করা হয়েছিল ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিট। সূত্রে জানা গেছে যান ২৮ বছর বয়সী যুবক মেহেদী।

Truck driver Mehedi Hasan severely burnt in petrol bombing of BNP-Jamat in the area of Harishaba of Faridpur on 30 November of 2013 was admitted at Burn Unit of Dhaka Medical. Mehedi of 28 years youth died fighting with death.



দুই ছবি খবির খানার কীট-বায়েবগে দুটোপায়ে লড়াই করছে সন্তান চালায়। তিনিও লিফার হয়েছে কিনলি-জামায়াতের সহিংস রাজনীতির। বার্ন ইউনিটে চিকিৎসকত্ব খবিরের পাশে ঘুমিয়ে আছে তাঁর আদরের মেয়ে সন্নিয়ত।
 The poor Khabir maintain his family selling vegetables in footpath of Rayebagh of Jatrahari. He also is victim of the violent politics of BNP-Jamat. Beside Khabir, under treatment of Burn Unit sleeping his affectionate daughter.



বিএনপি-জামায়াতের
অগ্নিসন্ত্রাসের কাছ
থেকে রক্ষা পায়নি
অবনা প্রাণীও

Even the
weaker animals
did not escape
from the fire
terrorism of
BNP-Jamayat

অবনা প্রাণীও রক্ষা পায়নি বিএনপি-জামায়াতের অগ্নি-সন্ত্রাস থেকে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সীতাকুন্ডের
ফৌদারহাটের পাশে ২৪ ডিসেম্বর পলকবাহী একটি ট্রাকে পেট্রোলবোম্ব হামলা চালানোর ফলে। শীঘ্রই পুড়ে মারা যায়

Even the weaker animals did not escape from the fire terrorism of BNP-Jamat. The
outrights attacked petrol bombing in cattle loaded truck on 24 December at Foudar
Hate Sitakunda of Dhaka-Chittagong Highway.



ওদের কী অপরাধ?

What is their crime?



ককটেল বিস্ফোরণে আহত শিশু লাল মিয়া।
কী তার অপরাধ?

Fath child Lal Miah injured in Cocktail
explosion. What is crime?



মায়ের সঙ্গে রিকশায় ফুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল সুময়া
আক্তার। তাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয় ককটেল। শিশুটি
গুরুতর আহত হয়ে মাঝায়

Sumoya Akter was going to appear at the
examination with her mother. Culprits
threw Cocktail on them. The child got
severe injury in her head.

৩ ডিসেম্বর ২০১৩, চট্টগ্রামে ফুলে যাওয়ার পথে বেলার আহত হয় কোল। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোলের গলে তার মা

Belal was injured in way to school on 3 December, 2013. The mother of Belal beside him at Chittagong Medical College Hospital.



ছবি দেখলেই বুঝ বেঁচে এঠে, বাজন নুচ ছিল অকণ্ড ভয়াবহ। ঝিএলি-জামায়াতের পেট্রোলবোমার নিকার অত্রেক নিরীহ মানুষ গর্কন পুড়ে যাওয়া যুবক মনির হোসেন। তাঁর পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকছেন পিতা। বেশ শরিত স্তূতুর সঙ্গে লাভে হেরে গেছেন মনির। কি সাকুলর আছে এই গৃহস্থরা পিতার?

The heart shaken seeing the image, real scene was more dreadful. Another innocent victim of petrol bombing of BNP-Jamat wholly burnt youngster Monir Hossain. His dumb father has been sitting beside him putting his hand in his forehead. At last Monir died while fighting with death. What is solace of this father losing his son.



হাসান ডেভিডসনের বর্ন ইউনিট (সেই) স্বাক্ষরিত

Nursing of fire-burnt patients by relatives of DMCH burnt unit.



এই হাত মানুষের। দুখটি আরও বৃদ্ধ। বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা খন্দস নিয়েছে আতঙ্ক। তাঁর অপরাধ, তিনি গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গল রাতে নির্বাচনে প্রার্থীদের অধিবেশন হিসেবে ভোট গ্রহণের নথি পূরণ করতে গিয়েছিলেন গোবিন্দপুর উপজেলার কুন্টাইল কেন্দ্রে। পেট্রোলবোম্বার খন্দসে যাওয়া গাইবান্ধার গোবিন্দপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক সইদুল ইসলাম একাই অচেতন হয়ে পড়ে ছিলেন রক্তের শব্দে জিজ্ঞাসিত রহমান ডেভেলপ করলে হাসপাতালের বিছানায়

This is the hand of a man. Face is more ugly looking. The terrorists of BNP-Jamat have blazed with fire. His offence is that he went to Kuntail center of Gabindaganj Upazila for compliance of voting as a presiding officer in the election of 10th National assembly on 5th January last. Lecturer Sydul Islam of Gabindaganj Womens College of Gaibandha having blazed with petrol bomb is lying in such a way at the bed of Sahid Ziaur Rahman Medical College Hospital Bogra.



দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঠেকাতে দেশজুড়ে আগুন বোমাবর্ষণ ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ভাঙ্গা চাপের নিকটবর্তী-অসহ্য চরম। ৩ জানুয়ারি ২০১৪-তমের সন্ত্রাসের রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে একটি যাত্রীবাহী বাসে পেট্রোলবোম হুড়ে ফাটিয়ে দেয়। ভক্তের অহত বাসচালক বকুল মিয়া (বাকুল) ও যাত্রী ফল ব্যবসায়ী ফরিদ মিয়াকে (ফরিদ) ৩ (দুই) অর্ধে কর হয় ঢাকা মেডিকেলের বর্ন ইউনিট।

BNP-Jamat group conducted a brutal incident of huge bombing and fire setting hindering the tenth National Parliament Election over the country. On last 3 January their terrorist blazed a bus throwing petrol bomb in a passenger bus at Pailbag in the capital. Severely injured bus driver Bakul Miah (left) and passenger fruit trader Farid Miah (on right) were admitted to Burn Unit of Dhaka Medical.



শ্রী পরিবার করে নিচ্ছেন সুখের সন্ধ্যা। ২০১০ সালের ২৯ নভেম্বর রাজধানীর শিলাপাঠের সামনে অবস্থিত বাসে আতন ছুটিয়ে দেয় বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের গণসংগঠন। বাসের এই যত্নাঙ্গনা খ্যাতিটি অক্ষতনে
স্বাধীনক পুড়ে গেছেন।

The wife is cleaning the wound of face. 29 November 2013, the terrorists of 18-alliance party under the leadership of BNP burnt passenger bus in front of children park of the capital. This unfortunate passenger was severely burnt with fire.



শেখ হাসিনার পুত্র কম্পিউটার বিজ্ঞানী সজীব ওয়াজেদ জয় গত ১২ নভেম্বর গিয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে। তিনি মানুষের যন্ত্রণা ও সইহিসতার ভয়াবহ রূপ দেখে প্রত্যন্ত কবিত ও বিস্মিত হন। যৌসজন্মের দৈন্য আহতদের এক তাসের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

Computer scientist 'Sajib Wajed Joy' the son of the Prime Minister Sheikh Hasina, went to Burn unit of Dhaka Medical College on 12 November last to stand beside ailing people blasted with petrol bomb. He was so regretted and astonished at the furious scene of pain and cruelty of people. He took whereabouts of the wounded and provided financial support.



প্রধানমন্ত্রীর ছেলে কম্পিউটার বিজ্ঞানী সজিব ওয়াজেদ জয় গত ১২ নভেম্বর বার্ন ইউনিটে এক অগ্নিদগ্ধের কাছ থেকে শুকছেন তার ওপর চালানো নারকীয় হামলার কথা

The son of the Prime Minister Computer Scientist Sajib Wajed Joy is hearing diabolical attack from a blazed person made upon him in the Burn unit on 12 November last.



কান্নাই এখন বাকি যৌবনের সিঁড়ি। এই কুহা সত্যের। ইতিমধ্যে তরুণ পুত্র বাহিদুর রহমান বাবু। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বর্ন ইউনিটের ছাত্র ছিল জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থেকে আরে আর ঢাকা কলেজছাত্র বাবুর তাকান। গত ৪ ডিসেম্বর রক্তক্ষরণের শেষে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বর্ন ইউনিটের ছাত্র বাহিদুর রহমান বাবু।

Only the crying is the companion of the last life of this old mother, the young son Wahidur Rahman Babu is seen in the inset. Dhaka College Student Babu has lost his life after remaining 6 days in between life and death in the Burn Unit of Dhaka Medical College.



ছেলের বাড়ী মিটিয়ে সকালে জীবিকার তাগিদে সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন সাবেদ আলী। কিন্তু আরে আর ফেরা হয়নি তাঁর। ২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর সিএনজি-মালয়গুপ জোটের সহানুভূতির আওতায় পুড়েছে সাবেদের শরীর। আতলে পুড়ে মুখের কিছু অংশ হয়ে গেছে কালো। হাতে-মুকে ব্যাণ্ডেজ। ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে মায়ের কাছ থেকে যন্ত্রণার কাতর বাঁধার নিকে অপসার্য তাকিয়ে চার বছরের সিন্ত আরিক মিয়া

Sabed Ali took out with his CNG auto-rickshaw in search of livelihood after meeting repeated requests of his son, but never to return. On 26 November, 2013 Sabed's body burnt with fire set by BNP-Jamaat alliance. Fire left some parts of face black. He is wearing bandage on hands and face. Pain-stricken father is being looked at with a steadfast gaze by the four-year child Arif Mia.



ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটের পোড়া রোগীর বিভাগ
Procession of burnt patients of DMCH burn unit



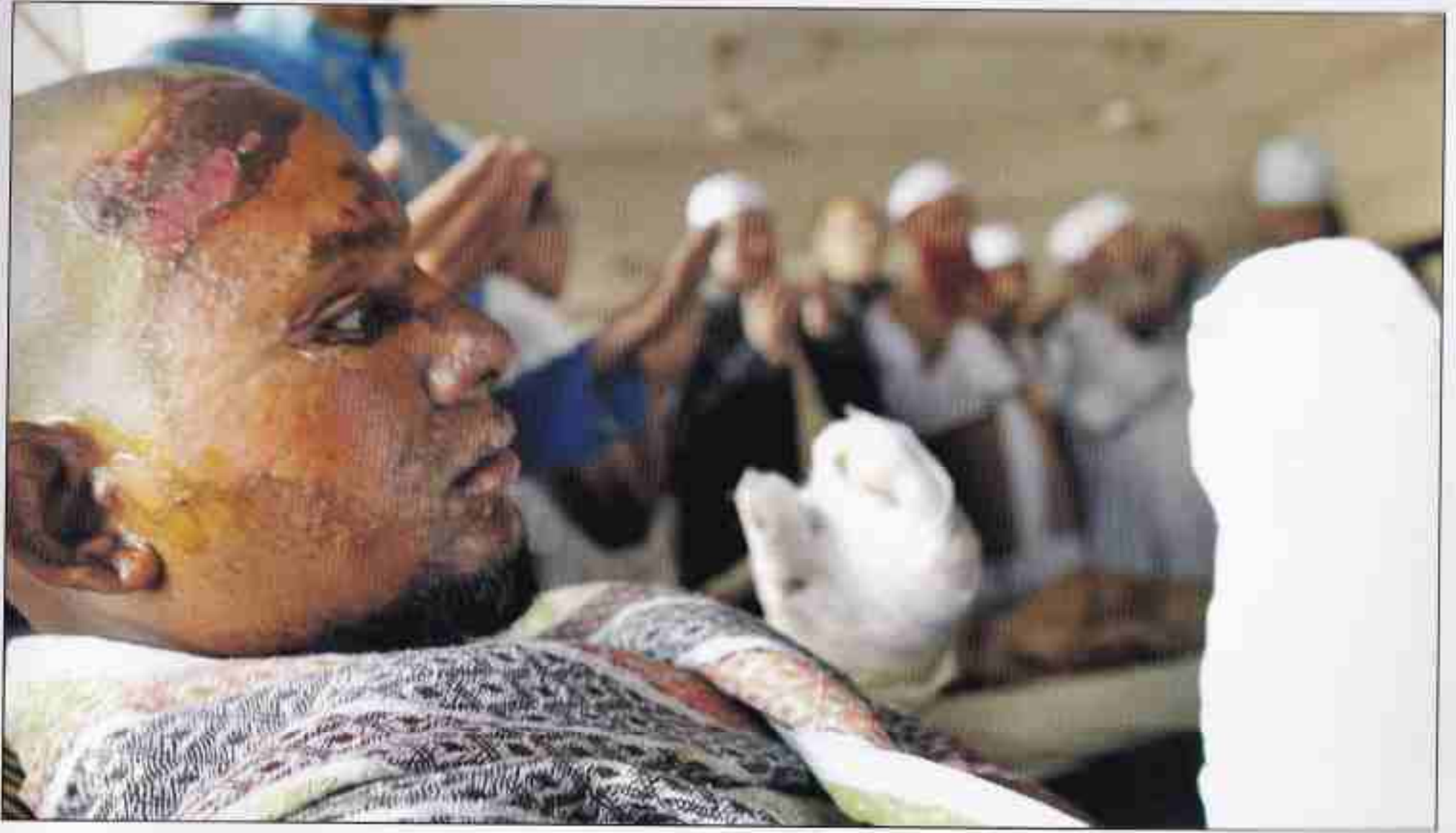
দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল বিএনপি-জামায়াত চক্র। আন্দোলনের নামে নির্বিচারে করেছে বোমাবর্ষি। অবিশ্বস্তবৃত্ত বোমাকে কল ভেলে ফেলে গিলে বিস্ফোরণে ভাল হাতের সল আঙ্গুল ব্যরিডেছে ছোঁড়া গিয়া।
বান হাত আর গোটো পেয়েছে স্বল্পের আশ্রিত

BNP Jamaat circle wanted to unleash the reign of terror across the country. They have carried out indiscriminate bombing in name of movement though in the face of resistance by law-enforcing agencies, the terrorist have had to flee even after hurling bombs anywhere and everywhere. in the capitol, the small lina while playing with an unexploded bomb taking it for a ball lost all her fingers and have sustained injury in left hand and stomach, too. Tearing mother beside sleeping daughter in National Institute of Traumatology and Rehabilitation Center.



১ ডিসেম্বর ২০১৩, ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটের ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হওয়া এক বাসযাত্রী

1 December, 2013, a bus passenger in BMCH burn unit being injured on day of blockade by BNP-Jamot alliance.



ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট ভরে উঠেছিল বিএনপি-জামায়াতের বোমা-অগ্নিসম্রাসের শিকার অসহায় যন্ত্রণাকাতর মানুষে। ২০১৩ সালের ৩ ডিসেম্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এসব মানুষের দুঃখের কান্না করে সত্যন আত্মতুর কাছে বক্রণ ধারণ।

DMCH burn unit became jam-packed with helpless and pain-stricken people falling victims to BNP-Jaama's bombing and fire-violence. These news by dolles on pain and grief of people moved people across the country to sympathy.



ঢাকা-মতরা মহাসড়কের মুন্সিগঞ্জের মাঝা মাঝায় গত ৭ ডিসেম্বর ১৮-সদস্য জোটের মতাদর্শীয় চিলাটি হামলায় বাসে অগ্নি ধুলিয়ে দেয়। ফলতর অগ্নিস্রব বাহন হেল্পার আলমগীর হোসেনকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে আনা হয়

Terrorists of 18 party alliance set 3 passenger buses to fire at Mawa under Munshiganj on Dhaka-Mawa highway leaving the bus's helper Alamgir Hossain seriously burnt who was brought to DMCH burn unit for treatment.



৬ ডিসেম্বর ২০১৩, শুক্রবার রাতে রাজধানীর কলমতলী বাসাবীল শ্যামপুর ওয়াসা গেটের কাছে এক বৃদ্ধা সিএনজিতে করে যাওয়ার সময় পিকের পেলবোম্বার ভরসার অগ্নিস্রাব ঘটে যার ফলে মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি হন

6 December, 2013, on Friday night, an old woman named Jahanara Khatun while being at the area close to Shyampur WASA gate under the capital's Kodomtoli P.S by a CNG became seriously injured at picket's petrol bomb and admitted to DMCH burn unit.



বাবাকে এই চেহারায়ে কখনো দেখেনি, দেখলে হলে ভাবেনি ছোট্ট শিশু ফরহান ও মিম। ২০১৩ সালের ১১ নভেম্বর ময়মনসিংহে, হরতালের সময় বিএনপির সন্ত্রাসীরা একটি সাইকেলে অস্ত্র খরিয়ে দেয়। আতঙ্কে পুড়ে গুরুতর আহত হন চালক হারুনুর রশিদ। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

Little children Forhad and Mim never saw their father in such an awful appearance, nor they thought they would ever have to. 11 Nov 2013, during hartal at Mymensingh, BNP terrorists set fire to a microbus leaving driver Harunur Rashid deadly injured. He was admitted in DMCH burnt unit.



২০১৩ সালের ২৯ নভেম্বর শাহবাগের শাহবাগে ফট্টাইবট্টী বসে ডিএনশির সভাপতিরা শেট্টালাবোর ছুড়ে আগুন মুলিয়ে দিলে ১৯ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে নাহিম মোল্লি নামের এক তরুণ এই রাতেই মারা গেলেন।

29 November 2013, The BNP terrorists set fire to a passenger bus by hurling petrol bombs at Shahbagh leaving 19 passengers seriously injured of whom a youth named, Nahid Marol died in the unit on that very night.



গত বছর বিএনপি-জামায়াতের আত্মঘাতী-সন্ত্রাসের শিকার হয়ে এমন অগ্ন্যাক্রান্ত মানুষের ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট আসার দৃশ্য দেশে প্রতিদিনের অব্যাহত দৃশ্য হয়ে উঠেছিল
The arrival of the agonized people at Burn Unit of Dhaka Medical College Hospital being the victims of fire terror of BNP-Jamat in the last year was the regular scenes.



বিএনপি-জামায়াতের সহানুভূতির অজুহাতে শূণ্যে পেছেন বিজ্ঞান। তাঁকে পানি পান করিয়েছেন স্বজন। ২৮ নভেম্বর ২০১৩ রাঙ্গাবালীর শিল্পপার্কে সন্ধ্যায় অগ্নিবর্ষা বলে বিএনপি-জামায়াতের দুর্বৃত্তরা আশান মিগেল বন্দু তাকে
Beloved one has got burnt at fire set by BNP-Jamaat terrorists who is being made to drink by relatives. On 28 November, 2013 he got burnt at fire of BNP-Jamaat
miscreants to a passenger train on 28 November, 2013.

‘কথা কও বাপ কথা কও’



খটগায় শারিত ছেপের পায়ে নুঁচুটান মাজের শেষ স্নেহস্পর্শ। অবরোধের সময় রাজধানীর কবরিতে শেজনার সন্ন্যাসীরা অতল দিলে করুণার দাক হন ডাকক কোজাম্মেল হক। খটগাটি ঘটেছিল ২০১৩-এর ২৫ নভেম্বর। চার দিন পর মারা যান কোজাম্মেল। ছেলেকে শেষ বিদায় জানাতে এসে অন্ধ মা পিয়রা বেগম আত্মজ্বরিতে জেজব পড়ে পলিথিনে, ‘কথা কও বাপ কথা কও’

“Utter words, my son”

Sightless mother's last touch of affection to son lying in coffin, Mojammel Huq, a driver got seriously burnt with fire set to Laguna by terrorist on 25 November, 2013 and died 4 days later. Coming to bid the last farewell to son, mother Piara Begum broke in wailing and said “Utter words, my son.”



ঋণ নিয়ে অটোরিকশা কিনে তাই নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন খোরশেদ আলম। ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে তাঁর অটোরিকশাটি জ্বালিয়ে দেয় বিএনপির সহযোগীরা। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বাবর অর্পণ করতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর দুই মেয়ে।

Khorshed Alam was earning bread with the auto rickshaw bought with loan, 6 December 2013, BNP terrorists set fire to and burnt his auto rickshaw. Two daughters broke in tears after coming to nurse their father in CMC.



চালক সেফিকেলার বার্ন ইউনিট আসলে পোড়া ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মর্মেত কাঁদে। ২০১০ সালের ১০ ডিসেম্বর কুমিল্লার ট্রাকে আগুন ধিলে চালক মুজিবুর রহমান গুরুতর আহত হন।

Mother's wailing: wrapping her burnt son. Driver Mujibur Rahman got seriously wounded on fire set to his truck on 10 December 2013 and was admitted to DMCH burn unit.



১৮ নভেম্বর ২০১০, প্রতিদিনের মতোই গাড়িটি নিয়ে রাজধানীর ফকিরপুল থেকে গরুর বাজার দিগন্তে গাড়িটি নিয়ে যাচ্ছিলেন আলদার হোসেন। চোখের পলকে পাল্টে গেল সব। কিংকপ-জামায়াতের সহস্রাঙ্গীরা টার্মিনালে হামলা করে গাড়িটিতে আগুন দেয়। অসহ্য হয়ে পড়ে তাঁর জীবিকা। চোখের সামনে গাড়িটি পুড়তে দেখে কাঁদার ভেঙে পড়েন তিনি।

This bus used to earn bread for Alder Hossain. Like everyday, he was preparing to drive the vehicle to Gabtoli from Fakirpool. But everything changed in the twinkling of any eye. BNP-Jamat terrorists attacked terminals and set fire to this vehicle thus making his means of bread uncertain. He burst into tears to see the bus burning before his very eyes.

‘আমি পরীক্ষা দিছু ক্যামনে’



২১ নভেম্বর ২০১৩, রাজধানীর তেজগাঁওতে ডাস্টবিনে গড়ে থাকা ককটেলের বিস্ফোরণে তারুর প্রথম হয় ১০ বছরের নিম্ন বয়স্কদের দুই হাত। পরে পলু হাসপাতালে কেটে ফেলা হয় তার ডান হাতের তিনটি আঙুল। এই কষ্ট ছাপিয়েও বোম্বার্ডের কাছে বড় হয়ে ওঠে যাইনুল পরিখা সেওয়া নিয়ে মুক্তি। ‘৩০ নভেম্বর যাইনুল পরিখা, আমি পরীক্ষা দিছু ক্যামনে’- হাসপাতালে কানতে কানতে মা ফরিদা বেগমের কাছে তাই জানতে চায় শাহীনবাগ সিভিল এভিয়েশন উচ্চবিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র বোম্বার্ড।

How shall I sit for exam?

21 November, 2013, 10 years aged child Tofazzal's two hands got seriously injured on explosion of cocktail lying inside dustbin of the capital's Tejgaon whose three of right hand fingers were later cut off at hospital for the invalid. To Tofazzal, anxiety over final exam coming up on 30 November has got the priority over this pain. Tofazzal, a 3rd grader of Shaheenbagh Civil Aviation High School waits on and seeks to know from mother Farida Begum how he can manage to sit for coming final exam.



শহীদ হাওয়ার তালিমে পুথি বো হয়ে কিলবিশি-জামায়াতের অশ্রো-সহায়ের শিকার হল ট্রাকচালক শাহীন হোসেন। পুড়ু যায় তাঁর শরীরের ৭০ শতাংশ। ২০১৩ সালের ২১ ডিসেম্বর রাত্রে নওগাঁ থেকে বাঁচামেন গিরে কুটিয়ারে যাওয়ার পথে শিরাজপুরের বাজারগাতি এলাকায় অকস্মিকভাবে পেট্রোলবোম্ব হামলায় সহযোগী মাজেদুলসহ নষ্ট হন তিনি। ছবিতে ঢাকা মেডিকেলের বর্ন ইউনিটে যত্নগ্রহণ করছেন শাহীন

Being out in a hunt for livelihood, truck-driver Shaheen Hossain became victim of fire set by BNP-Jamaat terrorists leaving 70 percent of his body burnt. On night of 21 December, 2013, on way to Kutiara from Naogaon with raw-goods, he along with Mojedul was burnt at Bainagali area under Shajganj by blockader's petrol bombs. The photograph shows Shaheen grooming in pain.



কিএনপি-জামায়াতের উপর্যুপরি হরতাল-অকুশোমে যানবাহনে দেওয়া থাকলে একের পর এক কান্ডে যান ভাঙি ও চালকের শরীর। বনের বেশির ভাগই খেটে বাতায় মারুম। তাঁদের কেউ কেউ প্রশ্ন য়িয়েছেন আর বাবিনা পোড়া শরীর নিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছুটফুট করছেন হাসপাতালে। এমনই এক দুর্ভাগা ট্রাকচালক ইয়াছিন। ২০১০ সালের ১ ডিসেম্বর রাতে চট্টগ্রামের গীতাকুণ্ডে পিকোয়ারটার লেভার থাকলে কান্ডে যান তাঁর দুখ। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কীলতে কীদতে পরাম মনোপ্রায় ছেলের সেবা করছেন ইয়াছিনের মা

In the backdrop of consecutive fatal-blockade by BNP-Jamaat, fires set to vehicles have left passengers and drivers burnt one after another most of whom live from hand to mouth. Some of them are losing life and the rest are crying aloud in unbearable pain. Yasin, such an ill-fated truck-driver got his mouth burnt by fire of pickets in Sifakunda. Mother is seen crying on and nursing her son with endless affection in CMCH.



শাহবাগতলের বিদ্রোহে শাহিকুলের পোড়া স্বপ্নের মুখে অবেশে নিচ্ছে খানজের শূর্ণ। ২০১৩ সালের ২ ডিসেম্বর ঢাকা অবরোধের সময় রাজধানীর শাহবাগে ঘাইবুড়ি বসে কিমানশি-জামায়াতের ক্যাডাররা আগুন দিলে দগ্ধ হন তিনি শাহিকুল ইসলাম।

Innocent child giving touch of affection to burnt father lying on the hospital bed. On December 2 during Dhaka blockade, Shafikul was burnt when BNP-Jammat cadres set fire to a passenger bus of the capital's Shahbagh in which he was a passenger.



ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে যন্ত্রাঙ্কাতর এক অগ্নিদগ্ধ, ২০১৩ সালের ১২ নভেম্বর রাজধানীর মাতুয়াহিলে একটি যাত্রীবাহী বাসে কিএনপি-মামোয়াদের সহচরীরা আগুন দিলে পুড়ে যান অগ্নিদগ্ন সাধারণ মানুষ
 Agony, burn burn unit of Dhaka Medical, November 2013 1 mafuyalle a passenger bus in the capital, BNP - when a fire burned the church to the terrorists eight common man.



মহা 'জ্বালান' মতল মর্দীক, গরম
চক্ষুদেহের বার্ন ইনজুরি মতল
দ্বিধা দিল মর্দীক

A relative attends a
thoroughly burnt
person. This became an
everyday picture for
the Burn-unit of Dhaka
medical college
Hospital.



২০১৩ সালের ২৬ নভেম্বর রাজধানীর ইস্টার্ন গ্রাভার সমানে সাবেক আলীর অটোরিকশায় বোমা ছোড়ে বিএনপি-জামায়াতের সহযোগীরা। সাবেক আলীর মারা শবীর পুড়ে গেছে শেট্টোলকোমার অঙ্গনে। পুড়ে আছেন বার্ন ইউনিটের কিডনায়। বাবার এই ভয়াবহ অবস্থা সইতে পারেনি স্মিত অরিক। কেটে পড়ছে কান্নায়

Auto-rickshaw driver Sabed Ali's entire body burnt at fire of petrol bomb. The child Arif could not bear this deplorable situation of father and burst into tears. This cry of affliction could not awaken the least sympathy in BNP-Jaama's mind

ਭਾਰਤੀ-ਕਾਨਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪਲਡੀ

[illegible]

Fatikchari Tragedy

On 11 April 2013 in Kazi Hat, Fatikchari Upazila of Chittagong another heart breaking incident happened. At the time of Awami League parade, local Jamayat supported tied the local Mosque Imam and announced that the Imam has been arrested from Mosque Mike. Local villagers then attacked the Awami parade. They burnt some cars and hundreds of motorcycle. In the mean time the local Jamayat-Shibir activists chopped down five of Awami worker and killed. With the infersion of their ferociousness the shoot slden and scattered it through their page of Bashir Kalia in Facebook. The whole country was speechless.



কুলপুর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আহত কয়েকজন (বামে)
এভাবেই রাস্তায় পড়ে ছিল দুই জনীয় আওয়ামী লীগ কর্মীর লাশ (নিচে)

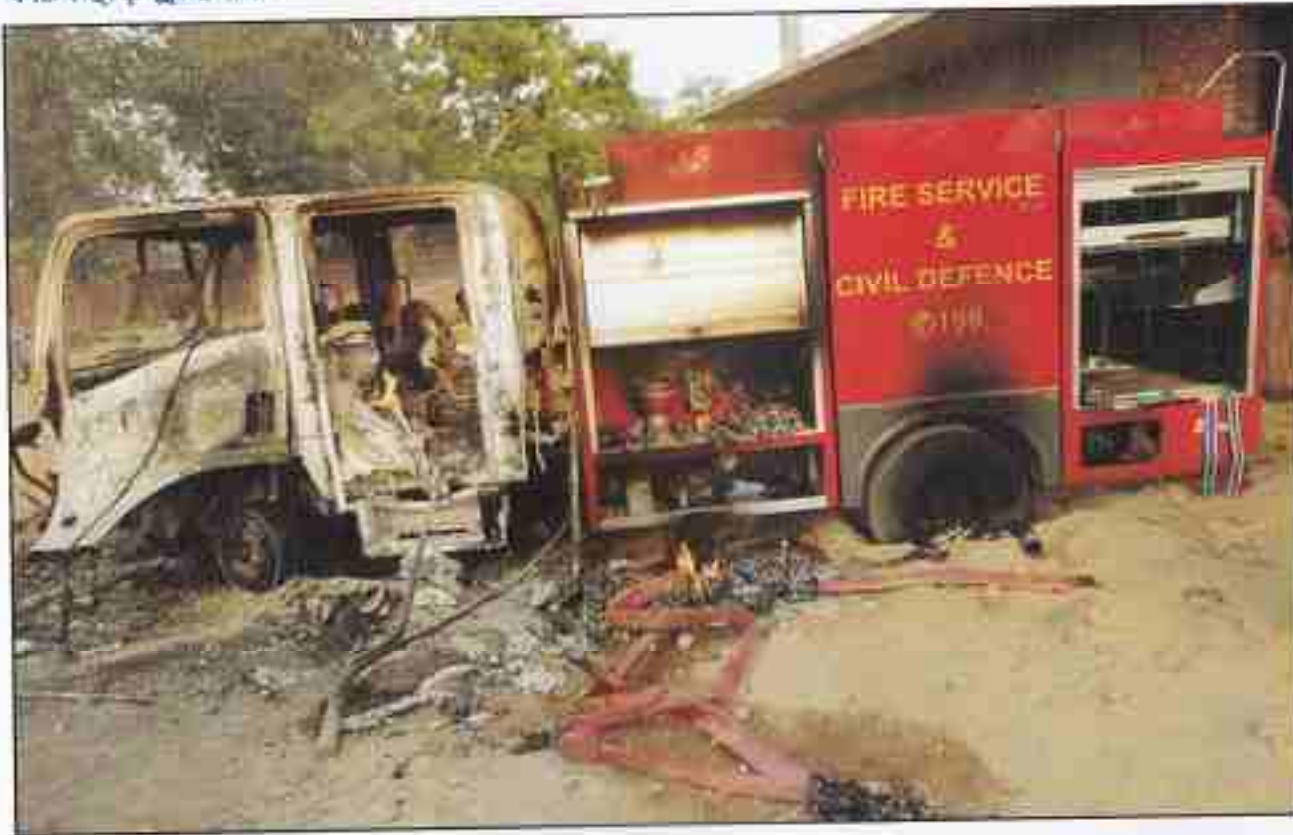
Some injured in Vujpur blood sheding attack (left).
In this way two Awami League worker died on the road (below)





হাজাৰতকৈ অধিক মটৰচাইকেল আৰু কেইবাখনো গাড়ীক গুলিৰে পুৰি দিয়া হৈছে।

Hundreds of motorbikes and several other vehicles were burnt to skeleton by spreading gun powder.



আগুন নেভাতে আসে নানবল বহির্গীর
পাড়িতও রক্ষা পায়নি

Even the fire brigade van coming to fight
fires was not spared

পুলিশ এসে আওয়ামী লীগের আহত নেতাকর্মীদের
উদ্ধার করে নিয়ে যায়

Police came and rescued the injured
Awami League leaders





২৬ নভেম্বর ২০১৩, সাতক্ষীরায়
জামায়াত-শিবিরে আলফাড নিহত
যুবলীগ কর্মী বাবু

Juba league worker Babu
was killed in satkhira on
26 November 2013.
attacked by supporters
of jamaat-shibir cohorts



১৪ ডিসেম্বর ২০১৩, নীলফামারী
কৃষক লীগের ইক্সিকিউটিভ ক্রিশক
সভাপতি খোরশেদ চৌধুরীকে
জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা গারলে
আঁত দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে

On 14 December 2014,
jamaat-shibir miscreants
attacked khoshed
chowdhury, chairman of
krishak League, Tupimari
Union, Nilpharma and
hacked him to death.

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় শিবিরের সন্ত্রাসীরা স্থানীয়
যুবলীগ কর্মী আলমগীরকে হত্যা করে। হত্যাতে
নিহতের স্বজনদের আত্মজারি, ইনসেটে আলমগীর

Local juba League worker Alamgir was
killed by Shibir miscreants in Satkhira of
Chittagong. The relatives of the
deceased wailing. Inset, the dead
body of Alamgir.



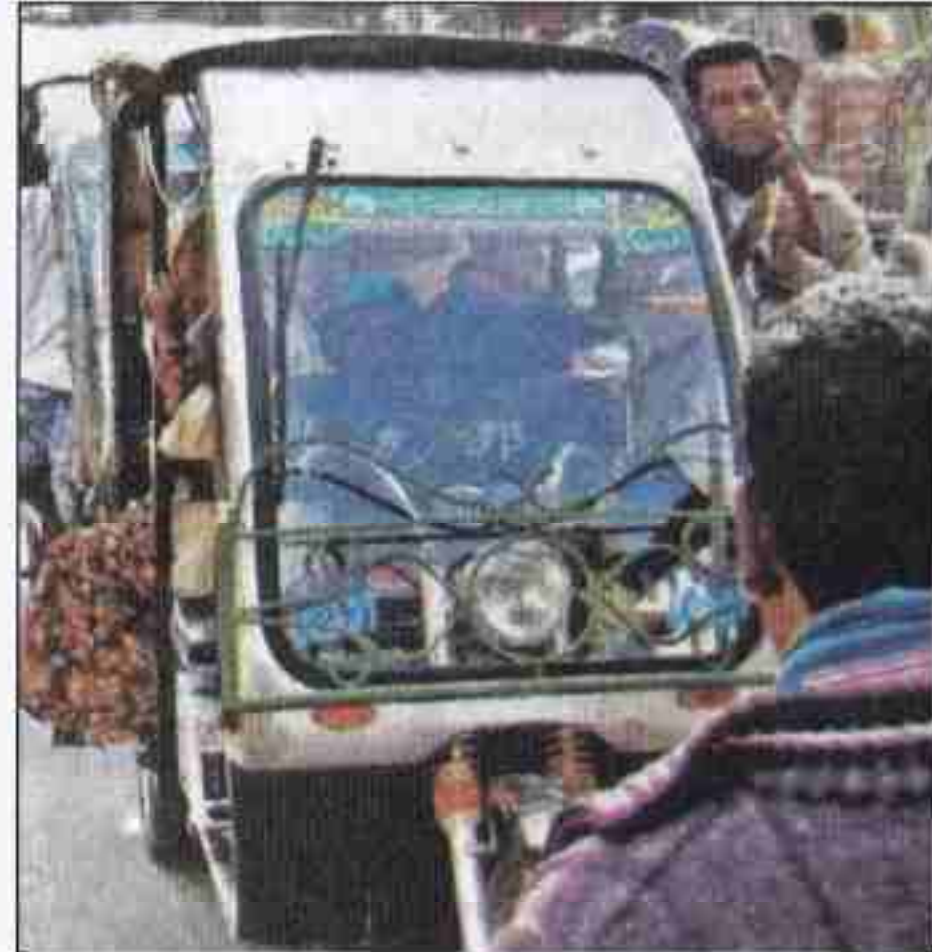
রোগীও রেহাই নেই।

Even patient!



রাজশাহীতে বিএনপি-জামায়াতের হরতাল চলাকালে
পিকেটাররা একটি অটোরিকশাকে থামরা করে খব্দ ফেলে

In Rajshahi goons BNP jamaat attacked
driver of an auto-rickshaw.



ঘেঁতরে রোগী থাকায় ভাগ্যচূর না করতে হাতজোড়
করে অনুরোধ করছেন অটোরিকশাচালক

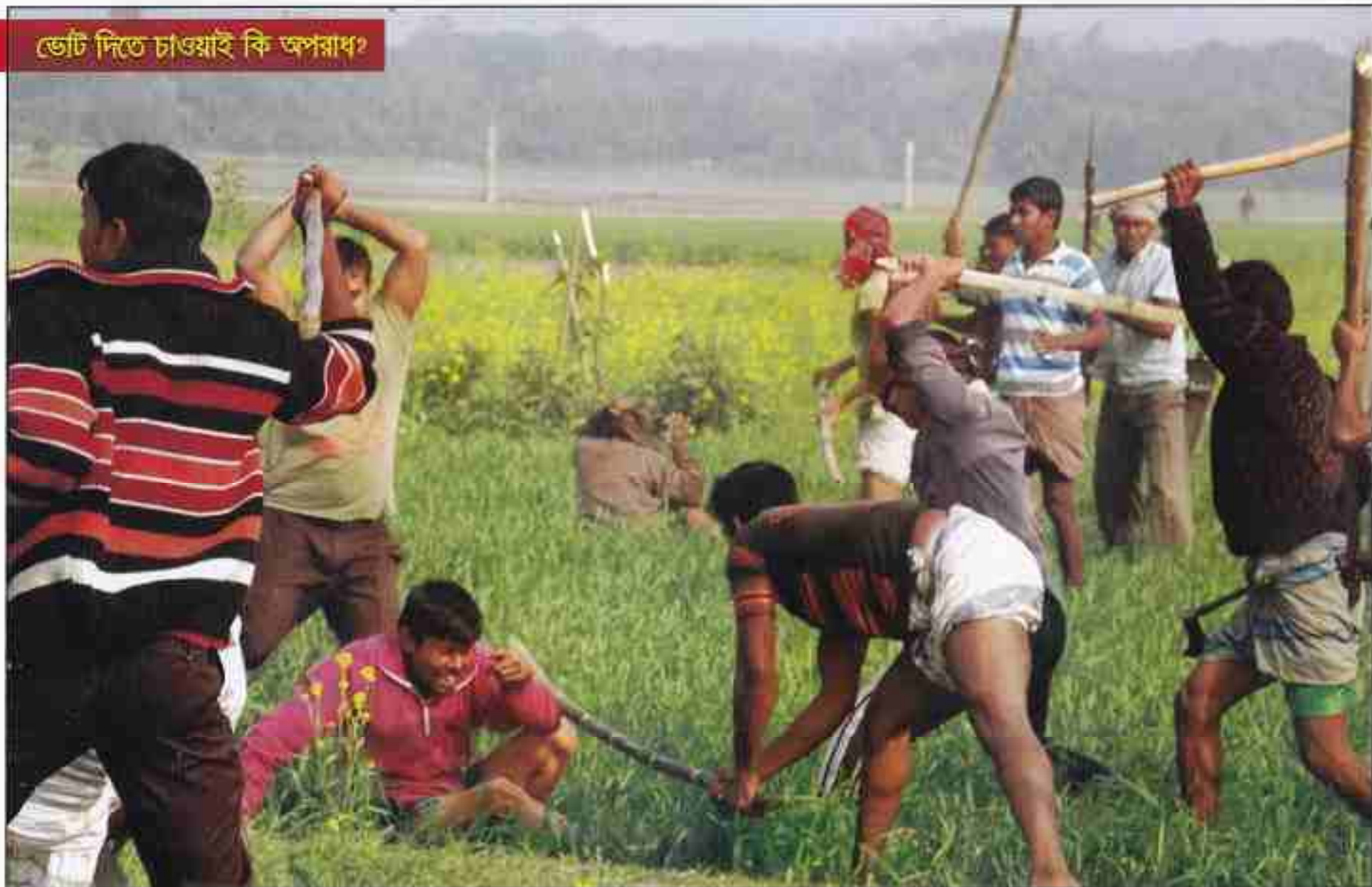
Driver of an auto-rickshaw carrying a
patient begs picketers to spare the attack.



বিকল্প-জামায়াতের সহানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ। হরতাল-অকরাধে কাজে বের হতে না পারায় আয়রোজগার নিয়ে সংকটে পড়তে হয় তাদের। আর কাজে বের হয়ে হতে হয়েছে অতিরিক্ত নকুল। হরতালে কিশা নিয়ে বের হওয়ার বিকল্প-জামায়াতের সহানুভূতির সাথে পড়তে হয় রাজশাহী এই রিকশাচালককে। কাকুতি-মিনতি করেও বাঁচাতে পারেননি তাঁর রকি-রকির একমাত্র মাধ্যমটি।

The low income people have been the worst sufferer in BNP-Jammat backed violence. As people could not get out, they had to fall in difficulty with daily income. Even by being out for work, they have rather met with loss. This rickshaw-driver hailing from Rajshahi to fall in bad book of BNP-Jammat terrorists while being out with rickshaw in Rajshahi. Even after repeated imploring, he could not save the sole means of his livelihood.

ভোট দিতে চাওয়াই কি অপরাধ?



ভোট দিতে চাওয়াই কেন অপরাধ হলো আজিবার ও জামালের। ৫ জানুয়ারি ২০১৪, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী চার্ঘাট-বাগা-৬ আসনের মনিগ্রাম তুলশীপুর এলাকায় ১৮-দলীয় ক্যাডাররা ভোটারদের ওপর খৌশিয়ার পড়ে বেগড়ের লাঠিচোরা করে।

Is wishing to vote is our offence?

If seems going to vote has been an offence in case of Ajiba and Jamal. 5 January, 2014, the 18 party alliance cadres jumped on and lathicharged voters of the 10th parliamentary election in Monigram Tulshipur area under Rajshahi's Chorghat Baga-6 constituency.

প্রথম আলো



এ কেমন বর্বরতা!

চট্টগ্রামে শিবিরের বোমা
হামলা, চার পুলিশ আহত

কালের বর্গ

বগুড়াজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ

মাসজিদের মাইক থেকে গুজব ছড়িয়ে
আমায়াত-শিবিরের তাণ্ডব, নিহত ১২



বগুড়া-শেখপুর সড়কের ইকরাপুরিতে শেখ মুজিবুর রহমান মাদ্রাসার সামনে
আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বারোমাস ধরে আওয়ামী লীগের পতাকা উত্তোলন করে

সমকাল

সহিংস জামায়াত : নিহত ৩৯

শিবিরে ও পল্লীসভায় তিন পুলিশের ও দুপুরের সাংবাদিকের ও উপস্থাপকের ও মিছিলের ও জনসভার ও
কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও কলকাতার ও



সমগ্রদেশে তিন পুলিশকে
কিডনে রাখা, ৩শত
নিহত আরও ৩

METROPOLITAN / NEWS



JAMAAT VIOLENCE AND RESISTANCE

1) A Jamaat-e-Islami leader... 2) A Jamaat-e-Islami leader... 3) A Jamaat-e-Islami leader... 4) A Jamaat-e-Islami leader... 5) A Jamaat-e-Islami leader... 6) A Jamaat-e-Islami leader... 7) A Jamaat-e-Islami leader... 8) A Jamaat-e-Islami leader... 9) A Jamaat-e-Islami leader... 10) A Jamaat-e-Islami leader...





वामनानुष्टेयम्
एकस्मिन् वाक्ये
सप्तमस्य विधिः
 ॥ १ ॥



Our destinies linked



বিরোধী জোটের উপস্থিতির বিরুদ্ধে-অবরোধ কর্মসূচির সম্মুখীন হতে হয়। আত্মনে-একের পর এক কনসে যাবে যারা ও চালকনের শীর্ষ। এদের বেশির ভাগ বেটে পাওয়া মানুষ। মাতা যাহেন তাঁদের কেউ কেউ। আর ফনলা দল সেই নিচে যখননা হারিয়ে কখনো হালপাতাঙ্গে।



জায়েদ নীলকণ্ঠের জেলনার ব্যাপ্তি পিছুটানেন বেওয়া অফিসে মিলনে ব্যাংক ট্রান্সফার ইয়ার্কির মূল : ইয়াস বেইকেন্দে কলার
সম্প্রদায়ের গাভাসা সম্ভালে কীভাবে কীভাবে শ্রম মমতায় জেলার দেলা করবেন ইয়ার্কির বা ০ ১৬ : জায়েদ জায়েদ

‘আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের কী হবে?’



ଝିଅଟାଏ
 ବଡ଼କାଳ
 ବକଟିଣ
 ବିଦ୍ୟାପତି
 ହାହା ଶି
 ସୁଧାଝି
 ଡାକଡା

विशेषी गिरा बाबुलगाड बाबा बाबुल
विशेषी गिरा बाबा बाबुल बाबा बाबुल
विशेषी गिरा बाबा बाबुल बाबा बाबुल
विशेषी गिरा बाबा बाबुल बाबा बाबुल

গোনি মাস বিকাশ দিও (সে কলকাতায়
স্বদেশীয় জলু বাসে। যাতে তার জীবনব্যয়।
স্বদেশীয় জলু বাসে। যাতে তার জীবনব্যয়।
স্বদেশীয় জলু বাসে। যাতে তার জীবনব্যয়।
স্বদেশীয় জলু বাসে। যাতে তার জীবনব্যয়।

[illegible][illegible]

অর্থনীতি ধ্বংসে বিএনপি-জামাতেৰ পৰিকল্পিত নাস্তকতা

Planned Anarchy to Destroy Economy



কোনো দেশকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তাহলে সেই দেশটি সহজেই একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতেই বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে বিএনপি-জামায়াত চক্র। দেশজুড়ে পরিকল্পিত নাশকতা ও তান্ত্রিক চালিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়েছে।

বাবসারীদের বীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বিএনপি-জামায়াতের এই অপচেষ্টাপরতা সম্পর্কে বলা হয়, হৈরাজ্যকর হরতাল-অবরোধে দেশের শুধু আর্থিক ক্ষতিই হয়নি, বরং অর্থনীতির সম্ভাবনাকেও অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে দিয়েছে। এফবিসিসিআই, ঢাকা চেম্বার ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারের হিসাবে হরতাল-অবরোধে একদিনেই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার ৫৪০ কোটি থেকে এক হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এ হিসেবে ২০১৩ সালেই বিএনপি-জামায়াতের পরিকল্পিত নাশকতায় এক লাখ কোটি টাকার বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের একটি জাতীয় বাজেটের প্রায় অর্ধেক। যা দিয়ে দেশে পদ্মা সেতুর মতো অত্যন্ত চারটি সেতু করা যায়।

দেশব্যাপী বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ থাকায় উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমদানি-রফতানি ও সেবা কার্যক্রমও হুমকির মুখে পড়ে। যখন দেশের সার্বিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা।

পরিবেশগত সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে, ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪-এর জানুয়ারির মধ্যে ৫৫ দিনে হরতাল-অবরোধে বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতায় দেশের চারটি খাতে ক্ষতি হয়েছে ৪৯ হাজার কোটি টাকা। যা দেশের মোট জিডিপির ৪ শতাংশ। এর মধ্যে রেল, সড়ক পরিবহন ও নৌপরিবহন খাত মিলিয়ে ক্ষতি ১৬ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা।

ক্ষতিগ্রস্ত খাতের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কৃষিক্ষেত্রিক শিল্প। এই খাতে ক্ষতির পরিমাণ ১৫ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা। সমগ্রসমস্তো সার-ডিজেলসহ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ পাওয়া না যাওয়ায় চরমভাবে ব্যাহত হয় দেশের কৃষি উৎপাদন। বোরো মৌসুমের জন্য আমদানিকৃত প্রায় ১২ লাখ মেট্রিক টন সার বন্দরে আটকে পড়ে। বিক্রি করতে না পারায় শাকসবজির মতো উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিজেও বিপাকে পড়ে কৃষক। শত শত কোটি টাকার শাকসবজি ক্ষেতেই নষ্ট হয়। শুধু নয় দিনের অবরোধেই সারাদেশে লেজু হাজার কোটি টাকার বেশি কৃষিপণ্য নষ্ট হয়।

If a country is economically paralyzed, it will certainly turn into a failed and ineffective state. The BNP-Jamaat alliance has waged an undeclared war against the people of this country with an aim to destroy the economy. They have attempted to paralyze the economy of Bangladesh by their planned subversive activities and destruction across the country.

The apex body of Bangladeshi businessmen, the FBCCI has dubbed such destructive activities of the BNP-Jamaat alliance as anarchic, which has not only caused huge economic losses but also destroyed the economic potential of the country. According to the FBCCI, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and International Chamber of Commerce (ICC), just a single day of hartal and blockade caused the country a huge loss of Tk 1,540 crore to Tk 1,600 crore. As per their estimate, the year 2013 witnessed a systematic and planned anarchy round the year causing an aggregated loss worth over Tk 100,000 crore, which is by and large half of the national budget. This huge amount of money could have constructed at least four Padma bridges.

Violence across the country by BNP-Jamaat alliance destabilized the overall economic and commercial activities of the country. As the supply of raw materials was stopped, the production process stopped entirely. Exports and imports were threatened while service sector faced a major blow. Thus the whole country and its economy and business were hit very hard.

According to the non-government research body, Centre for Policy Dialogue (CPD), there has been 55 days of hartal and blockade programs sponsored by the BNP-Jamaat alliance between July 2013 and January 2014, and widespread violence across the country during this period caused a huge loss amounting to Tk 49,000 crore in only four sectors. It was GDP's 4.70 per cent. Of this amount, rail, road transport and shipping sector counted a loss of Tk 16,688 crore.

Severely hit second sector was agri-based industries which suffered huge loss for the destructive activities by the BNP-Jamaat alliance. The amount has been tallied to Tk 15,829 crore. Agricultural production was severely affected as the farmers did not get necessary agri-inputs in time including fertilizer and diesel. Imported fertilizers for Boro cultivation amounting nearly 12 lakh tons were stuck in the port. The farmers were caught in trouble with their fresh vegetables they produced as they could not market those. Vegetables worth hundreds of crores of taka were perished. Nine days of blockade caused losses of agri-products worth Tk 1,500 crore.

In the third place, garments and textile sectors faced losses of Tk 13,750 crore and the tourism sector's loss was Tk 2,750 crore. As the raw

দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পার্সেন্টস ও বস্ত্র খাতে ক্ষতি ১৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা এবং পর্যটন খাতে ক্ষতির পরিমাণ দুই হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কাঁচামাল সরবরাহ না হওয়ায় প্রতিদিন পড়ে আড়াইশ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। অবরোধের কারণে বন্দরে প্রায় ২৯ হাজার কন্টেইনার ও ৩৬টি জাহাজ আটকা পড়ে।

এখানেই শেষ নয়। বিদেশি উদ্যোক্তারা এ দেশে বিনিয়োগ করতে এসে খুঁকির কারণে দেশে ফিরে যায়। ফলে দেশে সার্বিক বিনিয়োগ ধসের কারণে ৪০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট হয়, প্রায় দেড় লাখ কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।

পোড়ামাটি নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে বিএনপি-জামায়াত-শিবির সারা দেশে গাছ কেটে উজাড় করেছে। সারাদেশে ১৫ হাজারের বেশি গাছ নিখর করে, যার আর্থিক ক্ষতি পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। এই গাছ কাটার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে প্রায় ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত সময় লাগবে।

সারাদেশেই বিভিন্ন সরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাক্য প্রতিষ্ঠান, বাস-পুলিশ ফাঁড়ি, স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে বিএনপি-জামায়াত। অগ্নিসংযোগ, হামলা ও ভাঙচুরের কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র, কম্পিউটার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সূচাবান নথিপত্র পুড়ে গেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি টাকার বেশি।

materials were not unloaded in Chittagong port, each day businesses counted to Tk 250 crore as losses. Some 29,000 containers and 38 ships were stranded at the port due to the blockade sponsored by the BNP-Jamaat alliance.

The story did not end here. Many foreign investors those who came to invest here returned home because of the risks created by the BNP-Jamaat alliance. As a result, there had been a slide in overall foreign investment which could have generated some 40,000 new job opportunities. The situation also reduced opportunities of 150,000 jobs.

In reflection of their repressive policy, BNP-Jamaat-Chhatra Shibir alliance cut down thousands and thousands of trees across the country. An estimation says around 60,000 trees were axed which caused losses worth Tk 60 crore. It will take at least 20 to 30 years to recover from such losses of trees.

Around the country, various government offices and establishments, bank and other financial institutions, business offices, police stations and police outposts and schools were burnt down by BNP-Jamaat alliance. Arson attacks and vandalism into these institutions and establishments caused damage of furniture, computer, electrical equipment and important documents that incurred losses worth over Tk 100 crore.



রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামে দেশে ভ্রাতার স্বাধীনতা করতে চেয়েছিল স্বাধীনতাযোদ্ধা বিএনপি-জামায়াত। ২০১৩ সালের ১ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস পুড়িয়ে দেয় ১৮ দলের সম্মিলিত।
In the name of political protest anti liberation party BNP-Jamayat wanted to scatter terrorism. In the name of non party election government, on 1st December 2013 they have called for 72hrs blockade and on the second day they burnt a passenger bus in Dhanmondi area by the 18 party coalitions.



পরিকল্পিতভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির পায়তাল করেছিল বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। এর জন্য তারা বেছে নিয়েছিল গণপরিবহনকে। হরতাল-অহরতালের মধ্যে স্বেচ্ছায়ক কর্তৃপক্ষ থেকে নির্বাহিত ছদ্মগোপনীয় করেছে। পুড়িয়ে মেরেছে মানুষ। যাত্রীবাহী পরিবহন ফেলন আতঙ্ক দিয়েছে, তেমনি পুড়িয়ে দিয়েছে ট্রাক, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেলও। দুর্ভাগ্যের অগ্নি-সম্মান থেকে বাঁচতে পারেনি নদীতে ডাকা লঞ্চও।

BNP-Jamayat terrorists planned to create horror in people. So they chose the public transport system. They have called for negative programs like Blockade. They have burnt people to death. As they have burnt the pubic transport, they have burnt also truck, private car, motorcycle. Even the launch in river was not spared by the terrorists.



দেশের যোগাযোগব্যবস্থাকেও আমরা অপ্রভাবিত রাখতে চাইনি। বিএনপি-জামায়াত। মানুষকে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন করে রাখতে সড়ক-সহযোগকে একেবারে বাধা সৃষ্টি করেছিল তারা।

BNF - Jamat tried to destroy the communication system of the country. They made the restrictions in such way on the road and high way to cut off the communication from the men.



পঁত কাটের ও মে রাখখানীর স্ততিবিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ থেকে আশপাশের এলাকায় ব্যালক শ্রমসমাজ চালানো হয়। করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয় সবুজের সবুজখালে লাগলে ছোট-বড় গাছগুলো

On 5th May at Dhaka, the Hefazi e Islam did a huge destruction beside their meeting area. They have cut done all small-large tree on island.



টেক্সাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় লড়ক বিভাজকগুলো
ভাঙচুর করে আমদান্য-নিবির

Jamaat- Shibir activists destroyed road dividers
while they clashed with the police,

নাশকতার ছকে রেল

২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধী কাদের মোতার নির্দেশের মাধ্যমে দেশব্যাপী শুরু হয় জামায়াত-বিরোধী তামিল ও নাশকতার ছক। নাশকতার ছক থেকে রক্ষা পায়নি রেলওয়ে। একের পর এক নাশকতা চলতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে পুড়িয়ে দেওয়া হয় ট্রেনের গাড়ি। লাইনের ফিগারটি খুলে ফেলার সারা দেশে রেল যোগাযোগে বিপর্যয় নেমে আসে। রেলের ওপর নিবনলি-জামায়াতের সহযোগিতার চাপকল্পে হামলায় জনবিদ্য এ যামানটি বিশ্বজয়ানি স্বতির মুখে পড়ে।

After the declaration of Kader Molla's hanging order the Jamayat-Shibir started uncontrolable destruction across the country. Even railway did not get relieve from it. One after another destruction took place. They have burnt boggy all over the country. By removing the fish plate of rail line they brought terror on rail journey. On continuous attack of BNP-Jamayat terrorists this popular sector of transport was washed.



২ মার্চ ২০১৩, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিল্ক সিটি ট্রেনটি রাজশাহী রেলস্টেশনে পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা ট্রেনটির তিনটি গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়

On 2nd March, 2013 the Silk City train starting from Dhaka when reached at Rajshahi Rail Station, terrorists burnt three boggy of it.

রেলের স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ

রেলওয়ের তথ্যমতে, গত বছরে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেল সেটি ৩৯৮টি নাশকতা ঘটায়। এর মধ্যে শুধু নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেরই আট তিন শতাধিক নাশকতা। রেলওয়েতে রয়েছে এমন ৪৯টি রেলের অবকাঠামোই ফিগারটি খুলে রেল যোগাযোগে বিঘ্নের করা হয়। গত ৪ ডিসেম্বর পাইবাকার ফিগারটি খুলে ফেলার ট্রেন পরিচালিত হয়ে চাঞ্চল্য সত্তা ফল। বছরব্যুৎ ট্রেনে নাশকতার সাক্ষ্য পেয়েছেন ১৩ জন। যাহত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন ছয় শতাধিক ব্যক্তি। নিবনলি-জামায়াতের পরিকল্পিত নাশকতায় রেলের আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৪২ কোটি টাকা। সেটি স্বতির পরিমাণ শত কোটি টাকার বেশি।

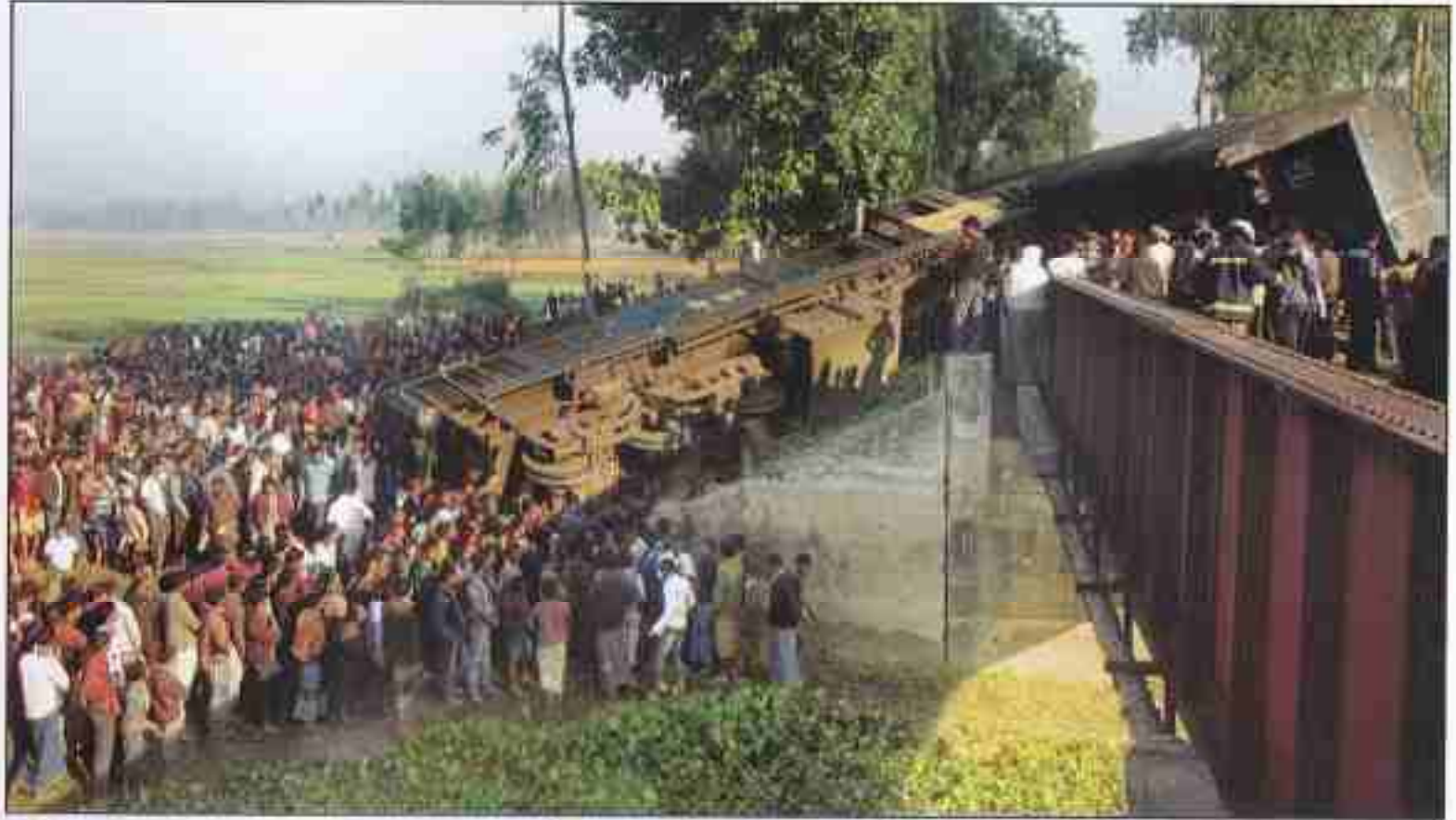
Statistics of Rail Sector Damages

As per the railway, starting from the 28 January to December there were total 398 accident took place in Railway. On the November and December there were more than three hundred. In most cases in 48 district the fish plate was removed. On 4th December a train was derailed and four person died. All over the year total 13 person died. Above than six hundred passenger was hurt in these days. With the planned attack of BNP-Jamayat around 45 crore taka was loss of rail. Total loss would be amounted above hundred crore taka.

Railway sector in the map of destruction

২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর পাইবাছার বোরপাড়া ও মহিমাগঞ্জ রেলস্টেশনের মাঝখানে সাতটি উপজেলার দুইটি গ্রামে রেললাইনের ফিশপ্লেট ও ক্লিপ খুলে দেওয়া হয়। এখানে পদ্মারগ এক্সপ্রেস (২২ ডাউন মেইল) ট্রেনটির ইঞ্জিনসহ তিনটি কপি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। এতে পাঁচজন নিরপরাধ যাত্রীর করুণ মৃত্যু ঘটে। আহত হন অর্ধশতাধিক।

On 4th December 2013 at Vurungi Vilage, of Saghata Upazila between Binaropara and Mahimagonj, Gaibandha Station fish plate was removed and clip was removed by BNP-Jamayat terrorists. The Padmarag Express (22 down mail) and the train engine with three boggy detailed from the line. In this accident five passenger died. Above 50 passenger was hurt.



নাশকতার ছকে রেল



কুমিল্লায় ট্রেনের তিনটি খণ্ড লাইনচ্যুত হয়

Three compartments of a train were derailed near Comilla.

Railway sector in the map of destruction



৪ মার্চ ২০১৩, রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে পেরাখালী থেকে ছেড়ে আসা উপকূল এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে বিএনপি-জামাতাভেদের সহযোগিতায় গুলাপাউডার দিয়ে আচল ধরিয়ে দেয়

On 4th March BNP -Jamaata saboteurs set fire to the Upakul express after arrival in Kamalpur Railway station, Dhaka, Originating in Noakhali, by spreading gun powder.



নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের তারাবো
এলাকায় রাজপথে এই যাত্রীবাহী
বাসটি জ্বলিয়ে দিয়েছিল ২০১৩
সালের ২ ডিসেম্বর

This passenger bus was
burnt on the road of Tarabo,
Rubgonj, Narayanganj on
2nd December 2013.



আজনে পুড়েছে উপার্জনের একমাত্র বাহন সিএনজি অটোরিকশা। পাশে আহত চালকের কুকথাটি আর্ন্তবাদ। বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে রাজধানীর শ্যামপুর থেকে তোলা ছবি

The only means of livelihood CNG Auto-Rickshaw burns on fire. The injured owner -cum-driver cries in utter despair. The photograph was taken from Shampur area during blocked programme called by 18 party alliance led by BNP.



কালোশেপে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা ছিল বিএনপি-জামায়াতের। এর জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিল হেফাজতে ইসলামকে।

(১) গত বছরে ৪ মে হেফাজতের দ্বারা আনসার-শিবিরের ক্যাডাররা রাজধানীর পুরানা পল্টন সড়কে অবস্থিত হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স ভবনে লাসেফা চালায় (২) ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল বাণিজ্যিক ভবন (৩) হাউসিং কর্তৃক একটি কেনাকাটা ব্যাংকের এটিএম বুথ

To make Bangladesh as a failed state, BNP-Jamayat had plans. They have used Hefazat. 1. on 5th May under the banner of Hefazat the Jamayat-Shibir Cadres attacked the finance building of House Building at Purana Pallan of Dhaka. 2. Attacked multi storied building. 3. private bank ATM booth attacked.



১০ মার্চ ২০১৩, জামায়াত-শিবিরের সহস্রাবিধ স্বত্বের নান্দিগ্রাম উপজেলার পরিষদ ভবনে আগুন দেয়। এতে গুণে ফর অপাংখা জারি নবিশত্র

The terrors of Jamat-Shibir made fire in Upazila Council Building at Nandigram in Bogra on the date of 10th March, 2013. A huge number of documents were burnt in this incident.



বিএনপি-জামায়াতের সহযোগিতায় ডাঙরের পর
নন্দীগ্রাম উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

The Nandigram upazilla office after
though by vandalized by BNP -
Jamaat miscreants.

পুড়ে যাওয়া উপজেলা পরিষদ
কার্যালয়ের একটি কক্ষ।

A room of the Upazilla
office burnt to ashes.





৭ ডিসেম্বর ২০১৩, রাজশাহী শহরের আশরাফের মোড় রাস্তায় কাঠ ফেলে ধানভর্তি একটি ট্রাক বন্দি করে আসতে আসত সেখা বিএনপি-জামায়াত জোটের দুর্বৃত্তরা। ট্রাকটি নগণ্য থেকে ধান নিয়ে কুচিয়া যাচ্ছিল। এতে ধানভর ট্রাকটি পুড়ে যায়।

Before starting the blockade declared by BNP-Jamayat on 7th December, 2013 a truck was stopped in the circle of Ashraf of Rajshahi by wooden road block and burnt it. The truck was going from Naogaon to Kuslia. The truck was burned with paddy.

বিদ্যুতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্ত দিয়েছিল কানসাটবাসী



বিদ্যুতের নাকিতে রাস্তায় নেমেছিল কানসাটের মানুষ, দিয়েছিল প্রাণ। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় ২০০০ সালে কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকা নম্বর ২-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কানসাটের গোলাপ রান্নানী। কিন্তু বিদ্যুতের প্রকট সমস্যা, মিটার ভাড়া ও বৃষকদের জরিফলা আদায়সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে সমিতির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ-এর হাঙ্গারে কানসাটে কৃষক সমাবেশের ডাক দেন রান্নানী। গোষণ করা হয় আন্দোলন-কর্মসূচি। ডিসেম্বরের মধ্যে নাবি পূরণ না হলে ২০০৬ সালের ৪ জানুয়ারি বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। খোঁষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সমাবেশ শেষে কৃষক-জানতার মিছিল সন্নিহিত কার্যালয়ের দিকে রওনা হলে পুলিশ ও বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) সদস্যরা বাধা দেয়। পুলিশের গুলিতে সৈনিক দুজন নিহত ও অর্ধশতাধিক জখ্মি হন।

ইউনিয়নে ইউনিয়নে শুরু হয় মতবিনিময়-সমাবেশ। ২২ জানুয়ারি রাতে জেষ্ঠান হন গোলাপ রান্নানী ও সংগ্রাম পরিষদের দুই শীর্ষ নেতা। ২৩ জানুয়ারি জোরেই উত্থান হয়ে ওঠে কানসাট। পুলিশ কানসাট গোলাপনগর মোড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ জনতাকে লাঠিচোটে আকরম করত করত হুসুল করত। পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে মহিলা-শিশুকে থাকে সামনে পেয়েছে তাকেই পিটিয়েছে। অসহ্য হুসে ওঠে কানসাটবাসী। বিদ্যুৎ জনতার ঘেরাওয়ের মুখে পড়ে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে পুলিশ। প্রাণ হারান সত্যজন। হত্যার বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমে আসেন মহিলাসহ। ২৬ জানুয়ারি কানসাটবাসীর নাকি সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে অওয়ালি লীগ।

ব্যতর্কিত আন্দোলনের মুখে সরকার সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের হুমি দেয়। কিন্তু সমর্থোতার নামে শুরু হয় সরকারের টানবন্দান। ৬ এপ্রিল কিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে পরিষদ সমর্থকদের সংঘর্ষে মারা হন চারজন। জারি হয় ১৪৪ ধারা। ১২ এপ্রিল শত শত নারী-পুরুষের মিছিলে গুলি চালায়ে চারজনকে হত্যা করে পুলিশ। শিঁদু হটিতে বাধ্য হয় সরকার। উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ও পুলিশ-বিডিআর সরিয়ে দেওয়ার পর অবশেষে স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা চুক্তি। রক্ত দিয়ে বিদ্যুতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে কানসাটবাসী।

Cansat: Shed blood in establishing the right of electricity

The people of Cansat got down in road in demand of electricity, sacrificed their life. Golam Rabbani, the resident of Cansat elected as the Chairman of Cansat Rural Electricity Samity Area no.2 in 2003 during the time of BNP-Jamal alliance government. But his disagreement was created with the Samity about some problems including acute problem of electricity, rent of meter and realization of fine from the farmers. In this context, Rabbani called for farmers convention under the banner of "Palli Bidyut Unnayan Sangram Parishad" in December of 2005. Movement-program has been declared. It was called for protest on 4 January 2006 when demand is not met. According to the declared program while the procession of the farmers-mob started its march towards the office of the Samity after the convention Police and BDR (currently BGB) members hindrance on it. In that day two people died and more than half hundred people were injured in the firing of police.

Seminar of exchange view has been started from Union to Union. Golam Rabbani and two top leaders of the Sangram Parishad were arrested at night of 22 January. Cansat was violence in dawn of 23 January. Severe conflict has been started while police started to beat the excited mob with sticks going to Gopalnagar turning of Cansat Gopalnagar. Police enter into door to door and beat indiscriminately including women and children. The residents of Cansat were more aggrieved in its. The police started throwing bullets indiscriminately in face of enclosure. Seven people died. Even the women came out seeking the fair judgment of killing. Awami League expressed solidarity together with the residents of Cansat on 26 January.

The government bound to release the leaders of Sangram Parishad by pressure of willing movement. But government started to show pleas in the name of mutual. 6 April, on collision with leaders of Cansat Movement & the activists & terrorists of BNP four was died. Section 144 issued. Police killed four persons by shoot in the procession of thousands of peoples. The government has no way but to show back. After formation of high standard enquiry team, release of section 144 & return of police & BDR a memorandum of understanding was signed. Residents of Cansat established their rights on power sector in exchange of bloods.

সেই কানসাটেই ধ্বংসযজ্ঞে একই চক্র



২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দপ্তরে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তীব্র চালায় জামায়াত-শিবির। অকস্মিক হামলা, লুটপাট ও অতর্কিত সন্ত্রাসপূর্ণ হাঙ্গামা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, আবাসিক ভবন ও পার্কেসহ প্রায় সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মুদ্রাস্থায়ী সাধনীর ফাঁসির রায়ের দিন এই তাড়াবে প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়।



The same syndicate till engaged in destroying the Cansat

28th February 2013; in the office of Palli Bidult Samity in Cansat of Chapainawabganj; the activists of Jamaat-Shibir carried massacre for about five hours. Sudden attacks, robbery/ looting & fire on important bulidings of the Samity, electrical equipments, residences & including vehicles all was burned. In the day on which verdict of hanging to war criminal Saidee; in this massacre damaged assets about 200 crores.



৩ মার্চ ২০১৩, নিএলপি নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের হরতালে গাইবান্ধায় জামায়াত-শিবিরের লক্ষ্য কবীর গাইবান্ধা-সুন্দারগঞ্জ সড়ক অবরোধ করে রাখে। জামায়াতের কলীয়া গোবিন্দগঞ্জ কামদিয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের অফিসসহ বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করে। এতে সুন্দারগঞ্জ, পলাশবড়ী ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সঙ্গে গাইবান্ধা জেলা শহরের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা লাঠিদেঙ্গি নিয়ে গাইবান্ধা-সুন্দারগঞ্জ সড়কের লক্ষীপুরে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এই এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়।

3 March, 2013, during 18 party alliance backed hartal led by BNP, Jamaat-Shibir armed cadres raised a blockade at Gaibanda-Sundarganj Road at Gaibandha. Jamaat activists vandalized several shops including office of chairman of Gobindaganj Kamdia union causing communication network of Gaibanda district town with Sundarganj, Polashbari and Gobindaganj upazilla came to a halt. Jamaat-Shibir terrorists equipped with sticks and staffs put tree trunks on Laksmipur road of Gaibanda Sundarganj road. To bring the situation under control, BGB was deployed in the area.



১৭ নভেম্বর ২০১৩, ফুলপাথে কাদের মোতারর ফাঁসির বায় দেওয়ার পরই চট্টগ্রামে জামাতি বোম্বে স্বাস্থ্যশিবির নেতাকর্তীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে পাড়ি ভাঙতে ও বোম্বার্সি করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতাকর্তীরা পুলিশের একটি গাড়ি ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয়। পেছা গাড়ির সামনে দিয়ে সড়ক পার হয়েছেন এক ভীতসন্ত্রস্ত নারী।

17 November, 2013, After death sentence of Kader Mollah in war crime case was made public, Jamaat-Shibir leaders and activists brought out a procession at Chittagong's Jubilee road, vandalized vehicles and hurled bombs when several leaders and activists set fire to a private vehicle. An alarmed young woman is seen crossing the road in front of the burnt road.



২৮ জানুয়ারি ২০১৩, স্বাক্ষরিত ইতিহাস, দিলকুশা ও দৈনিক বাংলা এলাকায় জামায়াত-শিবির অতর্কিতে তাম্ব চালায়। তারা পুলিশের ওপর হামলা চালায় এক রাস্তায় চলন্তে ও পার্কিং এলাকায় থাকা যানবাহন ভাঙচুর করে আতন দেয়। জামায়াত-শিবিরের সঙ্গীরা এ সময় পুলিশের একটি ভ্যানও জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনার পুলিশসহ প্রায় ২০ জন আহত হয়।

28 January, 2013, Jamaat-Shibir perpetrated destructions unawares in the capital's Motijheel, Dilkusha and Dainik Bangla area. They attacked the police and vandalized vehicles parked on and plying along roads and also set fire to those. During this time, Jamaat-Shibir terrorists also set fire to a van. This incident left 20 people injured.



চট্টগ্রাম শিবিরের সদাসীমার ভাঙন

Vandalism by shibir activists in Chittagong.



৩ মার্চ ২০১৩, বগড়া সদর, শাজাহানপুর, নন্দিগ্রাম ও দুপচাচিয়া উপজেলায় জামায়াত-শিবির সশস্ত্র অহিন্দুত্বের স্বাক্ষরকারী বাহিনীর দ্বারা নতুন সংঘর্ষে অগ্নিক্রিয়িত হয়। জামায়াত-শিবির এ সময় কয়েকটি এলাকায় সরকারি-কোম্পানি বিভিন্ন অফিস, থানা ও ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পৌর এলাকায় অগ্নিনির্বাপকদের ফায়ার ১৪৪ জারি করা হয়।



3 March, 2013, Eight people were killed in several rounds of clash between Jamaat-Shibir in Bogra Sadar, Shajahanpur, Nandigram and Dupchachia and the law enforcing agencies. At this time, the Jamaat terrorists attacked and set fire to various government, non-government offices, police stations and camps. To bring the situation under control, section 144 was imposed on municipal area sine die and the army was deployed in the field.





পূর্বের পাশের গাছ কেটে সড়ক অবরোধ করার ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল সারাদেশে। গত ২০১৩ সালের ৩ মার্চ জামায়াতের ডাকা সারাদেশে ৪৮ ঘণ্টার হাঙ্গামার প্রথম দিনে দিনাজপুরে গাছ কেটে ও টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক বন্ধ করে রাখে আনসারিরা।

The horrible scenery of cutting tree and block road was all over the country. On last 3rd march 2013 on the first day of blockade all over the country for 48 hours supporter of Jamayat cut tree and burnet Tire at Dinajpur.



পাথের গোড়ায় কুড়ালের কোপ। ২০১৩ সালের ৩ মার্চ সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে সড়ক অবরোধ করতে গিয়ে একটি তরতাজা সড়ক ধান্দক এভাবেই হত্যা করছে জামায়াতের অশ্রমিকরা।

Axes are blowing at bottoms of trees. Jamaat-Shibir terrorists have thus killed a fresh and green life in their effort to raise a blockade of road at Satkhira Kaliganj. In protest of death sentence of war criminal Kader Mollah, they perpetrated this deforestation on 3 March, 2013.



২ ডিসেম্বর ২০১৩, চাঁদ্রাসের গোলপাহাড় এলাকায় অহিনশূল্য রক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশে পেট্রোলবোম্ব ছুঁড়ছেন বিএনপি-জামায়াত ঘোড়ের এক সদস্য
A member of Jamat-Shibir Alliance is throwing the patrol bomb to the law and order force at Golpahar in Chittagong on the date of 2nd December, 2013.



বিএনপি-জামায়াতের মনসে গুপ্ত বহুরের ও মে রাজধানীর মতিঝিল, পল্টন ও দৈনিক বাংলায় মোড় এলাকার ব্যাংক তখন চালায় হেফাজতে ইসলাম। বিক্ষোভের নামে তারা ভাইস এলাকার এটিএম বুথগুলোতে হামলা চালায়। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, মতিঝিল এলাকায় সশস্ত্রবিহীন অসামান্যতা সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ব্যাংক লুটের পরিকল্পনা ছিল হেফাজতের। দেশের অবস্থিতি ধ্বংসের যে চক্রান্ত করতছিল বিএনপি-জামায়াত, তা সফল করতে হেফাজতকে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল তাদের।

Being backed by BNP-Jamaat, on last May 5, Hefazat Islam went on a mayhem in the capital's Motijheel, Faifan and Dainik Bangla intersection area. In name of demonstration, they attacked ATM booths of those areas. The defective branch has informed, Hefazat had a plan to loot Bangladesh Bank by creating an unprecedented anarchy in Motijheel area. BNP had a plan to use the Hefazat in the the conspiracy plotted by the former to destroy economy of the country.



দেশজুড়ে সহস্রাবী কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে এক অধ্যবসায় কৌশল নিয়েছে জামায়াত। অবাধ নিত্যদের তারা ব্যবহার করছে মানবচাল হিসেবে। সহস্রাবী তাকব্বা, জাশি মিছিল এ ধরনের কাজে সাধারণের সান্নিধ্যে তারা হেলে দিচ্ছে জাতিগত বিভাজন কাছাকাছি। ২০১০ সালের ৩ মার্চ জামায়াত-শিবির ক্যাডাররা রাজশাহীর গোদাগাড়ি মহিষালবাড়ি বাইপাস এলাকায় সড়কের পাশের শাছ কেটে ও শাছের জুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করে। তাদের বাধা দিতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা হামলা চালায়। তারা এ সময়ে এক ঝাঁক শিশুকে মানবচাল হিসেবে এগিয়ে দেয় পুলিশের সামনে।

Jamaat has taken recourse to a nasty trick to spread violence across the country. They have used innocent children as a human shield. They are pushing the boatmen of the nation towards terrorist attack, militant procession, etc. On 3 March, 2013 Jamaat-Shibir cadres felled trees and put tree trunks at side of Rajshahi's Godagari Mohishalbari by-pass area. When the police went to resist them, they attacked ferociously over the police when they pushed forward a host of children as human shields.



জামায়াত নেতা সাইয়দীর যুদ্ধাপরাধ বাক্যের রায় ঘোষণার পর চট্টগ্রামে বাঁশখালীতে জামায়াত-শিবিরের সহস্রাবধি স্বাপক ভাঙে চলে যায়। তার বাঁশখালী অফিসে ভাঙার পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়

After announcement of verdict of Jamaat leader Sayeedi's war crime case, Jamaat-Shibir terrorists perpetrated massive violence. They vandalized Banshkhali court and then set fire to the same.



বাঁশখালী উপজেলা অফিসে জামায়াত-শিবিরের দেওয়া আওলে পুড়ে ছাই হয় সরকারি নথিপত্র

Official documents were burnt to ashes from fire set by Jamaat-Shibir activists to Banshkhali Upazilla office.



রাজধানীতে জামায়াত-শিবিরের ভাঙল

Vandalism by Jamaat-Shibir in the capital city Dhaka



সমকাল

১৯৭৬

১৯৭৬

১৯৭৬

20

JAMAAT PHEDMANDA Net instigation in full force

Senior Jamaat leaders are using electronic media to spread propaganda and instigate violence against the government. A group called Jamaat Net is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government. The group is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government. The group is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government.



Senior Jamaat leaders are using electronic media to spread propaganda and instigate violence against the government. A group called Jamaat Net is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government. The group is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government. The group is using the internet to spread propaganda and instigate violence against the government.



নাশকতা

১৯৭৬

১৯৭৬

প্রথম আলো

১৯৭৬

১৯৭৬

১৯৭৬

১৮ কালের কণ্ঠ

আলদাম

১৯৭৬



থামছে না জামায়াতের সহিংসতা

সাতক্ষীরা ও সিরাজগঞ্জে প্রাণ গেল আরও চারজনের





হরতাল চলাকালে গতকাল জামায়াত-শিবির দেশব্যাপী ভাঙন চালায়। বা থেকে—আজনে জ্বলছে নন্দিয়াম উপজেলা পরিষদ; কিনাইনছে নিহত পুলিশ কনস্টেবল; বগুড়ায় রাসায় সেনাবাহিনীর অবস্থান

● আমাদের সময়

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জামায়াতের যুদ্ধ ঘোষণা

বগুড়ায় ব্যাপক নাশকতা, রেলস্টেশন ও এমপির বাড়িতে আগুন; সেনা মোতায়েন, পরে প্রত্যাহার ■ সারা দেশে নিহত ২৪



বগুড়ায় গতকাল হরতাল চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর ভাঙবে ১৪৪ ধারা জারির পর বিজিবির টহল

● আমাদের সময়

স্থান	নিহত	গ্ৰাহত
বগুড়া	১১	৩০
জয়পুরহাট	৬	২৭
গোদাগাড়ী	৪	১০০
সাতক্ষীরা	১	২৫
হরিণাকুণ্ড	১	২০
পাজীপুর	১	১০

আমাদের সময় ডেস্ক ●

টাইবানালের রায় প্রত্যাখ্যান করে অব্যাহত নৈরাজ্য চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াত-শিবির। কখনও চোরাগোষ্ঠা, আবার কখনও প্রকাশ্যে দলটির নেতাকর্মীরা হামলে পড়ছে সাধারণ মানুষ, সংখ্যালঘুসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর। যেন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

দলটির অমোচিত যুদ্ধ চলছে। অব্যাহত এ নৈরাজ্যের জের ছিল গতকাল ঢাকা জামায়াতের ৪৮ ঘণ্টা হরতালের প্রথম দিনও। এদিন রাজধানীতে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে। গতকাল ৬ জেলায় পুলিশ কনস্টেবলসহ ২৪ জন নিহত এবং গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছে দুই শতাধিক। এদিন সকাল থেকেই সারা দেশে বিশেষ করে ওই ৬ জেলায় জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে পুলিশ, রাব, বিজিবি ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে বগুড়ায় ১১, জয়পুরহাটে ৬ রাজশাহীতে ৪, সাতক্ষীরা ১ পাজীপুরে ১, কিনাইনছের হরিণাকুণ্ডে ১ পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে। গত বুধস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এ সহিংসতায় এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম

METROPOLITAN / NEWS

১০ ডি.ইউ. ৩



JAMAAT'S RELENTLESS VIOLENCE

৮ পুলিশ নিহত, আহত ৫০০

১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব
৩৭টি ভাঙাচুরা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আজকের দিনে দেশের সর্বত্র জামায়াতের হিংস্রতা বিরোধীরা নিহত হতে পারেন।
গতকাল রাতে ঢাকার মিরপুর-১১ এলাকায় জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।
জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।



কালের কণ্ঠ



শিবির নিয়ন্ত্রিত
কাটাইবেন যমজিহ
যেহেতু বেরিয়েই
তাপ্রব

প্রথম আলো

১০ ডি.ইউ. ৩



পুলিশের ওপর জামায়াতের অতর্কিত হামলা, পিস্তল লুট

গোলাম আজহার
বিহার সিংহ সিং
যেহেতু বেরিয়েই
তাপ্রব

গোলাম আজহার
বিহার সিংহ সিং
যেহেতু বেরিয়েই
তাপ্রব

The Daily Star

১০ ডি.ইউ. ৩

Jamant men on the rampage

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured



At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

At least 800 in several districts, attacks on second consecutive day
2 persons injured

যায়যায়দিন

জামায়াত ভয়ঙ্কর



আজকের দিনে দেশের সর্বত্র জামায়াতের হিংস্রতা বিরোধীরা নিহত হতে পারেন।
গতকাল রাতে ঢাকার মিরপুর-১১ এলাকায় জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।
জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।

আজকের পুলিশ ঝাঁকিয়ে ঘানা ও আপনা

আজকের দিনে দেশের সর্বত্র জামায়াতের হিংস্রতা বিরোধীরা নিহত হতে পারেন।
গতকাল রাতে ঢাকার মিরপুর-১১ এলাকায় জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।
জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।

মানবজমিন

কমলাপুরে পেট্রোল আগুনে ছেঁদে আতঙ্ক
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



দ্বিতীয় দিনে হরতালে সহিংসতা, নিহত ৫

গতকাল রাতে ঢাকার মিরপুর-১১ এলাকায় জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।
জামায়াতের হিংস্ররা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।
এই সংঘর্ষে ৮ পুলিশ নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন।
এছাড়াও ১২৯টি যানবাহন অগ্নিস্রব এবং ৩৭টি ভাঙাচুরা হয়।

শিশু-পুলিশসহ নিহত আরো ২৩

- বগুড়ায় ১২, জয়পুরহাটে ৬ রাজশাহীতে ২, সাতক্ষীরায় ১ জন নিহত
- বিনাইদহে পুলিশকে কুপিয়ে হত্যা, বগুড়ায় ফাঁড়িতে আগুন

शालग्र दई डेड

টানা চতুর্থ দিনের মধ্যে জ্বালা ও পোড়া, হামলা, ডাকাতি, বাণিজ্য
নষ্টিসহতা চালিয়েছে জামায়াত। সারা দেশে তাকে এই নিষেধ মক্কা-
মক্কা হজতালার প্রথম দিন গভীর রাতের দ্বিবিদ্যার মধ্যে-কর্মীদের
হাতের নিষেধ তরোতে পুলিশ, নারী, শিশুসহ তরো ১১ জন এ নিয়ে
এই চার দিনে নিষেধের সংখ্যা ৭০ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে
জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে পুলিশের
এই সদস্যকে।

যা সনদ্বাক্ষর।
তৎকাল ভোপ হওয়ার আগেই চানে সইস্বীর মুখ দেখা যাওয়ার নকশা
কিছু গুরুত্ব ছাড়াই এবং মাটিকিং করে ইসকনি দিয়ে বাচড়ালয় বিভিন্ন
যানে নির্দ্বায় মানুষকে রক্ষিত নামানো হয়। নতুনতর তিন উপজেলায়
লিশ ফাঁড়িতে চামলা ও অগ্নিনির্বাপন করা হয়। আইনশৃঙ্খলা
ক্ষয় নিয়ন্ত্রিত বাতিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িত তারা। এতে
মৃত ১২ জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে সরকারি
সনদে ১২ জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে সরকারি
সনদে ১২ জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে সরকারি



বর্তমান নব্বীঘাটে গুরুত্বপূর্ণ উপাধি পাইব। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, ইত্যাদি সবই আছে।
নতুন ডায়ালগ-বিশিষ্টে কর্মী।

সেতু-সড়ক ধ্বংস
রেললাইন উৎপাটন
ট্রেনে আগুন

[illegible]

‘গুজব আছে’ তাও
জামায়াতের

कांग्रेस की जड़ें -
 भारत का पहला राष्ट्रीय दल
 १८८५ ई. में स्थापित
 १८८५ ई. में स्थापित
 १८८५ ई. में स्थापित

অনিশ্চিত গন্তব্যে দেশ

ঢাকায় হামলা ভাঙচুর আগুন
—শাকিলসহ দুই হাজার

निर्वाहक अध्यक्ष : श्री बाबूजी निरंजन
सुखलक्ष्मी गौड़ भगिनी भावना
आचार्यप्रसाद शर्मा मंडीक श्री अमृतकुमार
श्री श्री आचार्यप्रसाद

ইসলামের শত্রু বিএনপি-জামাত:
পোড়ে মসজিদ, পোড়ে কোরআন

Burnt Al-Quran and Mosques: BNP-Jamaat Enemies of Islam



কিএনপি-জামায়াত-হেফাজত চক্র স্বকীয় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের অপকর্ম করতে মোটেও বিধা করে না। এদেশের ধর্মভীরু মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুখে ধর্মের কথা বললেও কিএনপি-জামায়াত চক্র মানুষের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধাশীল নয়। বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় সংবেদনশীলতায় আঘাত করে, কখনো তাদের ভুল বুঝিয়ে, মিথ্যাচার করে, প্রলোভন দেখিয়ে নানানভাবে হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থের অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

সহযোগী সরকার জনপণের কাছে প্রদত্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে যুগ্মপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়। দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে এই বিচার-প্রতিশ্রুতিকে প্রতিহত করতে কিএনপি-জামায়াত-শিবির দেশজুড়ে শুরু করে পরিকল্পিত সহিংস ও ভাঙন।

কিএনপি-জামায়াত-হেফাজত চক্র দেশজুড়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা-নির্ব্যতন চালিয়েছে তা এক কথায় একাত্তরে বর্ষের পাক হানাদার বাহিনীর তাজবের সঙ্গেই তুলনীয়।

এই অপশক্তি পবিত্র মসজিদকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালিত করেছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষকে উকে দিতে মসজিদে আগুন দিয়েছে, পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়িয়েছে, মসজিদের মাইক ব্যবহার করে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করেছে। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে পুলিশের ওপর আক্রমণ করেছে যাতে সাধারণ মুসল্লিদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

এই রকমটাই ঘটেছিল বায়তুল মোকাররম মসজিদে। জুমার নামাজ শেষে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ইসলামী ছাত্রশিবির। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তারা আগুন দিয়ে মসজিদের আয়নামাঝ পুড়িয়ে দেয়।

একই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ৫ মার্চ কিএনপি-জামায়াত-হেফাজত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম ও মার্কেটে আগুন দেয়। বায়তুল মোকাররম মার্কেটের ১৪৪টি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আগুন দেয়া হয় ইসলামী বইয়ের স্টলগুলোতেও। পুড়িয়ে দেওয়া পবিত্র কোরআনের শত শত কপিতে।

২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল চট্টগ্রামের কাটকছড়ির কাজীর হাটে ঘটে ইতিবাসের আরেক ভয়ঙ্কর ঘটনা। আওয়ামী লীগের মিছিল চলার সময় জামায়াত-শিবিরের নেতারা স্থানীয় মসজিদের ইমামকে বেঁধে রেখে সেই মসজিদের মাইক ব্যবহার করে এলাকায় ইমামকে হেস্তারের গুজব ছড়িয়ে দেয়। গুজবে বিভ্রান্ত গ্রামবাসী আক্রমণ আওয়ামী লীগের

The BNP-Jamaat-Hefajat gang do not hesitate to commit any misdeed or their heinous self-interest and political gain. They talk about religion to confuse the devout Muslim people of this country, but the BNP-Jamaat alliance is not at all respectful to faith of the people. They have attacked and strained the religious sensitivity of the people on various occasions by resorting to falsehood and lie. They created confusion in the minds of the people and their persuasion in the name of religion was aimed at fulfilling self-interest and mean political gain.

The grand alliance government led by Awami League had a pre-election commitment that they will take initiative to try the war criminals. And the BNP-Jamaat alliance had started planned terrorist activities across the country in order to foil the trial and create anarchy in the country.

The way the BNP-Jamaat-Hefajat alliance resorted to widespread attack on religious minorities and their business establishments across the country could only be comparable with the attack of barbaric Pakistani military in 1971.

Ironically the BNP-Jamaat evil forces have used sacred mosques to run terrorist activities. Not only that, they have set fire to mosques in order to mislead and instigate common people. They have burnt hundreds of holy Al-Quran and used mikes of mosques to spread lie and rumors. Coming out of mosques after prayers, they swooped on policemen so that clash takes place between the common Musallees and police.

This is exactly what had happened in national mosque of Baitul Muqarram. Terrorists of Islami Chhatra Shibir engaged in clash with police after coming out of the mosque. At one stage of the clash, they set fire on the prayer mats of the mosque.

In sequel to that heinous act, the hooligans of BNP-Jamaat-Hefajat Islam burnt down some 144 shops in Baitul Muqarram area on March 5, 2013. They also set fire to the shops of the Baitul Muqarram market. Bookstores which sell Islamic books were burnt to ashes. Hundreds of copies of holy Al-Quran were burnt by those attackers.

Another painful and heart-wrenching incident took place on April 11, 2013 at Kazirhat area in Fatikchhari of Chittagong. When the local Awami League organized a procession, the leaders of Jamaat-e-Islami and Islami Chhatra Shibir caught the Imam of the local mosque and tied him with ropes. They used the mike of the same mosque to spread falsehood and propagated that the Imam was kidnapped by Awami

মিছিলে। আর এই সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে কিএনপি-জামায়াত-শিবির কর্মীরা স্থানীয় ও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।

কিএনপি-জামাতের এই অপকৌশল নতুন নয়। ১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর খুলনার আহমদিয়া মসজিদে বোমা হামলা চালিয়েছিল তার। এতে ৮ জন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত হয়।

নির্যা প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে ধর্মকে অপব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল প্রতিহত করতে হবে। সকল বিবেকবান মানুষকে এই বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

League people. As rumors spread, confused villagers attacked the procession of Awami League. The BNP-Jamaat and Chhatra Shibir took this opportunity and chopped to death three of the Awami League and Chhatra League workers in broad day light.

Such evil acts are nothing new for BNP-Jamaat alliance. On October 8 in 1999, the terrorists of BNP-Jamaat alliance charged bomb into a mosque of Ahmadya sect in Khulna. The tragic incident left eight people killed and over 50 injured.

Such evil falsehood and propaganda to confuse people using misinterpretation of religion must be resisted. Conscious people must be alerted all the time against such evil acts.



কাপো থোমায় ঢেকে গেছে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। কিনেপি-জামাতি-হেফাজতে ইসলাম ২০১০ সালের ৫ মে ঢাকার মহাসমাবেশের নামে নারকীয় সন্ত্রাস চালায়। অগ্নি লেগে বায়তুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটে। ইসলামী বইয়ের মার্কেটে ভস্মীভূত হয় শত শত কপি পবিত্র কোরআন

Black smoke has completely covered the national mosque Baitul Mukarram. On 5 May, 2013, in name of a grand alliance in Dhaka, BNP-Jammat-Hefazat went on a mayhem. They set fire to Baitul Mukarram Masjid Market which left hundreds of holy Qurans, burnt to ashes along with shops for perfume, tasbeih (rosary) and prayer mats.





কিএনপি-জামাআত-হেফাজতের অধিকাংশ রাষ্ট্রদ্রোহীতে সহযোগিতা করে রাখতুল মোকাররাম এলাকার ইসলামি বই, আতর, টুপি, তসব্বিহ, জাওয়ানামাভের লোকালয়গুলো পুড়িয়ে দেয়

BNP - Jamaat - in the custody of the militants in the capital rally in the Baitul Mukarram burnt shops of Islamic books, perfume, hats, beads, jayanamaj



হেফাজত ও বিএনপির সহস্রাধিক যৌথভাবে সঠিকভাবে চালিয়েছে নজিরবিহীন তাম্বল। তারা বায়তুল মোকাররম মার্কেটের ১৪৪টি দোকান পুড়িয়ে দেয় ২০১৩ সালে ৫ মে। ইনসেট পুড়ে যাওয়া পবিত্র কোরআনের পাতা

The stall of Islamic books in the premises of Baiatul Mokarrom Jame Mosque were set on fire by Hefazat activists. Inset: A burnt copy of the holly Quran.





ডেটলাইন ৫ মে, ২০১৩ হেফাজতে ইসলাম ও বিএনপির সমর্থনিতের দেওয়া আগুন ছাড়ে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের একাংশ। তাদের তাম্র নজরও বসবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের নিচতলায় ইলেকট্রনিক্স মার্কেট

Deadline 5 May, 2013, a portion of Baiatul Mukamam burning at fire set by Hefazat Islam and BNP cadets. Their mayhem left Electronics Market at Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman National Stadium left in a chaotic order.



অগ্নিতে পোড়ানো এই পাতাগুলো পবিত্র কোরআনের।
The pages of holy Quran has been burnt by fire.



কয়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে ইসলামী বইয়ের দোকানে অত্যাচারী হেফাজতের কর্মীরা। পুড়ে যত শত শত কপি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের গ্রন্থ। তার দোকানের পুড়ে যতটা কোরআনের সাথে সেখানেই এক শৃঙ্খল ব্যবসায়ী।
 The supporters of Hefazot made fire in the shop of Islamic book at South Gate of Baitul Mokarom Jame Mosque. It have been burnt the hundreds of copies of Qurean and Hadiz books. A book seller is showing the pages of Qurean which have been burnt.

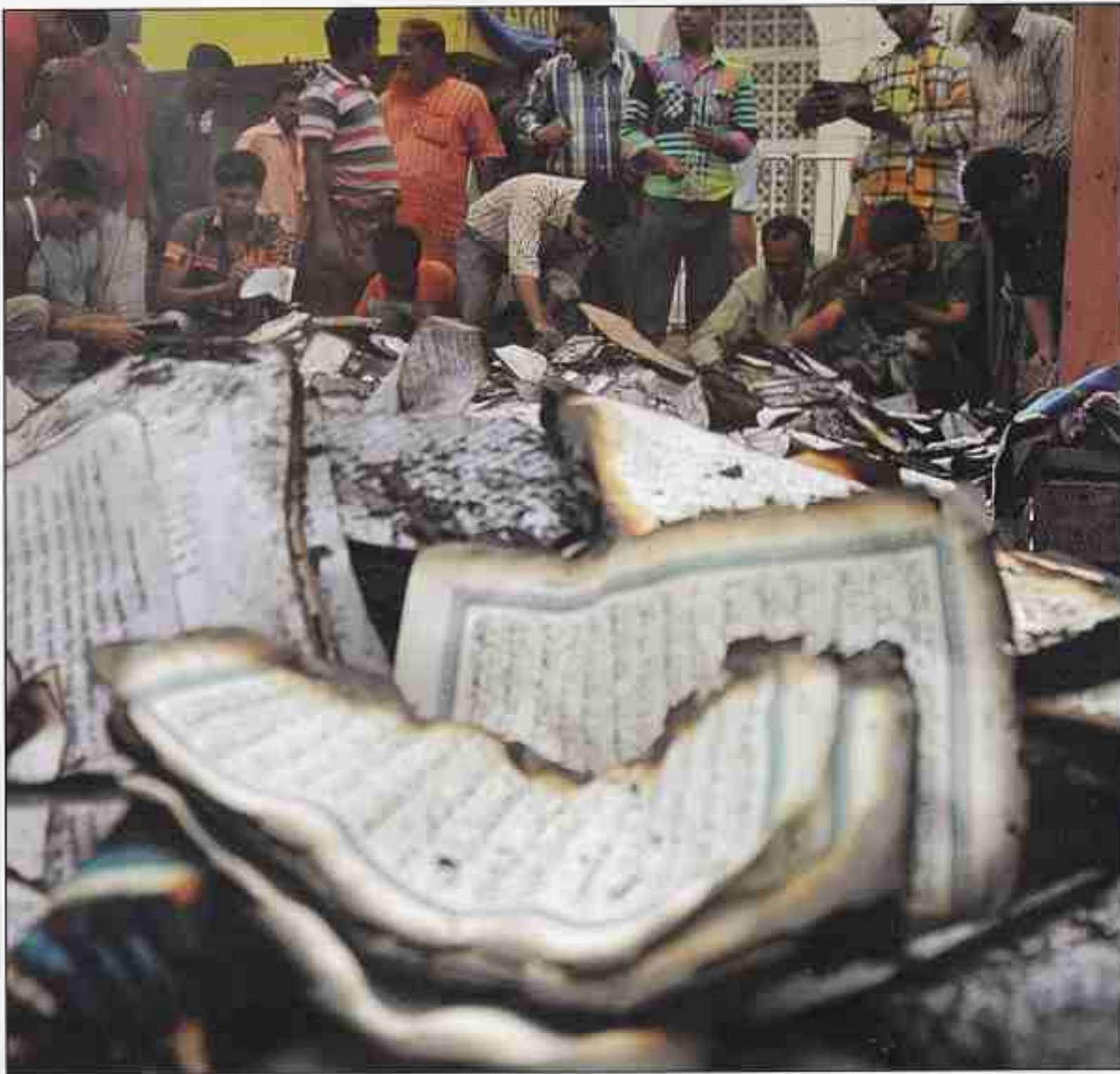


পুঁড়ি যাওয়া পবিত্র কোরআনের পাতা হাতে তন্নতনরত
এক গুলক বিদ্রোহী

A book seller full of tears with a page of
the Holy Quarn in hand.



অগ্নিদগ্ধ আয়নাশাল ও ইসলামী বই
Fire-burnt prayer mat and Islami book.



হাই কয়লা থেকে পবিত্র কোরআনের
পাতাগুলো সবচেয়ে আশান্বিত করে তুলে
রাখছেন সর্বত্র হারানো পুস্তক বিক্রেতারা।

The all lost book sellers taking
carefully the pages of holy
Quran from the ash and coal.



গুড়ে অগ্নি পবিত্র কোরআনের পাতা

The pages of Holy Quran which have been burnt



শহরের হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ভবনের সমস্ত রাষ্ট্র গাড়িগুলো হেফাজতের অঙ্গনে পুড়ে যায়।

A huge number of motor cars were burnt to skeleton when Hefazal Islam activists set fire inside the office premise of House Building Finance Corporation.



সব পুড়ে ছাই। ফুটপাথে লম্বায়ে হাত দিয়ে বসে আছেন এক ছুদ্র ব্যবসায়ী। যেফাজল-কিএনলি-আলেকজান্ডারের সম্রাসিরা পবিত্র-কলিআন এলাকায় ফুটপাথের দোকানগুলো পুড়িয়ে দেয়।
The all lost book sellers taking carefully the pages of holy Quran from the ash and coal.



হেফাজত ও বিএনপি-জামায়াতের গণ্যমান্যদের তামনে করতুল মোকাররমের স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পাশে নীড়ান প্রত্ননসত্রী সেধ হসিনা। ১৪ মে প্রত্ননসত্রীর লঙরে ব্যবসায়ীদের অধিবিক অতুলানের ঢেক তুলে লেন তিনি। স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকে ৫০ হাজার টিকা করে সহায়তা পান

The Prime Minister stands beside the damaged small businessmen Baitul Mokaram. Awami League Chairperson handed over the cheque of grant to the businessmen at the office of the Prime Minister on 14 May after 7 days of debacle caused by BNP-Jamat in disguise of Hefajat. The damaged businessmen received Tk.50 thousand each as financial assistance.

হেফাজতের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান খালেদা জিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া হেফাজতে ইসলামের পাশে দাঁড়তে রাজধানীভিত্তিক প্রতি আহ্বান এবং অগ্নির নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।



গতকাল রবিবার রাতে ঢাকা শান্তির কার্যাগারে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে দলের সর্বোচ্চ নির্দেশনামূলক গোয়েন্দা স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন হেফাজতের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মনন দিতে। জেলীর অফিসে শান্তি নিয়ে বিএনপির সন্ত্রাসিরা ঢাকাকে সেদিন পুড়িয়ে ফেলেছিল সন্ত্রাসের জলপ্লাব। BNP leader Begum Khaleda Zia called upon her party leaders and activists to stand by Hefajat and to back their violent activities. In response to urge of the leader, the terrorists on that day turned into a town of violence.

যুগান্তর

শেষ রাতে সাঁড়াশি অভিযান

দিনভর সংঘর্ষে রাজধানী রণক্ষেত্র

হেফাজত-পুলিশ-আর্মিগ সন্ত্রাসী : বিস্ফোরণে শহরভিত্তিক : বিভিন্ন স্থানের ভেতরে ভিতরে : ১০ জনের নিহত হয়েছে

আত্মীয় পিপিবি অফিসে হামলা গোলাগুলি অসিসংযত

The Daily Star

World Newspaper Business Sports Wiremarket Op-ed

Published: Monday, May 11, 2015

Hefajat Strikes Horror

Officer, shooter in downtown Dhaka burnt, injured; 3 dead; more Star Report

প্রথম প্রান্ত

অবরুদ্ধ ঢাকায় ব্যাপক সহিংসতা

সমকাল

শেষ রাতে সাঁড়াশি অভিযান

পল্টনজুড়ে তাণ্ডব

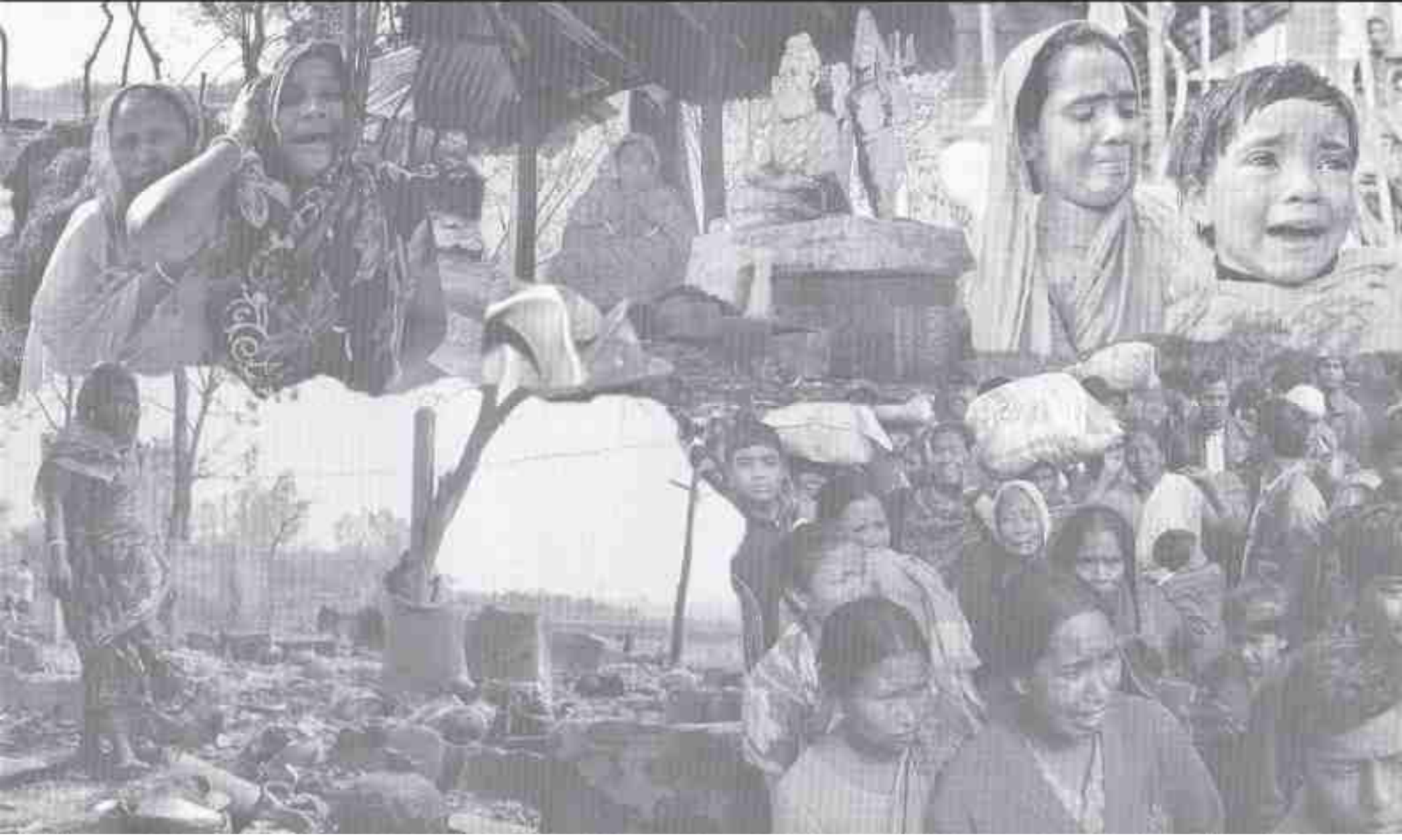
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রায় পুলিশ বিজিবির যৌথ অভিযান

সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে ঢাকা

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন

Torture & Repression on Religious Minorities



অসম্প্রদায়িকতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা। এই চেতনার মূলে কুঠারাঘাত করে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে বিএনপি-জামাত অপশক্তি সবসময় তৎপর ছিল। এই অপশক্তি বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা করেছে, উপাসনালয় পুড়িয়ে দিয়েছে, বাড়িঘরে আগুন দিয়েছে, লুটপাট করেছে, নারীদের নির্যাতন করেছে।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় নির্বাচনের পরপরই দেশজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি-জামাতের নারকীয় হামলার কথা দেশের মানুষ এখনো ভুলে যায়নি। এই সময় গণহত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, জোর করে বিয়ে, ধর্মান্তরিত করা, চাঁদা আদায় ও সম্পত্তি দখলসহ এমন কোনো হীন ও ন্যায়বিহীন ঘটনা নেই যা বিএনপি-জামাত করে নাই। এই বিষয়ের ওপর গঠিত গুদস্ত কমিশন ৫ হাজার ৫৭১টি অভিযোগ পায়। ভোলার চরক্যাশনে এক রাতেই ২০০ হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়। এই কবরোচিত ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর কত হয়ে রয়েছে।

বিএনপি-জামাতের এই অপত্যত্বপূর্ণতা এখনো অব্যাহত আছে। বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হওয়ার পর থেকেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিএনপি-জামাতের আক্রমণ ও নির্যাতনের ব্যাপকতা বেড়েছে। ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর রায় ঘোষণার পর বিএনপি-জামাত জোট হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে যেন সাঈদীর কাসির জন্য শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ই দায়ী।

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সবাদ থেকে জানা যায় যে, ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ সময়ের মধ্যে দেশের মোট ৩২টি জেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করে বিএনপি-জামাত অপশক্তি। এই হামলায় চারজন নিহত ও ৩৪ জন আহত হয়। এ সময় ৩১৯টি মন্দির ও ২০৬টি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়।

২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর জাতীয় নির্বাচনের তকসিল ঘোষণার পর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বিএনপি-জামাতের সাম্প্রদায়িক হামলায় নিহত হয় ১ জন ও আহত হয় ১৫০ জন। ১৭৭টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৪৮৫টি কপতবাড়ি, ৫৭৮টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। এ সময় নির্বাচনের শিকার হয় আড়াই হাজার পরিবার। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় নারী ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে।

যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বরষার সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল ঠিক একই কায়দায় বিএনপি-জামাত অপশক্তি জাতীয় নির্বাচনের পরদিন থেকেই শুরু করে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন। চলতি বছরের ৫ জানুয়ারিতে যশোরের অভয়নগর থানার চাপাতলা গ্রামে হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা করে। যশোরের

One of the major spirits of our war of liberation was secularism and non-communalism. The evil forces of BNP-Jamaat alliance have always been active to foil the stability of Bangladesh by axing that particular spirit. The evil alliance went on attacking the religious minorities on various occasions; they set fire at places of religious prayers, houses of religious minorities and looted valuables from those vulnerable people. The women of the minority community have always been their prime target and thousands of women were brutally tortured on many occasions.

People of Bangladesh did not forget the voluminous barbaric attacks by the BNP-Jamaat unholy alliance on Hindu community across the country just after the 2001 general elections. During that period, BNP-Jamaat alliance committed crimes against humanity such as mass killing, kidnap, rape, forceful marriage, forceful conversion of religion, toll collection, grabbing assets and what not! An Investigation Commission was formed later on, which received some 5,571 allegations of such crimes. In one such incident, some 200 women were raped in one single night in Bhola. Such a heinous barbaric act has remained as a deep scar in our national life.

Evil activities by the BNP-Jamaat alliance are still on. The magnitude of torture and repression on religious minorities by the BNP-Jamaat alliance have increased manifold since the beginning of the trial of the war crimes. Just after pronouncement of the verdict of war crimes case against notorious war criminal Delwar Hossain Sayeedi in February 2013, the BNP-Jamaat alliance swooped brutally on the Hindu community across the country in such a fashion that as if the Hindu community were responsible for his capital punishment.

According to newspaper reports, in just a month between February 28 and March 31, the BNP-Jamaat evil alliance resorted to all-out attack on Hindu community people in 32 districts of the country. Four people were killed and 34 were injured in these attacks. To add more sadness, some 319 temples were damaged and 206 business establishments belonging to the Hindu community people faced the brunt of attacks as they looted and vandalized everything.

As the national election schedule was announced on November 25 in 2013, BNP-Jamaat unholy alliance started communal attacks leaving dozens of people killed and hundreds injured by January 30. During this period, some 177 temples and religious institutions were damaged and 485 houses and 578 business establishments were vandalized and looted. Some 2,500 families were repressed and tortured. At the same time, incidents of rape in various districts also increased sharply.

The way villages after villages were set on fire and daughters were raped in front of her father during the war of liberation in 1971, the BNP-Jamaat evil alliance started the same tactic against the religious minority after a day of the election. On January 5 of this year, the

ঋষিপাড়া, হাজরাইল, হরিদাসকাঠি, মনিরামপুর যেন এক আতঙ্কের জনপদে পরিণত হয়। হাজরাইলের ঋষিপাড়ায় স্বামী ও শ্বশুরকে বেঁধে বেঁধে নির্ধাতন করা হয় গৃহবধুর ওপর। অপরদিকে বাবা-ছেলেকে বেঁধে বেঁধে তাদের চোখের সামনেই শাসড়ি ও বউয়ের ওপর চালানো হয় নির্মম পাশবিক নির্ধাতন। শুধু যশোর নয় ঠাকুরগাঁও, লাইবাজা, দিল্লাজপুর, জয়পুরহাট, নাটোর, চারখাট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও পিরোজপুরে সংখ্যালঘু নির্ধাতনের ঘটনা ঘটেছে।

শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নয় বিএনপি-জামা'তের নির্ধাতনের শিকার হচ্ছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার রাসুতে ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির এক বৌদ্ধদের ৪০টি বাড়িতে আত্ম লেগে বিএনপি-জামা'তের সন্ত্রাসীরা। এ সময় শতাব্দিক বাড়িতে লুটপাট ও জা'দু'র হয়। শীমা বৌদ্ধবিহার, রাখাইন বৌদ্ধমন্দির, লাল চিং, সাদা চিং, রামু মৈত্রী বিহার ও অপর্ণা মৈত্রী বিহার জ্বালিয়ে দেয়। রাসুর ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বৌদ্ধ পুরাকীর্তির তিনশ বছরের ইতিহাস।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর বিএনপি-জামা'তের পরিকল্পিত হামলা আমাদের হাজার বছরের ঐক্য সংস্কৃতির ওপর আঘাত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর আঘাত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের উপর আঘাত।

Hooligans of the alliance attacked Hindu families at Chapatola village of Avaynagar thana in Jessore. All on a sudden, people of various areas including Rishipara, Hazrail, Haridaskathi, Monirampur became fully panicked. In Rishipara area, husband and father in law of a housewife were tied and the hooligans tortured the housewife. In many places, father and his son were tied with ropes and their wives were brutally tortured and molested. Not only in Jessore, similar heinous crimes against religious minority people took place in Thakurgaon, Gaibandha, Dinajpur, Joypurhat, Natore, Charghat, Mymensingh, Netrokona and Pirojpur.

Not only the Hindu community was singled out, people of other minority groups were also targeted and they faced the same irony. The terrorists of the BNP-Jamaat alliance set fire to 12 Buddhist Vihar or monasteries and temples. Arson attacks took place in some 40 houses of people belonging to Buddhist community. Hundreds of houses were looted and damaged at the same time. Shima Buddhist Vihar, Rakha'in Buddhist temple, Lal Ching, Shada Ching, Ramu Maitree Vihar and Aparna Maitree Vihar were burnt to ashes. In Ramu, the arson attack destroyed 300 year old history of Buddhist archaeological sites.

Such planned attack on religious minority by the BNP-Jamaat evil alliance is an attack on our thousands of years old deep-rooted culture and religious harmony. It is attack on the spirit of our glorious war of liberation, the spirit of our freedom and secular and non-communal spirit of Bangladesh.



সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সার্বভৌম হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি-জামাত চক্র। দেলাওয়ার হোসাইন মুহাম্মদ কাশিম রায় ঘোষণার পর ২০১৩ সালের ২ মার্চ রাতে বাগেরহাটে একটি মন্দিরে হামলা করে তারা প্রতিমা ভেঙে দেয়।
 BNP-Jamat group is continuing the brutal attack on the minority community. They broken down the idols attacking at a temple of Bagerhat on 2 March of 2013 after declaring the execution of judgment of Delawar Hossain Saydee.



কক্সবাজারের বাঁশখালীর জলদি গ্রামের রিশি মঠে হান্দার কয়েকজন সন্ত্রাসীরা এতিনা ভেঙে ফেলে। গত ২০১৩ সালের মার্চে ভাঙা প্রতিমার সামনে অশ্রুসিক্ত এক ভক্তের সবাতের পূর্বদ্বার

March 2013 the terrorist of Jamat broke the idols attacking of Rishi Monastery of Jaldi Village of Banskhali in Cox's Bazar district . One follower praying before the broken idol shedding tears.



১ মার্চ ২০১৩, যুদ্ধাপরাধে সাসিনীর রায় ঘোষণার পর চট্টগ্রামের ঝাঁপখালী সদরের শীলপাড়ায় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে লুটপাট চালিয়ে আসল নেত্র জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা। সর্ব্ব ব্যস্তিগে পোড়া ভিটের আতঙ্কিত করছেন দুলাল শীলের স্ত্রী

The Jamat-Shibir cadres set fire in the houses of the minority community after looting in their houses at Shilparaaf Bashkhali Sadar of Chittagang immediately after declaring the judgment of Saydee in war crime on 1 March, 2013. The wife of Dulal Shil is lamenting standing on burnt homestead losing all things.

শোড়া ভিটায় শূন্যতা

ভাঙাখর ফাঁকা ভিটে। জমেছে ধু ধু
শূন্যতা। সাম্প্রদায়িক হামলার পর
শীলপাড়ার একটি হিন্দু কান্ডবাড়ি

Emptiness in burnt homestead

Broken home and empty
homestead. Lonely emptiness piled.
A Hindu homestead at Shilpara
after the communal attack.





সাম্প্রদায়িক সহিংসে লক্ষণাবৃত্ত বরিশালের পিঙ্গলাকাঠি হিন্দু মন্দির। ২০১৩ সালের ১ মার্চ গোঁড়াকর্মীরা এই মন্দিরটিতে হামলা চালায় কিংবদন্তি-জামাতের দুর্বৃত্তরা
Hindu temple at Pinglakathi of Barisal was vandalized in communal violence miscreants of BNP-Jamaat attacked this temple on 1 March 2013.



চট্টগ্রামের বান্ধখালীর হিন্দু অধিবাসিত ঘোশাশাড়ার ক্রিয় এটি। সশস্ত্র ফৌজের কাছে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১০ সালের ২ মার্চ আমায়াত-শিবিরের লগাশীরা এখানে তামস ঢালায়। পুড়িয়ে ছাই করে দেয় হিন্দুদের বসতবাড়ি, ভেঙে ফেলে মন্দির।
Dhopapara of Banshkhali in Chittagong district. Aggrieved by death sentence accorded to Sayeedy Jamaat -shibir miscreants vandalized the entire locality, broke down the temple and burnt homesteads to ashes.



২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, নোয়াখালীর কোমলগঞ্জ উপজেলার রাজগঞ্জ ইউনিয়নের হিন্দুপাড়ায় হামলা করে জামাত-শিবির। তারা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বসতবাড়িতে ভাঙচুর ও লুণ্ঠাণা করে। জামাতের সন্ত্রাসীদের হত্যার পর খরসংস্থানে নিজেদের গভীর বই দেখতে গেয়ে হতবিস্মল হয়ে পড়ে দুই হিন্দু কিশোরী।

Date line 28 February 2013: Jamaat- Shibir miscreants attacked the Hindupara in Rajgonj Union in Begumgonj Upazilla and al vandalized homesteads & property . They looted all valuases. Two young Hindu girls are awestruck hassing located their text books in the debris.



পুড় ছাই হয়ে গেছে মাথা গোঁজার ঠাই। সেন্নিকে শূন্য মূর্তি মেলে তাকিতে থাকতে থাকতে একসময় অজান্তেই এই স্ত্রীর চোখে জল নামে। কোচালীর রাজপাঞ্জর হিন্দুশাড়া বিএনপি-জামা'তের হামলায় আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন এমন অসংখ্য স্ত্রী।

The last shelter has been burnt into ashes. Tears ran down the cheek as she looks on her vandalized homestead. Many like this elderly lady became shelter less consequent on Jamaaf's attack on the Hindu area of Rajgong in Nookhali district.



২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জামায়াত-শিবিরের ব্যালগার পর মশোজের অবলম্বন গ্রামের হিন্দু পরিবারের সদস্যরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে তাঁদের কলচাবাড়ি ছেড়ে পালায়ে যাচ্ছেন

On 5 January of the year 2014, some members of Hindu family of Avaynagar village of Jessore fled away leaving their homestead in search of safe shelter following the attack of Jamal-Shibir after the National Parliament Election.

ক্ষুধার্ত শিশু, অত্যাচার মা



ঘরে খাবার নেই। খাবার আসবে কোথা থেকে? ঘরই তো নেই। খাবারের জন্য কঁদছে শিশু বিপাশা বার্মন, চোখের জল আটকে রাখতে পারছেন না মা সঞ্চিলা বার্মনও। এমনই অসহায় অবস্থায় থোলা আকানের নিচে দিন কেটেছে যশোরের অভয়নগর উপজেলার চাঁপাতলা গ্রামের মালোপাড়ার ১২২টি সংখ্যালঘু পরিবারের। ৫ জানুয়ারি ২০১৪, নির্বাচনের পর রাতে জামাতা-শিবিরে ব্যাডমন্টের নারকীয় হামলায় খরসৌর, সহায়-সম্মল গেছে ওইসব পরিবারের

There is no food in home. From where the food will come? Even this family have no home. The child Bipasha Barmon is crying for food, its mother Sanchila Barmon shedding tear, she cannot hold her tear. In such helpless situation, 122 minor families of Malopara of Chapatala village of Avoy Nagar upazila of Jessore spending their life under the open sky. Those families lost their houses, shelters and properties in the brutal attack of the Jamat-Shibir cadres after the election on 5 January, 2014. Only crying tearing at Chapatala.



নির্বাচলোত্তর সহিংসতার আশঙ্কায় তটস্থ ছিল দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামগুলোয় বাসিন্দারা। উপজেলার ১ নম্বর কুলাকিপুর্ ইউনিয়নের কৃষ্ণনামপুর গ্রামে জোটের দিন রাত্তে ভেটিকেভেটু হামলা চালায় জামায়াত-শিবিরের লোকজন। এ সময় সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন।

The residents of Hindu-dominated villages of Ghoraghat of Dinajpur were in fear in post-election violence. The residents of Krishnarampur village of no.1 Kulakipur village of the upazila guard the area in turn over the night. The Jamat-Shibir men attacked the voting centers of the village previous night of voting. In that time several people were injured in conflict. From then the culprits threaten to attack at villages. So, they guard their village waking up at night.

বৌদ্ধবিহারে সন্ত্রাস

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রক্তবাজার জেলার রামুতে ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির এক কৌশলের ৪০টি ব্যক্তিতে আগুন দেয়া বিশৃঙ্খলিত আন্দোলনের সন্ত্রাসীরা। এ সময় শতাব্দিক প্রতিষ্ঠিত দুটোটা এক ভাঙত্রে ভাঙাচুরা হয়। শীনা বৌদ্ধবিহারে রাখাইন বৌদ্ধমন্দির, সারা সিং সেনা সিং, রামু জেলা বিহার ও অপর্যাপ্ত বিহার স্থাপিত দেহ। ৩০ সেপ্টেম্বর পার্বত্য পটীয়া উপজেলার দুটি হিন্দু মন্দির ও দুটি বৌদ্ধমন্দিরে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। লাক্ষতা জেলা বৌদ্ধবিহারে হামলা চালায় এক সন্ত্রাস দেহ। এরপর কোলগাঁও বৌদ্ধবিহার, কোলগাঁও নবাবা সন্ত্রাস দুটি মন্দির ও জেলা লাক্ষা মন্দির সন্ত্রাস হামলা করে। এ ঘটনার ঘটনা-বিবরণে সাক্ষ্য দিচ্ছি এতে।

Terror on Buddhist Bihar

The excited mob set fire to 12 Buddhist Bihars and temples at Ramu and set fire in 40 houses of Buddhist houses in Cox's Bazar in the charge of condemnation of Quran on 29 September in 2012. In that time looting and vandalism went on in hundreds of houses. They blazed Sima Buddhist Bihar, Kakhain Buddhist Temple, Lal Ching, Sada Ching, Ramu Maitree Bihar and Arpona Maitree Bihar. The excited mob attacked two Hindu temples and two Buddhist temples of nearby Palla Upazila on 30 September. Hundreds of people went out for procession and attacked at Lakhara Buddhist Bihar and set fire on that. Then they attacked on Kolagaon Buddhist Bihar, Kolagaon Nabarun Sangha Durgagaon Temple and fishermen area Mahi Temple. In this incident storm of condemnation rose in home and abroad.





বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীদের তাম্বুর পর রামুর একটি বৌদ্ধবিহার

A scene of Pagoda in Ramu after the attack of the terrors of BNP-Jamat.



কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডাররা রামুর বৌদ্ধবিহারগুলোতে আকস্মিক, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে

A scene of Pagoda in Ramu after the attack of the terrors of BNP-Jamal.

THEN

1971...



NOW

2013...



UNCHANGED TRAGEDY

একটি জাতীয় সৈনিকে প্রকাশিত কর্তৃক

A cartoon which was published in a National Newspaper.



৫ জানুয়ারি ২০১৩, নির্বাচনের পর রাতে দিনাজপুর সদর উপজেলার ১ নং চেহেলগাভী ইউনিয়নের পিতামপাড়া, তেলিপাড়া, হাজীপাড়া, সাহাপাড়া ও বালুপাড়ায় কিএনপি-জামাতাঘরের সম্মানীয় সংখ্যালঘু পরিবারসহ অগ্নিসংযোগ লীপ সন্নিবিষ্টদের বাড়িঘর, দোকানপাটে কয়েক খণ্ডব্যাপী অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায়। আতঙ্কিত সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্যরা পরদিন দেশত্যাগের জন্য অপ্রসঙ্গল রেখে পথে নেমে আসেন।

The terrorists of BNP-Jamat went on setting fire, vandalizing and looting to the houses, shops of Awami League supporters together with the minority families at Pitampara, Telipara, Hajipara, Sahapara & Balupara of no.1 Chehelgazi Union of Dinajpur Sadar Upazila at next night of the election on 5 January, 2013. In the next day the horrified minority people got down in road in tearful eyes for leaving the country.

দৈনিক ইত্তেফাক



চার জেলায় সংখ্যালঘুদের বাড়িতে হামলা, আগুন, লুট
মাদ্রাসার শীশ নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

চোঁট কোঁট মিলে মিলে, তবু কোঁট চলেই

প্রথম আলো



হামলায় প্রাণহানির ভয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ি আগুন, লুটের শিকার হয়েছে।

শেহকোনা: হামলায় প্রাণ হারানোর ভয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ি আগুন, লুটের শিকার হয়েছে।



জয়পুরহাট: হামলায় প্রাণ হারানোর ভয়ে সংখ্যালঘুদের বাড়ি আগুন, লুটের শিকার হয়েছে।



১৮ **সংখ্যালঘু নির্যাতন** সরেজমিন

‘কী জানি বাপু আবার কখন হামলা করে’



ধ্বংসস্থাপে চাপা কান্না

METROPOLITAN / NEWS

সমন্বয়



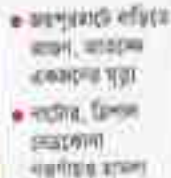
কোনোদিন

JAMAAT'S ATTACK ON MINORITY COMMUNITIES



The area of the newly-constructed school in Bangladesh, showing the damage caused by the attack on the school.

চার জেলায় মন্দির ও
বাড়িতে ভাঙচুর আগুন

www.elsevier.com/locate/jmb[illegible]

১. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
২. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৩. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৪. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৫. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৬. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৭. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৮. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
৯. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত
১০. হাজা নিমাকানুর ৩ বছরব্যাপী পরিচালিত



4. સુવિદિત અભ્યાસી અભ્યાસક્રમને આધારે વિષયવિષયક અભ્યાસ કરાવશે. 100% ન
 5. ફોટોગ્રાફી અભ્યાસ કરતા અભ્યાસી 100% અભ્યાસ કરાવશે. 100% ન

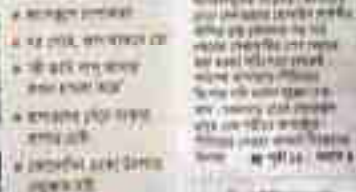


निमित्त कृपेन सम्पिद्य
साधना, आश्रम
शुद्धिमा कुरुते

[illegible]

भाबदाणत आणतक मक दुधक
इतराज अडिआमस धोमना

জামায়াত '৭১ সালের মতোই
সহিংস আচরণ করেছে



0403720
0207338 0403720 4

[illegible]

1000 1000 1000

আবারও মন্দিরে আগুন
রাত জেগে পাহারা

8. 1997-12-18

হিন্দুদের ওপর হামলা, মন্দির ভাঙচুর অব্যাহত

104

যিনি হুসেইন সিন্ধুসের ওপর
 ত্রিভুজ ও মণির ভাস্কর্য
 করেছেন, আমদননা
 ও পরানো ঘর—
 গাজীপুরের কামিনপুর
 সড়কী প্রতিমা ভাস্কর্য
 শ্রী. পুণ্ডিত জগদীশ, মদন
 শিখার নামা বাজারের
 ও গাজী টিমের ছাপা
 বকরী প্রতিমা ওজলাই
 কে বা কল্যা আটের
 পথে গজকলাই সকালে
 গজদানায় বসন
 সিন্ধু পল্লী ১১ কল্যা ১



આજના કાળમાં જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ મેળવવા માટે જરૂરી છે.

— 2010 —

Hindus under attack



The altered remains of a house built by Jewish-Bulgarian in Hoshkopi grounds

11 temples, Nannu
 buried inside
 Chola
 was buried

They damaged a boat, six homes, including one of Haddad's, and took women and children and children of Haddad's wife to

তারা এসে পানি চেয়ে খেত
পরে আগুন দিল ঘরে

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible][illegible]

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਜਨਮ 1945 ਈਸਵੀ, ਪਿੰਡ ਭੁੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ।
ਪਿਤਾ: ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ, 'ਜਲੰਧਰ' ਦੇ 'ਭੁੱਲੀ' ਪਿੰਡ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਲੰਧਰ' ਦੇ 'ਭੁੱਲੀ' ਪਿੰਡ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜਲੰਧਰ' ਦੇ 'ਭੁੱਲੀ' ਪਿੰਡ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

[illegible]

—**WILLIAM J. DODD**—



© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

প্রথম আলো

१. पुष्पावली विमलवती मैत्र, १०८, लालबाग, लखनऊ-२२६ ००२
२. प्रो. विमलवती मैत्र, १०८, लालबाग, लखनऊ-२२६ ००२

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

সংখ্যালঘু ৩০ পরিবার
খোলা আকাশের নিচে

[illegible]

2025

ভোট কেন্দ্রে যাওয়াই অপরাধ

the 1990s, the U.S. economy has been in a state of "stagflation," with high unemployment and low growth. The U.S. economy is in a state of "stagflation," with high unemployment and low growth. The U.S. economy is in a state of "stagflation," with high unemployment and low growth.

[illegible]

চাঁপাতলায় শুধুই কান্না

[illegible]

The Daily Star



ওদের পাশে দাঁড়ান

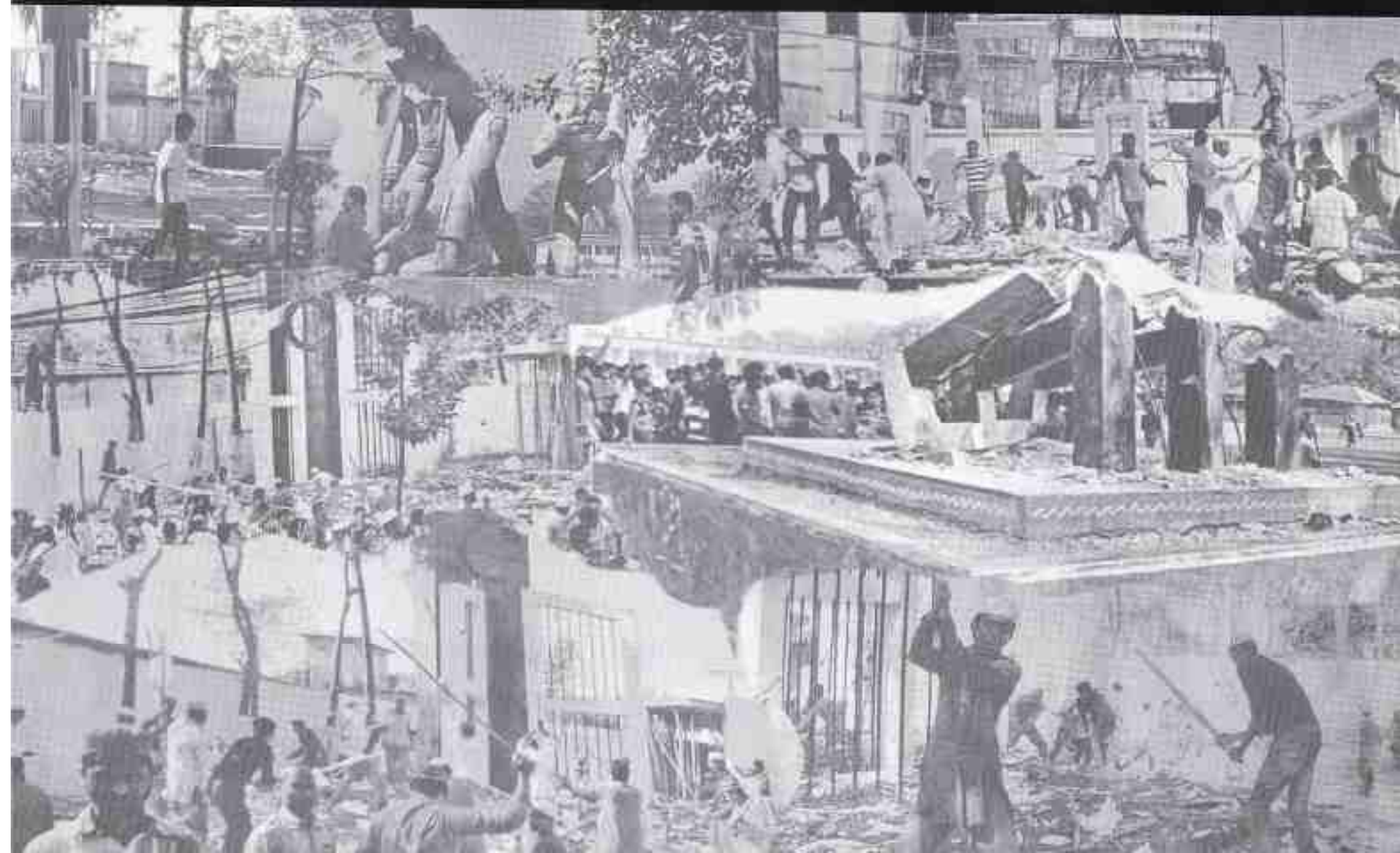
• **Interest rate risk**
Interest rates may fluctuate, which will affect the value of the bond. If interest rates rise, the value of the bond will fall, and vice versa.



ଆପଣାଆଁ ମାମ
ପ୍ରତିରୋଧ ମନ୍ତ୍ରରେ
ମାତ୍ରାସି

জাতীয় চেতনার বেদীমূলে আঘাত

Attack on Base of National Spirit



বিএনপি-জামাত কখনেই এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে পারেনি। দেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এই সময় পণতন্ত্রকে হত্যা করে মানুষের অধিকার হরণ করা হয়। একদিকে সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হয় মুজিবুদ্ধের চেতনা, আরেকদিকে বিকৃত করা হয় মুজিবুদ্ধের ইতিহাস। একদিকে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করা হয়, আরেকদিকে যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করা হয়। বাংলাদেশ যেন প্রবেশ করেছিল এক অন্ধকার যুগে।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশকে পাকিস্তানি রানানো সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, বিচার হচ্ছে, বিচারের রায় বক্তব্য দান করা হচ্ছে। আর তাই মরিয়া বিএনপি-জামাত স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে অযোচিত যুদ্ধ শুরু করেছে।

দেশে শুধু নশকতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেনি একাত্তরের যাতকেন্দ্রা, খামচে ধরেছে এদেশের প্রিয় পতাকা। হামলা চালিয়েছে বাঙালি জাতির চেতনার চির-উৎস শহীদ মিনারে। সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে রাতের আঁধারে বিএনপি-জামাত ভাঙচুর করে শত শত শহীদ মিনার।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৪৬ বছরের পুরোনো শহীদ মিনারটি রাতের আঁধারে ভেঙে ধ্বংস করে দেয়। ১৯৬৮ সালে নির্মিত এই শহীদ মিনারটি এবারই প্রথম নয়, ১৯৭১ সালেও রাজাকাররা ভেঙে তুচ্ছ করে দিয়েছিল এটি। একই রাতের জামায়াত-শিবির কর্মীরা ভেঙে ফেলে একই জেলার চট্টোমোহরের হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালমারী সন্নিকর্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটিও। ঠিক একুশের প্রথম প্রহরে নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে তুচ্ছ করে দেয় ওই শহীদ মিনার দুটির গুহ।

১৯৭১ সালেও স্বাধীনতা ঘোষণার প্রাক্কালে রাতের আঁধারে পাকিস্তানি শাসকেরা প্রথম আঘাত হেনেছিল আমাদের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। কামানের গোলায় ক্ষতবিক্ষত করে তুচ্ছ করে দিয়েছিল বাঙালির চেতনার কেন্দ্রবিন্দুকে। কিন্তু তারপরও বাঙালি জাতিকে দমতে পারেনি।

আর তাই এখনও একাত্তরের পরাজিত শক্তির ক্ষোভের কারণ শহীদ মিনার। যখনই সুযোগ পায়, তখনই বিএনপি-জামাত হামলা করে আমাদের চেতনার বেদিনুলে - আমাদের স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারে।

The BNP-Jamaat alliance could never accept the independence, freedom and sovereignty of the country, in order to take the country backward and turn it into a pro-Pakistani state, they assassinated Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with his most of the family members. Democracy was brutally suppressed and rights of the people were confiscated. In one hand, the spirit of the war of liberation was removed from the constitution and on the other, the glorious history of the liberation war was deliberately distorted.

Thousands of freedom fighters were killed in one hand and collaborators of the Pakistani military and war crime offenders were rehabilitated on the other, too. The whole Bangladesh entered into a dark age of modern time.

But the struggling people of Bangladesh turned around. Defying all odds and braving all the conspiracies to turn the country into a pro-Pakistan state, people are marching ahead. With the initiative of Prime Minister Sheikh Hasina, daughter of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the war criminals were arrested. The trials are continuing and some of the trials have witnessed verdict and an execution. And that is why the BNP-Jamaat clique has exposed its true face against the trial and waged an undeclared war against the people of the country.

The assassins of 1971 did not stop after creating anarchic situation in the country. They have torn the flags and vandalized true symbol and source of Bengali nationalism — Shaheed Minar in many places. Hundreds of such Shaheed Minars were vandalized and damaged in darkness of night by the evil alliance of BNP and Jamaat-e-Islami.

The hooligans of the alliance demolished the Shaheed Minar at Jaduboyra Primary School of Kumarkhali upazila in Kushtia. The Shaheed Minar was built in 1968, which was at first demolished in 1971 by Pakistani collaborator Razakars. On the same night, Jamaat-Shibir activists ruined another Shaheed Minar at Boaimari Government Primary School at Haripur union of Chatmohar of the same district. As the clock ticks zero hour, the attackers tied the night guards with ropes and demolished the Shaheed Minar.

The Pakistani army in 1971 did the same on the first night of attack and destroyed the Central Shaheed Minar. Cannon-balls had entirely demolished the base of Bengali nationalism but that could not resist the Bengalees at all.

Now the defeated forces of 1971 still possess anger towards the Shaheed Minar and whenever they get chance, the BNP-Jamaat alliance attempt to attack that spirit by destroying the Shaheed Minar.

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, জামাত-শিবিরের
ক্যাডাররা জুমার নামাজ আদায়ের পর দেশভেদে
চল করে তাত্ক্ষণিক। তাদের হিংস্র বাবা পিতা
পড়ে বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় পড়ে তোলা
পাথরপাশা নিক্ষেপ ও শব্দীয় হিংস্র। তাদের
অভ্যুত্থানের শিকার হন স্থানীয় সংবাদকর্মী ও
নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। বেশোয়া এমন
হামলা সোকাবিল্য করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে
জামাত-শিবিরের ক্যাডারদের সংঘর্ষ বাবে।
সংঘর্ষে বাইরাছায়ে দুজন, সিলেটে একজন ও
খিলাইনহে একজন- মোট চারজনের প্রাণহানি
ঘটে। আহত হন অসংখ্য মানুষ।

On 22nd February, 2013 the Jamat-
Shibir Cadres, after performing the
congregational prayer start the
terrorists activities throughout the
country. Their ferocious paws fell upon
the Gonogagan Moncho developed
at various Districts and Upazilla and
Shahid Minar. Virtually the news
workers and member of the security
became the victims of their anger in
order to resist all such relatives attacks
the Jamat-Shibir Cadres load conflict
with the police. In fighting, two persons
at totally four persons were killed.
Innumerable persons were wounded.



ছবিতে সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হামলার দৃশ্য। এদিন জুমার নামাজের পর দেশের বিভিন্ন মসজিদ থেকে
'তৌহিদ জনতা'র ব্যানারে মিছিল বের হয়। এ সকলেরই একটি মিছিল থেকে হামলা চালিয়ে শহীদ মিনারের
সীমানাঘাটীর দেয়াল ভেঙেছে বাবা। গুল্মপত্রক পাললিত করে সৌন্দর্য্য নষ্ট করা

In the picture the scenery of attack at the Central Shahid Minar of Sylhet is visible.
On this day, after the performance of congregational prayer processions in the
banner of "Touhid Janata" came out from various mosques. Having attacked
from such a type of processions, breaking the boundary wall of Shahid Minar the
fundamental miscreants destroyed the flower vass contained in the Dais.



১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, স্বাধীনতার পরাধীন শক্তি ও তাদের সেনাবাহিনীর সার্বভৌমত্বের বিধি হাতে বেশ কয়েকটি শহীদ মিনার ভাঙুর করে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার কদুমতলা মাধ্যমিক স্কুলের ৪২ বছরের পুরোনো এই শহীদ মিনারটিও বিএসপি-জামায়াতের দুর্বৃত্তদের হাতের লিকার হয়।

19 February, 2014, the defeated power of Independent and their accomplices broke several Martyr Monuments in various places of the country. This 42 years old Martyr Monument of Jaduboyra High School of Kumarkhali Upazila of Kushtia was the target of attack by the BNP-Jamat culprits.



৪ মার্চ ২০১৩, স্বাধীনতাবিপ্লবী আন্দোলনের বিনাইসহের বিখ্যাত স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মরক 'ভাষ্য' প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ' ভাঙান করে তাতে আগুন দেয়।

The symbol of the liberation war's statuary namely "First Weapons Defendant" at Bishkhali in Jinidha was destroyed by anti-freedom-Jamat on the date of 4th March, 2013.



নাটোরের লালপুরের নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার, গত বছরের ৪ মার্চ মধ্যরাতে ভেঙে ফেলে কিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা

The terrors of BNP-Jamat broke Shadhi Miner of Government Primary School at Nayapara, Lalmonirhat in Nator on the date of 4th March in last year. 114



পাবনার চট্টমোহরে বোয়ালশারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি রাতের অঁধারে ভেঙে দেয় কিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা

In the darkness of mid-night, the BNP-Jamaat miscreants vandalized the Shaheed Minar of Boalmari government Primary School in Chatmohar of Pabna.



মৌলবানী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

মৌলবাদী দুর্ভুত্তর কুষ্টিয়া ও পাবনায় শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দিয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুষ্টিয়া, ২০
ফেব্রুয়ারি : কুষ্টিয়ায় বিদ্যালয়ের
শহীদ মিনার ভেঙে দিয়েছে
মৌলবাদী জামায়াত-শিবিরের
দুর্ভুত্তরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার
মধ্যাহ্নে জেলার কুমারখালী

১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি
১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

মমকাল



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি
১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

বর্তমান



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি
১৯৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

দুই স্কুলে শহীদ মিনার ভাঙুর



মৌলবাদী দুর্ভুত্তর শহীদ মিনার ভেঙে দেওয়া হয়েছে

শহীদ মিনার কাগজটির চেতনা, শক্তি ও অস্তিত্বের প্রতীক। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রাধিবেশে আগ্নেয়াস্ত্রের পরে প্রথম যে শহীদ মিনারটি নির্মিত হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে, সেটি বাতের
আগ্নেয় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এরপর ১৯৭১ সালের তাদের হাঙ্গামার লক্ষ্য ছিল শহীদ মিনার। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি তারা চড়িয়ে দিয়েছিল। বাঙালি স্কুলের ভেতরে ছেঁতে ছিনিয়ে এনেছে নিজে। ভেঙ্গে গেছে পাক হাঙ্গামারের অস্তিত্ব।
কিন্তু তাদের প্রত্যাশার এখনো সত্যি, এখনো তারা বাঙালির স্বাধিকার চেতনাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে চান। নতুন ভাষা আন্দোলনের শীর্ষ ছয় দশক পরও তারা শহীদ মিনারে হাঙ্গামা অব্যাহত রেখেছে। প্রত্যাশিকার প্রকাশিত সারা
দেশের বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনারে হাঙ্গামার খবর।

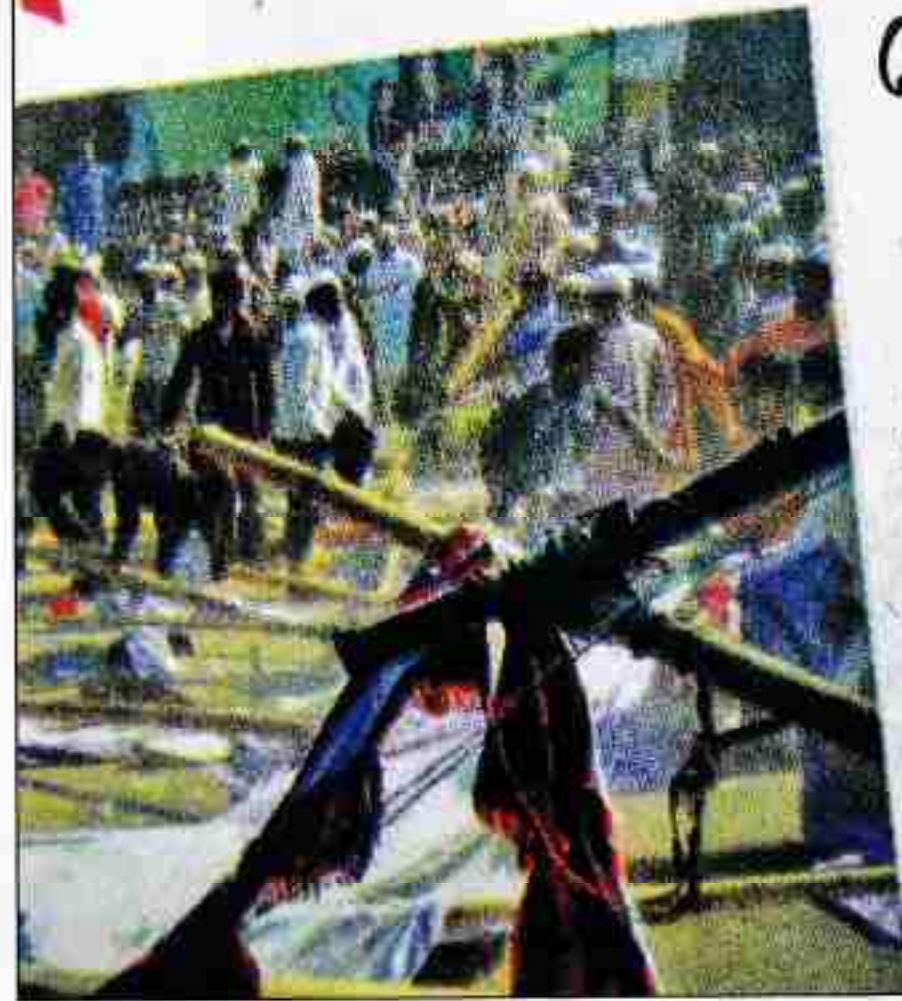
Martyr Monument is the symbol of consciousness, strength and existence of the Bengali nation. So, the West Pakistanis after throwing bullets on student procession on twentieth 1st February 1952 they smashed the first Martyr Monument, erected at Dhaka Medical College pavement in the dead of night. Then even in 1971 their target was Martyr Monument. They smashed the central Martyr Monument. The Bangali snatched away the victory in exchange of blood shedding from their chests. The existence of Pak attackers was floated. But, their ghosts are active still today; they are alert still today to mix in mud to the freedom consciousness of Bangali. They continue to attack in Martyr Monument even after six decades of grant Language Movement. News of attacking in Martyr Monuments in various places of the country published in news papers.



একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত কার্টুন

A cartoon which was published in a National Newspaper.

দেশ তাজব



জেলায় জেলায় শহীদ মিনার গণজাগরণ মঞ্চ ভাঙচুর জাতীয় পতাকায় আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক

সারা দেশে জামায়াত-শিবির ও সমমনা ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে পুলিশের সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনার, গণজাগরণ মঞ্চ ভাঙচুর হয়েছে, ছিঁড়ে পোড়ানো হয়েছে জাতীয় পতাকা।

ব্লগে কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সিলেটে জঙ্গি মিছিল করে শহীদ মিনারে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে 'জাগ্রত তৌহিদী জনতা'র ব্যানারে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।



শাহবাগের গণজাগরণে নামস্বামী সাহা
বাগদার পর জামায়াত-শিবিরের কর্মী
সময় অনেকের বসতঘরে আত্মন ধরিয়ে
হয়। আত্মনে ভিটামাটির সঙ্গে পুড়ে গেল
সুন্দীপ শীলের স্ত্রী নিপু শীলের (ওপরে)
গতকাল এক স্বজন তাঁকে সাক্ষ্য দিতে
কামায় ভেঙে পড়েন তিনি। পুড়িয়ে দেও
হয়েছে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের আলানী
গ্রামের বেশ কয়েকটি পরিবারের বসতঘা
(নিচে) ● ছবি: প্রথম আলো

শাহবাগের জাগরণ মঞ্চ থেকে হরতাল প্রতিরোধের ঘোষণা জামায়াত '৭১ সালের মতোই সহিংস আচরণ করেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজপথে অবস্থান নিয়ে দেশবাসীকে
জামায়াতের ডাকা হরতাল প্রতিরোধের ডাক
দিয়েছে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ। তবে
২৫ দিন ধরে চলা এই আন্দোলনের অহিংস
মনোভাব বজায় রাখার আহ্বান জানানো
যেছে। আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে
হিংসতা সৃষ্টিকারীদের আইনশৃঙ্খলা
কারী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন
। সমাবেশ থেকে বলা হয়, দেশে জামায়াত-শিবির
৭১ সালের মতোই সহিংস আচরণ করে
কাল ওরফার বিকেল ঘরে ঘরে



গণজাগরণ মঞ্চ

বিভিন্ন ছাত্র ও যুবসংগঠনের নেতার
মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের
ফাঁসির রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত মারো
থাকার ঘোষণা দেন। জামায়াত-শিবিরের
বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান
জানান তারা।
আগের দিনগুলোর মতোই
শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়
ইই বই



হিন্দু জনতার ব্যানারে একটি মিছিল থেকে গতকাল দুপুরে সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হামলা চালানো হয়।
সংস্কারীরা মিনারের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে বেদিতে থাকা পুষ্পস্তবক পদদলিত করে। ছবি: প্রথম আলো



বাড়ীতে পুলিশের
ঘর্ষে নিহত ২
সিটে ওলামা
র মিছিলে

সিলেটে শহীদ মিনারে হামলা-ভাঙচুর, গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক ও সিলেট প্রতিনিধি

জামায়াত-শিবিরসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দলের নেতা-কর্মীরা গতকাল ওকুবর সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছেন। এ সময় পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গুলিনিহত
২৭ জন।
শহীদ মিনারে

ধর্মভিত্তিক কং দল কাল দেশ হরতাল ডেবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

কাল রোববার সারা দেশে
সম্মত হরতাল এবং পরদিন
বিখ্যাত সমাবেশের কর্মসূচি
কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দল।

গতকাল বিকেলে রাজ
কামরাসীরাচরে জামেয়া
ইসলামিয়া মাদ্রাসার এক
সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলন
আমির শাহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ
ঘোষণা দেন।

‘বুগে আশ্রাহ, মহানবী (সো.
ইসলাম সম্পর্কে ঔদ্ধত্যপূর্ণ
এবং ইসলামি রাজনীতি নিষিদ্ধ
করা’র প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষো
সমাবেশে পুলিশ ও সরকারি দলে
সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে
কর্মসূচি দেওয়া হয় বলে সংবাদ
সম্মেলনে বলা হয়।

এ সময় ইসলামী ঐক্যজোটের
নেতা আবদুল করিম, খেলাফত
আন্দোলনের হাবিবুল্লাহ মিয়াজী,
মুজিবুর রহমান হামিনী, খেলাফতে
ইসলামীর ইয়াকুব গাজী, গণসেবা
আন্দোলনের ইমরান হুসাইন প্রমুখ
উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আহমাদুল্লাহ

The Daily Janakantha

★ ককটেল মেরেছে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় ॥ কালীমন্দিরে আগুন
★ ইট ছুড়ে হত্যা করেছে
ট্রাকচালককে ★ গণজাগরণ
মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়েছে



হরতালের ঢাকাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতদেহের সৎকার

শহীদ মিনার পুড়ল!



সংস্কৃত মৃতদেহের সৎকার করছেন মৃতদেহের পরিবারের সদস্যরা

হরতালের
প্রথম
দিন

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঢাকাতে মৃতদেহের সৎকার করা হয়েছে। মৃতদেহের পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহের সৎকার করেছেন।

শহীদ মিনার পুড়ল! শহীদ মিনার পুড়ল! শহীদ মিনার পুড়ল! শহীদ মিনার পুড়ল! শহীদ মিনার পুড়ল!

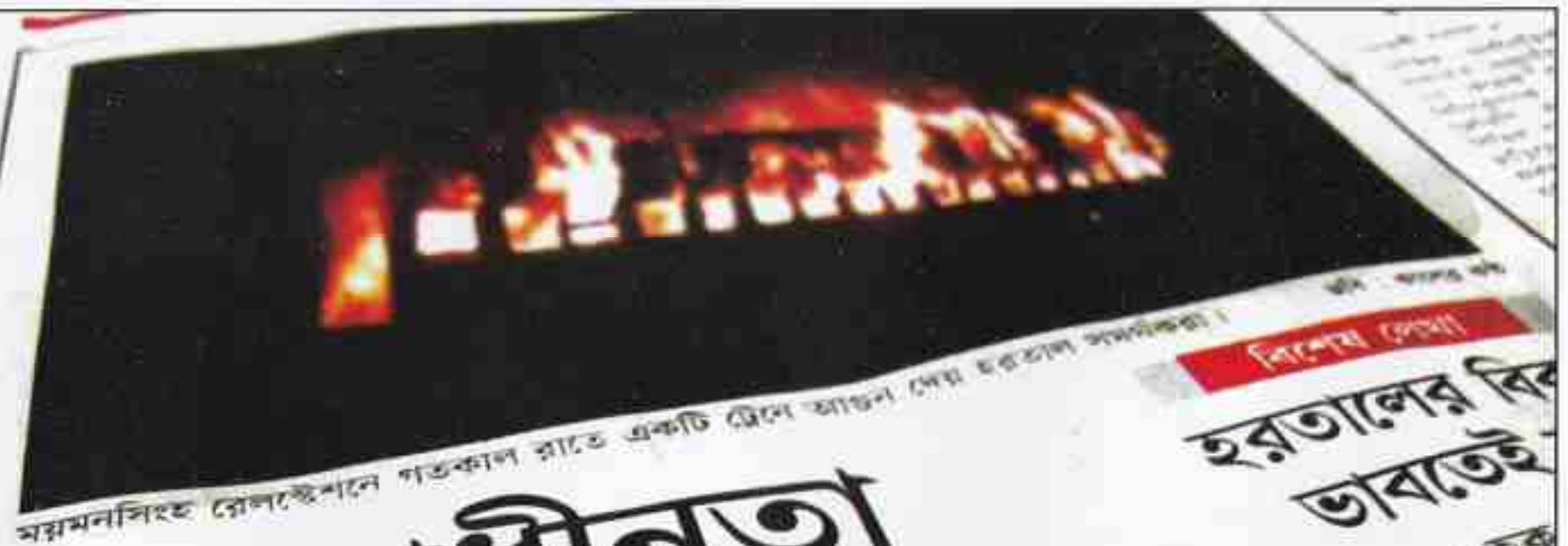
ককটেল মেরেছে মসজিদসংলগ্ন এলাকায় ॥ কালীমন্দিরে আগুন
★ ইট ছুড়ে হত্যা করেছে
ট্রাকচালককে ★ গণজাগরণ
মঞ্চ পুড়িয়ে দিয়েছে

হরতালের সন্ধ্যা পিকনিকের ট্রাকটিকে লক্ষ্য করে ইটপাথরের বিক্ষেপণ করে। এতে ট্রাকের সামনের গতি ভেঙে পড়ে যায়। ট্রাকের গতি থেমে গেলে লোকেরা ট্রাকের সামনে গিয়ে পৌরসভার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ট্রাকচালককে হত্যা করে।

বিকোরিত হয়েছে। এ ঘটনার খোঁজ এলাকায় হাড্ডি খনন করে। মৃতদেহের পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহের সৎকার করেছেন।

মণির দাবি ও
তায় ব্যাপক





ময়মনসিংহ রোলস্টেশনে গতকাল রাতে একটি ট্রেনে আগুন দেয় হরতাল সমর্থকরা।

বিশেষ পেগা

হরতালের বিরুদ্ধে
ভারতেই

স্বাধীনতা দিবসেও জ্বালাও পোড়াও

১৮ দলের ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু

ইমদাদুল হক
মহিলা পাণ্ডা
দৌড়তে এ
বাজতে
১০টার
তিনে

■ চারজন নিহত ■ শহীদ মিনার, গগনজাগরণ মঞ্চ, সাংবাদিক ও পুলিশ হামলার শিকার ■ কাল ৯ দলের হরত

[illegible]

জায়গা

আগুন,

୩

विषय सूची

WILEY

[illegible]

100-1000

100


1000

effort

11



www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

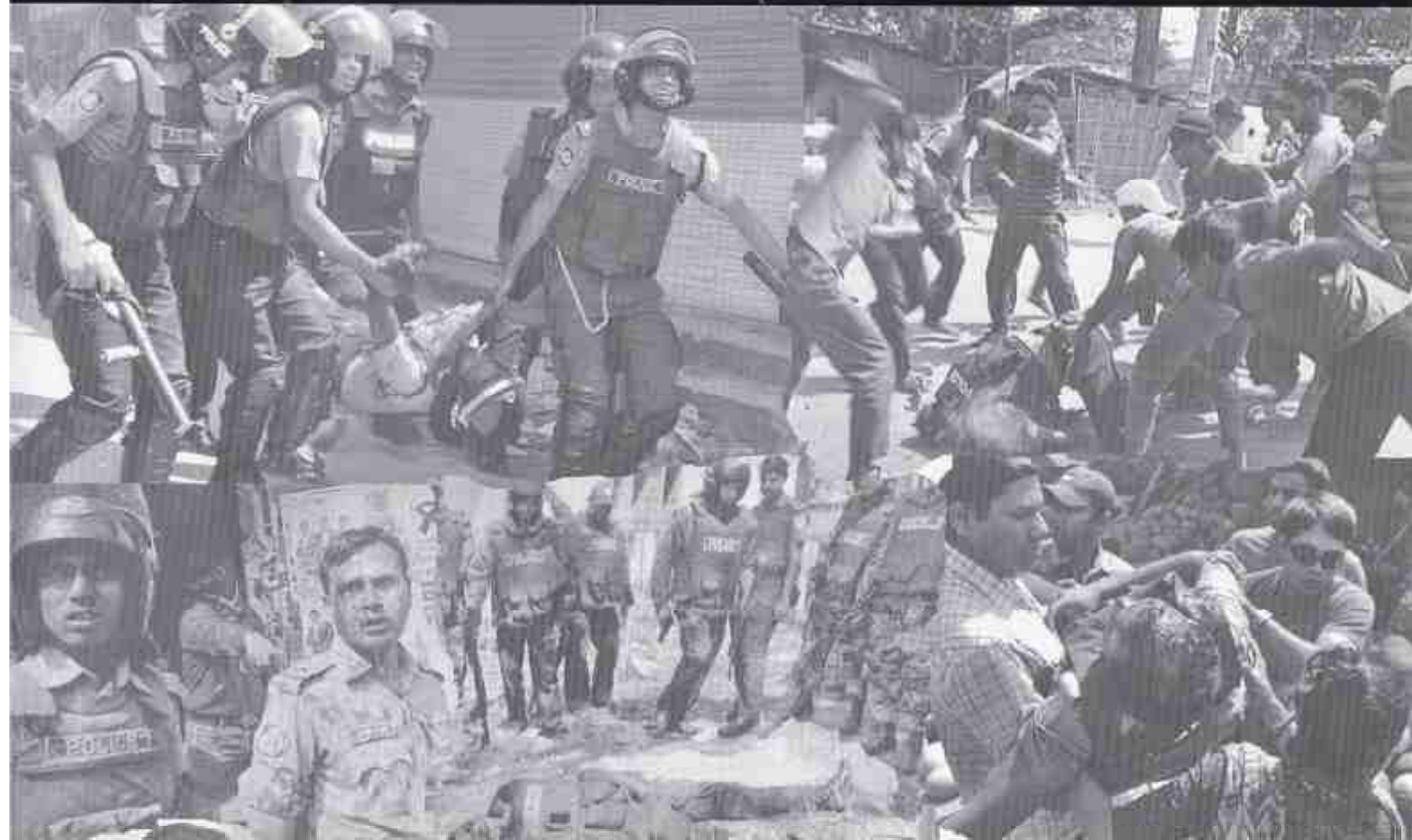
তার টার্গেট
দিকরা

কথা দাঁড়াল বিষ্ণু শাহবাগ

अभि : आचार्यः ।

ভাঙবের শিকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

Law Enforcers Face Brunt & Ravage



ঘটনা-১:

বাংলামোড়ে পুলিশের একটি বাসে ২০১৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর রাতে পেট্রোলবোমা ও ককটেল হামলা করে বিএনপি-জামাআত। সেই হামলায় আত্মে ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান ট্রাফিক সদস্য ফেরদৌস খলিল। এ ছাড়া দশ জন আরও দুষ্ট্রন।

ঘটনা-২ :

২৬ ডিসেম্বর ২০১৩, রাজশাহীতে পুলিশের একটি পাড়িতে বিএনপি-জামাআতের ককটেল হামলায় ঝলসে যায় ১০ পুলিশ সদস্য। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকায় হাসপাতালে মারা যান সিদ্ধার্থ চন্দ্র সরকার।

ঘটনা-৩ :

২৬ নভেম্বর ২০১৩ কুমিল্লায় পুলিশের ওপর হামলা চালায় জামাআত-শিবিরের কর্মীরা। বিএনপি-জামাআতের সহস্রাঙ্গীদেৱ জলি কনস্টেবল মাৎমুদুল হাসানের মাথার পেছন দিক দিয়ে ঢুকে বাঁ চোখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় সেই চোখ।

ঘটনা-৪:

১ এপ্রিল ২০১৩, সকাল ১০টায় রাজশাহী শহরে শিবিরে মিছিল থেকে অতর্কিতে হামলা করা হয় পুলিশের ওপর। এ সময় পুলিশ সদস্য জাহাঙ্গীরের ওপর শিবির সহস্রাঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হেলমেট দিয়ে তাঁর মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে। শুধু তাই নয়, তাঁর পিঞ্জলটি কেড়ে নিয়ে ইট দিয়ে তাঁর মাথার খুলিতে আঘাত করে বেঁতলে দেওয়া হয়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে শিবিরকর্মীদের নৃশংসতার শিকার হয় আরও তিন পুলিশ সদস্য।

উপরের ঘটনাজলো বিএনপি-জামাআতের অসংখ্য বর্বরতার কয়েকটি নমুনা মাত্র। এই বর্বরতা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসে যে বিএনপি-জামাআতের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বছরে জামাআত-শিবির ও হেফাজতের হামলায় নিহত হয়েছেন মোট ১৫ জন পুলিশ সদস্য। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরও ২ হাজার ৪০০ জন, যাদের মধ্যে ৩০০ জনের অবস্থাই গুরুতর। হাত, পা ও চোখ হারিয়ে চিরপঙ্গুত বরণ করে নিতে হয়েছে অজ্ঞাত দেশ জনকে।

রাজধানী ঢাকা বোঁকে গুরু করে সারাদেশেই পুলিশের ওপর হামলা ও আক্রমণ হয়েছে। আঙুন দিয়ে ছালিয়ে দেওয়া হয়েছে থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি। কেড়ে নেওয়া হয়েছে পুলিশের অস্ত্র। ইট দিয়ে বেঁতলে দেওয়া হয়েছে পুলিশের মাথা। পেট্রোলবোমা মেরে খুন করা হয়েছে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের।

Incident: 1

Terrorists of BNP-Jamaat alliance attacked with bomb, cocktail and set fire to a police bus in the night of 24th December, 2013 at Banglamotor area of the capital. Ferdous Khalil, a member of traffic police was severely burnt in that incident and died on the spot. Two other policemen also received severe burn injuries.

Incident: 2

On 26th December, 2013, a police vehicle came under attack by the BNP-Jamaat hooligans in Rajshahi who had charged crude bombs leaving 10 policemen severely burn injured. Shiddhartha Chandra Sarker, a police constable was taken to Dhaka for treatment but he succumbed to his injuries.

Incident: 3

Jamaat-Shibir terrorists swooped on policemen in Comilla on November 26, 2013. The terrorists opened fire and a police constable Mahmudul Hasan was bullet hit with his left eye totally damaged totally forever.

Incident: 4

A procession of Islami Chhtra Shibir at around 10am in the morning on April 1, 2013, suddenly became furious and attacked policemen. A gang of Shibir men swooped on constable Jahangir and relentlessly hit him with helmet. They took away his pistol and his head was smashed with brick. As three other policemen tried to save their fellow, they also came under attack.

The incidents are nothing but a few samples of barbarism by the BNP-Jamaat alliance. Such coordinated attack made one thing very clear that the law enforcement agencies were one of the prime targets of the terrorists of the BNP-Jamaat alliance.

In between January and December of 2013, a total of 15 policemen were killed in the hands of BNP-Jamaat evil alliance and their fellow Hefajate Islam. Besides, some 2,400 members of the law enforcing agencies were injured with over 300 of them severely injured. Over 150 members of the law enforcing agencies lost their eyes, limbs and hands and became lame forever.

The policemen were targeted and attacked everywhere across the country from the capital to rural areas. Many police stations and outposts were set on fire and on many occasions, the terrorists snatched away the arms of the police. Heads of policemen were smashed with bricks and stones and petrol bombs were hurled at them. Burnt in flames, many policemen were killed.

কী অপরাধ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর? কেন তাদের ওপর এই আক্রমণ?

একটি দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সেই দেশটি ধ্বংসের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এজন্য প্রয়োজন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদের মনোবল নষ্ট করে দেওয়া।

বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও বার্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করতে ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরির মাধ্যমে মুক্তাঙ্গরাধীদের স্বপ্নের অঙ্গুষ্ঠায় এই কান্ডটি করতে চেয়েছিল কিএনপি-জামাত। কিন্তু কিএনপি-জামাত সম্রাসীরা জানে না এভাবে দেশেতে উদ্ভূত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মনোবল কখনোই ভেঙে দেওয়া যায় না। আর একথাটিই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে শহীদ পুলিশ কনস্টেবল মফিজুর রহমানের ছেলে মো, পারভেজের কণ্ঠে “বাবাকে আর পাব না, এর চেয়ে কষ্টের আর কিছু নেই। তবে পর্ব হয় এই জেনে যে আমার বাবা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।”

But what was the fault of the law enforcers? Why such planned and coordinated attack on them?

It is very simple that if the law and order situation deteriorates, there is nothing left for destruction of a country. Moreover, members of the law enforcement agencies were targeted and attacked so that their strength is challenged and they become morally weak.

The BNP-Jamaat evil alliance did this to save the accused in war crime charges by destabilizing the country and creating anarchy so that Bangladesh becomes ineffective and a failed state.

But the BNP-Jamaat evil alliance made a mistake that when a law enforcement agency is motivated by patriotism and work hard, their mental strength cannot be carved or broken. And such spirit has been reflected in words of Mohammad Parvez who is the son of martyr police constable Mafizur Rahman: “I will not get back my father. It is very painful to say and there is nothing more painful to bear such a loss. But I am proud that my father sacrificed his life for the country.”



২০১৩ সালের ১ এপ্রিল রাজশাহী শহরের শালবাগান এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশের এক উপপরিদর্শককে প্রচণ্ড হামলাধায়ে পিটিয়ে ভরতের আহত করে তার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয় ১৮ মনের সন্ত্রাসীরা।

ইনসেট (ওপরে) এএলআই অজম মাহমুদ, (নিচে) মাঝে খেঁতলে মেজর পর অজম মাহমুদ

The 18-alliance rogulsh snatched away arms after seriously injuring a sub-inspector in duty of police in open high way in the area of Shaibagan of Rajshahi town on 1st April, 2013 last.

In inset (upper) ASI Ajam Mahmood and (lower) Ajam Mahmood after injuri





১০ নভেম্বর ২০১২, রাজধানীর কওরান বাজারে বর্তমান পুলিশ সদস্য আব্দুল আজিজের ওপর শিকড়ের ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে তাকে আহত করে

The cadre of Sibir seriously injured in-duty police member Abdur Aziz after attacking in Kowran Bazar of the capital on 13 November, 2012.



রাজধানীর উত্তর বাজার ২০১০ সালের ৬ ডিসেম্বর আনিস্‌সাৎ-শিবিরের ক্যাডাররা পুলিশের পিকআপ ভ্যানের আগুন জ্বালিয়ে দেয়

The cadre of Jamat-Sibir set fire on pick-up van of police in North Badda of the Capital on 6 December, 2013.



মুতাপরমের দায়ে আত্মহত আমির গোলাম
আমমের রায় ঘোষণার পর ২০১৩ সালের ১৪
জুলাই রাজধানীর বিজয়নগরে খাটিকা মিছিল
করে জামায়াতের সহপনিত্ত কর্তব্যকত পুত্ৰিশের
ওপর হামলা চালায়। উপস্থিতনিক বকিবুল
ইসলামকে তার বখড়ক মারপিট করে

After judgement of Golam
Azam, Amir of Jamat, in charge
of war crime the cadre of Jamat
derived evere panicky activities
in the capital on 14 July 2013.
Police was victimized by affack
while they were going to resist
then for the protection of lives
and security of the people. The
terrorist of Jamat affacked on the
police on-duty after driving
sudden procession at Bijoy Nagar.
In this event they sticked Sub-
Inspector Rafiqul Islam seriously.



কুষ্টিয়া শহরে রাজশাখে মুখ বুঝে পড়ে আছেন যন্ত্রণাকাতর এক পুলিশ সদস্য। কুষ্টিয়া শহরের মজুমপুরে জামাআত-শিবিরের সন্ত্রাসীদের বাধা দিও গেলে ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর তারা পুলিশের ওপর বর্বর হামলা চালায়।

A pain-stricken member of the police force lying flat on a street of Kustia. While resisting the Jamaat-Shibir terrorists at Nazampur, Kustia, they made this barbarous attack on the police on 5 November 2013 last.



৬ নভেম্বর ২০১২, রাজশাহী শহরের জিরো পয়েন্টে কর্তব্যরত পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বেধড়ক পেটায় আঘাত-শিকার কর্মীরা
6 November 2012. Jamat Sibir cadre stricked randomly after attacking on-duty police in zero point of Rajsahi Town.



মুদ্রাপত্রটি দেলাওয়ার হোসাইন সইয়দীর বিচারের সময় ঘোষণার পর ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সারাদেশে জামাত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক সন্ত্রাস ও ধ্বংসের চেষ্টা করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তারা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামদাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে ফাঁড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারা চার পুলিশ ও অওয়ামী লীগের দুই কর্মীকে হত্যা করে।

After declaring judgment of trial of war criminal Delwar Hossain Sayeedy the terrorists of Jamat-Sibir driven panic and devastation all over the country from February 2013. 28 February They burnt outpost after attacking Bamandanga Police outpost of Sundarganj Upazilla of Gaibandha. They killed 4 police and two Awami League workers.



রাজধানীর কাকরাইলে জামায়াত-শিবিরের সদস্যরা পুলিশের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয় এবং পুলিশকে বোম্বড়ক মারপিট করে
The Jamaat-Sibir terrorists burnt motor cycle and striked police randomly after attacking suddenly on Police in Kakrai of the Capital.



শিবিরে কাডাকলের বেলা হামলায় মুই হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পিএসআই মকবুল হোসেনের। গত ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ রাজশাহী শহরের রানিবাজার এলাকায় শিবির কাডাকলের হামলার শিকার হন তিনি।

Wrist of tow hands of PSI Makbul Hossain isolated at the bomb attack of Sibir cadre. He was victimized by attack of Sibir cadre in Ranibazar area of Rajshahi town on 31 March, 2013 last.



২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, মুম্বাইরাজে জামাতাত সাইদীয়া ফাঁসির রায় ঘোষণার পর বিকেলে ঐখোয় নগরীর কাসির নেমিবি মোড় থেকে চট্টেশ্বরী গড়ক এলাকায় জামাতাত-শিবির তাকব চালান। তারা ফলফলন, মোকাদ্দলার ও ফকরা প্রতিষ্ঠানে জামাতাত ও অগ্নিসংযোগ করে (১) জনগণের নিরাপত্তায় পুলিশ এগিয়ে এলে সরাশীসের দফায় দফায় সংঘর্ষে এই এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছড়িয়ে পড়ে অতর্ক (২) সংঘর্ষের সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পটিকেল ও গুলি ছোড়া হয়। ছবিতে এক শিবির ক্যাডারকে অস্ত্র ধরে করতে দেখা যায় (লাল গোলা চিহ্নিত)

After declaration of death sentence to Sayeedy of Jamat in charge of war crime Jamat-Sibir driven fury in Chatterswari area from Kazi Deul Square of Chittagong town evening on 28 February, 2013. They led crack down and set fire to vehicles, shops and business organization (1) when police came forward for the security of the people that area was turned into warfield by repeated attacks of the terrorists. Panic spread over (2) At the time of collusion brick and stone and bullet were thrown targeting police. A Sibir cadre is seen in the picture opening arm (red circie)





২ মার্চ ২০১৩; হুজুংল চলাকালে রাজধানীর শাকিলনগরে পুলিশকে লক্ষ্য করে হেটেল ঘোড়ে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। ছবিতে বাঁদিকের লম্বা বাক্সে সজ্জিত একটি হ্যান্ডগ্রেনেড।

The BNP-Jamaat terrorists opened grenade targeting police in Sanilnagar of the Capital during strike on 2 March, 2013 there is a non-explosed hand grenade seen in the picture.



৩ মার্চ ২০১৩, জামাত-শিবিরের কর্মীরা চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার জোরগাং চৌধুরীঘাটে হাইওয়ে পুলিশের একটি ভ্যান জ্বালিয়ে দেয়

On 3rd March, 2013 Jamat-Sibir cadre burnt a van of Police in Joragang Chowdhury Hat Highway of Mirsarai Upazila of Chittagong.



রাজধানীতে পুলিশ ভ্যানে অতর্কিতে হামলা

Sudden attack in Police van
in the Capital.



রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের একটি আর্মড ক্যারিয়ারে
হট ছুঁড়ছে এক জামাতকর্মী

A Jamat cadre is throwing brick in a armed carrier of Police in
Jatrabari in the Capital.



১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩, যুদ্ধাপরাধী কাদের মোতার কাসির
রায় দেওয়ার পরই চট্টগ্রামে জ্বলি রোডে ফিএনপি-
জামাতের সহসীরা পুলিশের একটি ভ্যান জ্বালিয়ে দেয়

17 September 2013: Right after
announcement of the death sentence for
Abdul Quadir Molla, a war criminal of
1971 the BNP-Jamaat miscreants set fire
to a police van standing on Jubilee Road,
Chittagong.



ঝিগাইন্দহের হরিশাকুন্ডে বিএলপি-
জামা'তের সহযোগীদের হামলায় নিহত
পুলিশ কনস্টেবল ওমর ফারুকের
নিহত দেহের পাশে সহকর্মীরা

Colleagues stand in
despair around the dead
body who succumbed to
death attacked by the
BNP-Jamaat miscreants in
Harinakundu of
Shenaidaha.



২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, বাম্বার্নীর বায়তুল মোকাররম এলাকায় জামাতি-শিবিরে অগ্রাঙ্গীদের হামলায় আহত হন কর্মরত কং পুলিশ সদস্য

22 February 2013: Many constables of the police on duty was injured while on duty near the Baitul Muqarram area of the capital when attacked by the miscreants of the BNP-Jamaat combined.



২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, মানিকগঞ্জের সিদ্ধাইরে
কিছনপি-আমাতের সহস্রাঙ্গীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে
পুলিশের ওপর হামলা চালান

The miscreants of BNP-Jamaat launched an
attack on the police force with sharp weapons.



৬ মে ২০১৩, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরায়ে হেফাজতের হামলায় প্রকৃত আহত হল এক পুলিশ সদস্য। পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়
A constable of the police was totally injured when Helazate Islam activists attacked him in Siddhirganj of Naryanganj. Later he succumbed to death in the hospital.

২৮ নভেম্বর ২০১৩, সিলেট-জামায়াত জোটের ভাৰ্কা অঞ্চলোৱা চলাকালে ৰাষ্ট্ৰধৰ্মি
 তায়াপটনে বিএনপি কাৰ্যালয়ৰ সামনে এক পুলিচ কনষ্টেবল গালে
 কনষ্টেবল হোৱা সন্ধানিত

28 November 2013: Miscreants hurled a homemade
 handbomb targeting a constable of the police on
 front of BNP office at Naya Pallan during blockade
 called BNP-Jamaat combined.



সিলেট বিএনপি-জামায়াতৰ সন্ধানিত
 একটা পুলিচ বাছ জ্বলিছে দেৱ

In Sylhet, miscreants of BNP-Jamaat
 set fire to a police van.



১১ মার্চ ২০১৩, রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের সমাবেশ থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকল ছুড়ছে সহিংসরা
The terrorists are throwing brick and stone targeting police from the gathering of 18-alliance party under the leadership of BNP in Nayapaltan of the Capital on 11 March, 2013.

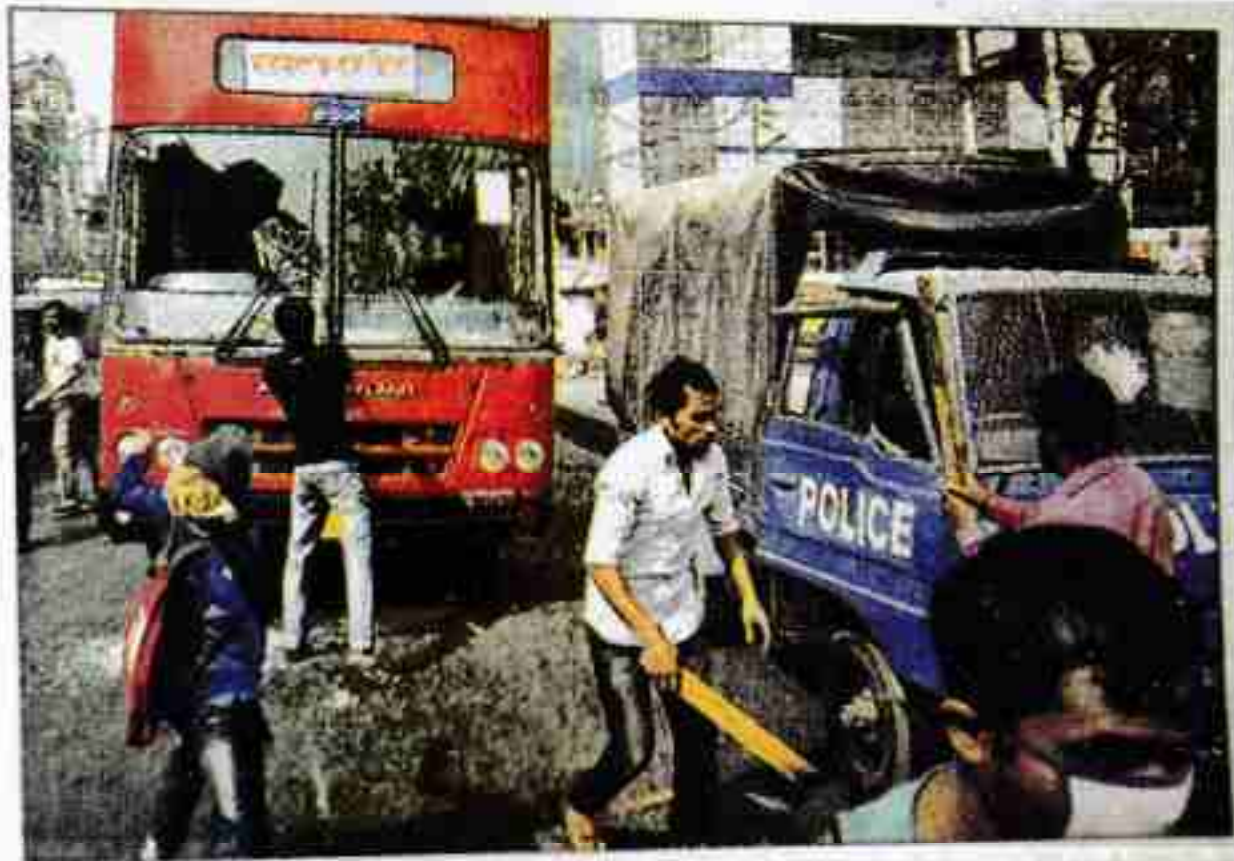
দিশাহীন জামায়াতের নাশকতা

ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ■ গাড়ি ভাঙচুর, গুলি, ককটেল
বিস্ফোরণ ■ পুলিশসহ গুলিবিদ্ধ ১৫, গ্রেপ্তার ৭৩

নিজস্ব প্রতিবেদক •

মাত্র ক'দিন আগেই কর্তব্যরত পুলিশের হাতে রক্তশোষণকারী স্টিক দিয়ে সৌহার্দ্য দেখায় জামায়াত-শিবির কর্মীরা। তাদের সেই হাত ফুলের বদলে বারুদ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশের প্রতি। ফিরে যায় পুরনো চেহারা। গতকাল দুপুরে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে যখন যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি লাগে কঠোর ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানীর মতিঝিল ও কাওরানবাজার ও আশপাশ এলাকায় ব্যাপক তাওব চালায় জামায়াত-শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা। সংঘর্ষকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে পুলিশের এক সহকারী কমিশনারসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। তাদের

একশর পক্ষ ১, কলাম ৪



কাওরানবাজারে গতকাল জামায়াত-শিবির কর্মীদের পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর • আমাদের সময়

[illegible]

রাজশাহী শহরের রানীবাজার এলাকায় গতকাল সকালে শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় মহানগর পুলিশের উপপরিদর্শক মকবুল হোসেন গুলতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বোমা বিস্ফোরণে তাঁর ডান হাতের কবজি ও বাঁ হাতের তিনটি আঙুল উড়ে গেছে। ছবি : শহীদুল ইসলাম

বোমায় কবজি গেল পুলিশের

अथ अतिथेयम्, साधनाय ॥

১৮ আঘাতে রাজশাহীতে মহানগর পুলিশের
বিশেষ মকবুল হোসেনের (২১) হাতের
উত্তে গেছে। গতকাল রোববার সকালে
১৮-শিবিরের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এ ঘটনা
ঘটেছে পুলিশের আরও ছয় সদস্যের উভয়
হাত ও ২২ জন আহত হয়েছে।

পুলিশের ওপর শিবিরের হামলা

রাজশাহীতে ছয় পুলিশসহ
আহত ৩২ জন

শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে সোমের বেশ কিছু
স্পিন্ডার অপর্যায়ন করা হয়েছে।

মক্কাতে হোমেন নগরের মতবার
একজন শিক্ষাবিদ উপস্থিত
করে আসে। হোমেন নগর
করে আসে। হোমেন নগর
করে আসে। হোমেন নগর

[illegible][illegible]

স্বদেশ সেবা: প্রতিদিন
মৌলিক সামগ্রিক অধিকার
করি, অধিদপ্তর অধিকার
পারে না। এ প্রতিষ্ঠান
অধিদপ্তর নেরে অধিকার
স্বদেশ সেবা

মছে না জামায়াত-শিবির ■ মাঠে বিএনপিও ■ বেসামাল পুলিশ ■ নিহত ৬, আহত শতাধিক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের নতুন সরকারে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের নতুন সরকারে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশের নতুন সরকারে নতুন নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।



আজ্ঞা ও আশীর্বাদ জামাতার হস্ততাল। এর পরদিন হস্ততাল ডেকেছে বিএনপিও। গতকাল রাজধানীর বেইলি রোডে পুলিশ অ

জাতিসংঘ

জাতিসংঘ

পুলিশের শরীরে শিবিরি তাণ্ডব

- হেলমেট ও ইটে মাথা ঘেঁতলে দিল আরেক এসআইয়ের
- বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, আগুন



কালের কন্ঠ ডেস্ক >

রাজশাহী নগরীর শিবিরের ভাঙে অসহযোগতাবাদে লিগেট। সেখানে নেত্রী পুলিশের এক এসআইয়ের হাতের একটি উড়িয়ে দেওয়ার মতো এক মিনিট ব্যবধানে পতাকাও লম্বাকার আরেক এসআইকে হেলমেট ও ইটে দিয়ে শব্দপূর্ণি আঘাত করে মাথা ঘেঁতলে দিয়েছে শিবিরিরা। বেসিহিন্দন ও সাংবাদিকদের অনেক ক্যামেরার মতো পুলিশ ছাড়াপারটিকে বেধেচুক শিড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় তাঁর কোমরে কোমরো পিত্তাটিও নিয়ে। তার। এরপর হুটীয়ে এক নারী ঘুরে এসে রক্তে ভেসে অবস্থায় পড়ে থাকে পুলিশ সদস্যটির মাথা তুলে পোক তাকাতকি করতে থাকেন এক সাংবাদিকদের রক্তাক্ত অস্তিত্বিকণা জানিয়ে টিকে হাসপাতালে ন।

শে সন্ধ্যার নিকে নগরীর শালবাগানে রাস্তার ও হার শিকার হন এসআই (উপপরিদর্শক) জাহাঙ্গীর (৩৯)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে রী মেডিকালে কলেজ হাসপাতালে (গ্রামের) নেওয়া হয় বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে তাঁকে ডাকার ও সাময়িক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পতাকাও দেশের আরো কয়েকটি স্থানে শিবিরের লিগেট হারো পাল্টাআক্রমণ হয়। শিবির বেশ পাল্টা আক্রমণ করে ও আগুন দেয়। অীতাক্রমণে রিকার শিরে শিরে পাল্টাআক্রমণ নিহত হয় এক

রাজশাহী প্রতিবেদক নগরীর শালবাগানে ঘটনার কলিয়া জননে, সকাল সাড়ে ১০টার র্ ৩টি এসআইকে মিলিয়ে ধরে করে। তারা নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মাথোঁ জড়িয়ে পড়ে। লোক আরো ৩০ পুলিশ সদস্য আঘাত হন। লুটীকন পরিষ্কার রক্তমাংসে (৩৯) ও শব্দিকুল মক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের ক্ষতিলেজর আঘাতের লক্ষ্য হয়েছে। পুলিশের ও মাথোঁ ১৫ শিবিরিকণীও আঘাত হয়। লোক হাসপাতাল ভর্তিও পাল্পের হতভালার

কালের কন্ঠটি বিভাগের ডিভিসক সি হাসান, জাহাঙ্গীর হাসানের ভাঙে হারো কালকণী ৩৯ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ন



রাজশাহীতে পতাকাও পুলিশ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীরকে ধরে মাথা ঘেঁতলে দেয় শিবিরের সহযোগীরা (ওপরে), পিছত ও হেলমেট কেড়ে নেয় লুন্ডন (নিচে বাঁয়ে), মাটিতে পড়ে গেলে তাঁর ওপর লাফিয়ে ওঠে এক ক্যাডার।

বিভিন্ন প্রতি
নতুন পত্রিকা
কেন্দ্রীয়
সামনে
সেখানে
প্রতিবেদক
ছিনটী প
সেইর
ককটিলে
খটিনো
রাত
সেখানে
মিয়ার
ক্যাডার
পুলিশ
এ সময়
লুন্ডন
সমাবে
পাল্টা
ক্যাডার

সমকাল

প্রথম আলো



শিবির ভয়ঙ্কর

পুলিশের অসহ্য নির্যাতন
কমরেট বরফার নির্দেশ

শান্তিপূর্ণ সংমার্চে বাধা নেই
বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা

আজকের দিনে শান্তিপূর্ণ সংমার্চের আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশের অসহ্য নির্যাতন এবং কমরেট বরফার নির্দেশের কারণে শিবিরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সংমার্চে বাধা নেই, কিন্তু বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশের ওপর আতঙ্কিত নাগরিকের হুমকি

ইউ এ ডায়ালগে নিউ ক্যাডেটস অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্টাডিজ

শান্তিপূর্ণ সংমার্চের আয়োজন করা হয়েছে। পুলিশের অসহ্য নির্যাতন এবং কমরেট বরফার নির্দেশের কারণে শিবিরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সংমার্চে বাধা নেই, কিন্তু বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফিল্মইভেন্ট

একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে পুলিশের অসহ্য নির্যাতন এবং কমরেট বরফার নির্দেশের কারণে শিবিরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

আমাদের সমস্যা

www.dainikamaderashomoy.com

ধারাবাহিক সহিংসতা

পুলিশের শরীরে শিবিরি তাণ্ডব

পুলিশের অসহ্য নির্যাতন এবং কমরেট বরফার নির্দেশের কারণে শিবিরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সংমার্চে বাধা নেই, কিন্তু বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আগুনে পোড়ে লাখো শিশুর স্বপ্ন

Dreams of Millions of Children Burnt to Ashes



তীব্র শীত। তারপরও শীতকে অগ্রাহ্য করেই সকালে উঠে নতুন বছরে নতুন বই নিয়ে ফুলে আসে শিক্ষার্থীরা। কিন্তু এসে দেখে পুড়ে আছে তাদের প্রিয় স্বপ্নঘরা স্কুলটি। ক্রাস করত এসে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায় তারা। উদাস মনে তাকিয়ে থাকে পুড়ে যাওয়া স্কুল ভবনটির দিকে। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে তাকাতে চোখ ভিলে স্বাপসা হয়ে আসে। সেই স্বাপসা চোখেই তাকিয়ে দেখে সাজানো চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চগুলো কয়লা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আগুনে পোড়া টিনগুলো কোথাও কালো, কোথাও বা বাদামি রঙের হয়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

এভাবেই পুড়েছে লাখ লাখ শিশুর স্বপ্ন.....

পরিকল্পিতভাবে কেরোসিন কিংবা পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে সারাদেশে ৫৬৮টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পুড়িয়ে দিয়েছে কিএনপি-জামাত জোট। এর মধ্যে রয়েছে দেশের ৩২টি জেলায় ৪৪৩টি প্রাইমারি স্কুল, ৮৭টি হাই স্কুল, ২৬টি মাদ্রাসা এবং ১২টি কলেজ। ভবনের পাশাপাশি এ আগুনে পুড়েছে চেয়ার টেবিল, বেক, শ্রেণীকক্ষ, সেই সঙ্গে ভস্মীভূত হয়েছে বই, ফুলের গুরুত্বপূর্ণ নথি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, কেন এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোড়ানো হলো? শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংসের কেন এত আয়োজন?

কেন পোড়ে কোটি কোটি শিক্ষার্থীর স্বপ্ন?

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডটি যদি ভেঙে দেওয়া যায়, তাহলে সেই জাতিকে দ্রুত ধ্বংস করা সম্ভব। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল। তাদের সেই অতর্কিত তৎপরতা এখনো চলছে।

সেই অতর্কিত তৎপরতার অংশ হিসেবেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর কিএনপি-জামাতের এই আঘাত। একটি স্বার্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে কিএনপি-জামাত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করেছে, তার থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারও রেহাই নেই।

Defying bitter wintry morning, children in many rural areas came to school with new books in their hands. But what they saw in place of their school had been horrific. Their schools were burnt to ashes. Instead of attending classes, they run helter-skelter. Their blank eyes search for answers. Many of them burst into tears seeing such a scene. The chairs and tables, benches and everything became charred coal. Corrugated fins were blackened and curved.

That is how dreams of millions of children were burnt and then faded away.

In a planned way, some 568 schools, colleges and madrassas were set on fire using petrol or kerosene by terrorists of BNP-Jamaat alliance. Of these, there were 443 primary schools, 87 high schools, 26 madrassas and 12 colleges in 32 districts. The buildings and everything inside from chair-table to benches were burnt. Thousands of books and school documents were gutted.

A natural question may come from any conscious mind: why educational institutions were targeted? Why such a devastation to destroy the education system?

Education is considered as the backbone of a nation. If that backbone is hit and broken, the nation will be crippled and destroyed subsequently. In the war of liberation in 1971, the Pakistani military had destroyed the education system. With their well-organized execution of intellectuals, the aim was nothing but to make Bangladesh subservient. Such evil plan still continues.

As part of that evil design, the BNP-Jamaat alliance has attacked the education system of the country so that Bangladesh becomes a failed and ineffective state. Children of this country had to suffer a lot for their misdeeds and their education was not spared.

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দশম সংসদ নির্বাচন বর্জনোর ভাষে নেওয়ার পর ছোট্টা আগুন মিল ৪ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১১১টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় আতন দেওয়া হয়েছে। দেশের ৩২টি জেলার এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছোট্টোকেস্তু স্থাপন করা হয় বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে এই নারসকতা করে।

When BNPChairperson Khaleda Zia called for avoiding 10th National election, on the previous day of election 4th January 2014 around 111 school, college and madrasa was fired. In 32 district of country BNP-Jamayat terrorists did the act with planning.



৩ জানুয়ারি ২০১৪, দশম আতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেখাতে ফেনীর নির্বাচনী কেন্দ্র জয়লক্ষ্য পূর্ব চন্দ্রপুর গজারিয়া আদর্শ একাডেমিতে আতন দেওয়া হয়। পুড়ে যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির নানা-আনালা, শিপদের কীখাতাও

The East Chandrapur Gozaria Adarsha Academy was burnt on 3rd January 2014 to stop the 10th National election at Feni as it was selected as vote center. All the furniture and books of student were burnt then.



এটি একটি স্কুল। আগুন পুড়িয়ে স্কুলটির এই মশা কয়েক বিঘনকি সেতুদুপটন ১৮-মল্লীয় জেটি। রাজশাহীর বাঘা-চারঘাট এলাকার কাশানিলাকা 'জলন' পিক বিদ্যালয়টি তারা পুড়িয়ে মে ৪ জানুয়ারি ২০১৪

This is a school. The 18 party coalition of BNP burnt the school. They have burnt the Kaladipara Adarsha High School of Bagha-Charghat area of Rajshahi on 4th January 2014.



স্কুল এসে হতবিস্ময় হয়ে পড়ল। ৪ জানুয়ারি ২০১৪ রাতে তাদের স্কুলটি দ্বান্দিয় সৈয় বিএনপি-জামায়াত স্বেচ্ছা বারোয়ারা

The children are speechless when they arrived at school. The school was burnt to ground by the BNP-Jamayat Cadres on 4th January 2014 at night



পুড়ে ছবি হয়ে গেছে আসবাব। স্কিনবিম্বেরে কোচাঁদপুর উপজেলার মামুন্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটের দিন ৫ জানুয়ারি ২০১৪ ঘটন মো বিএনপি-জামায়াত

All the furniture are burnt to ash. To stop the election on 5th January 2014 BNP-Jamayat burned the Mamundia Government Primary School, of Kotchandpur, Jhainadah district to stop the national election.



পুড়ে যাওয়া টিনের ঘরটিতে সন খারাপ করে ইতকত জেগাফোঁড়ার কথা ছিল না এই শিশুদের। বই নিয়ে এই ঘরটিতেই ক্লাসে থাকার কথা ছিল তাদের। শিশুদের প্রিয় এই বিদ্যাপীঠে আগুন দিয়েছে বিএনপি-জামায়াতের সহযোগীরা। ২ জানুয়ারি রাতে ফেনীর দাপনমুড়া উপজেলার গজারিয়া আদর্শ একাডেমি সহ আরও পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

The children are moving around the burnt tin shed of school. They were supposed to sit there for class with books. The BNP-Jamayat Cadres have burned the Gozaria Adarsha Academy and other five school of Feni, Daganvuhla Upozila on 2nd January night. On 5th January this school was supposed to be a vote center of National Election.



নির্বাচন প্রতিযোগিতার নামে কিনিদিয়াতের সৈনিকুলায় এই জুলটি পুড়িয়ে দেয় সন্ত্রাসীরা

The terrorists made fire in this school at Solikupai in Jinidha in the name of defending the election.

দিনাজপুর সদর উপজেলায় বড়হিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি অগ্নিসংকট প্রেক্ষাপট।
বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডাররা বিদ্যালয়টিতে অগ্নিসংযোগ করে

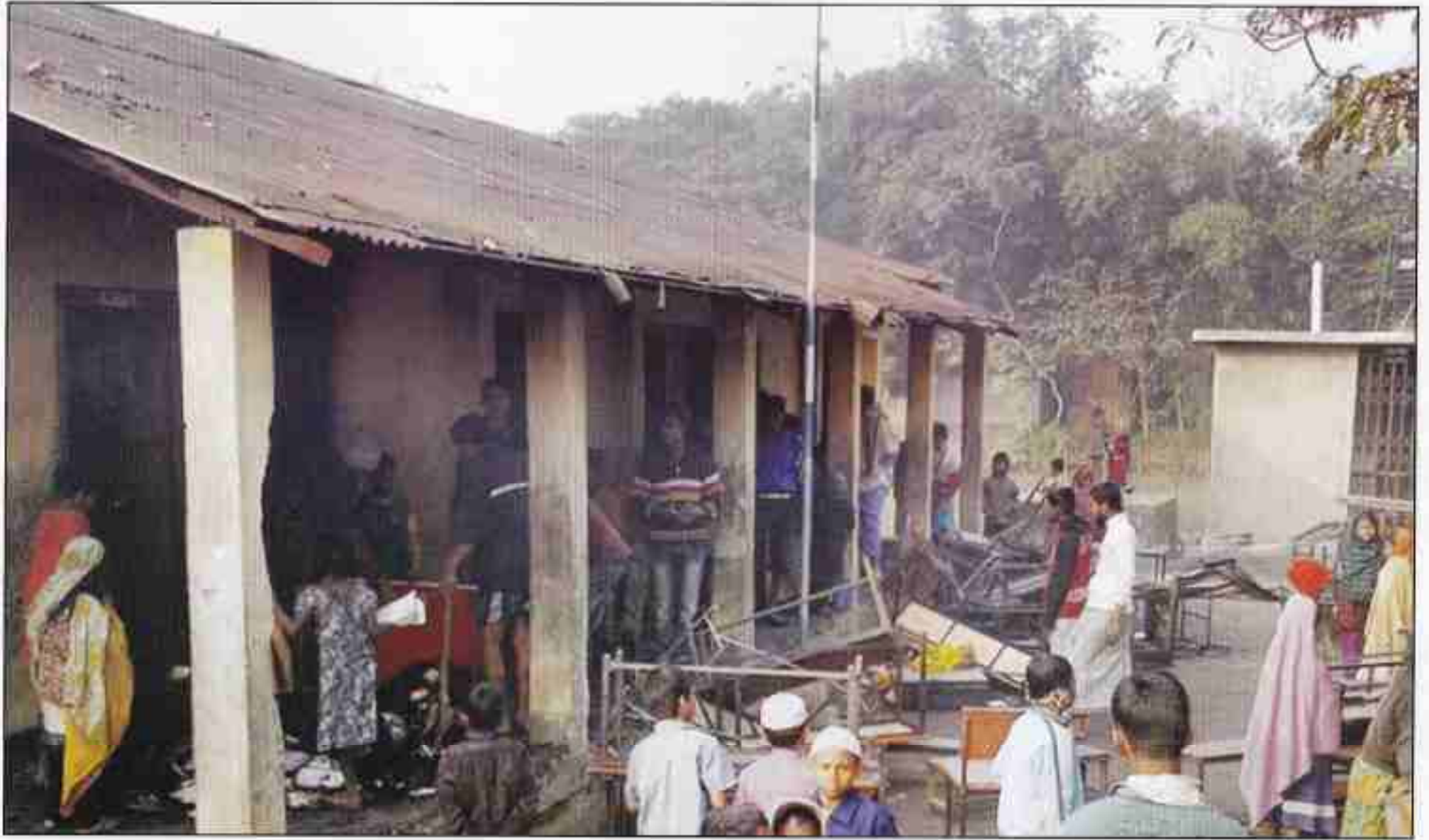
The scene of a fired classroom of Borail Government Primary School at Sadar Upazila in Dinajpur. The cadres of BNP-Jamat made fire in this school.





পুড়ে ছবি প্রাথমিক শিক্ষার বই। জামায়াত নেতা ফুয়াদুল্লাহ দেলওয়ার হোসাইন সাহিবির হত্যার পর জামায়াত-শিবির সদস্যরা চট্টগ্রামের বাশখালীতে উপজেলা শিক্ষা অফিসে আস্তন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় সেখানে রাখা প্রাথমিক শিক্ষার এসব বই

Primary school books are burned to ashes. After declaration of the case of Jamayat leader and War criminal Delwar Hossain Sayidi the local Jamayat-Shibir terrorists burned the Bashkhali, Chittagong Upazila Education office where all these books were kept.



বিএনপি-জামায়েতের ঘোষিত পুঙ্খল নিয়ন্ত্রণ। ভোট কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খুদ্রা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভাঙ চালায় সন্ত্রাসীরা।
Academic institution on fire of BNP-Jamaat's anger. To thwart voting, the terrorists went amuck at Khudra Brahminbaria Govt. Primary School vote center.



১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩, একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কাদের মোস্তফার বীপির রায় ঘোষণার পর চট্টগ্রামের জুবিলি রোডে জামায়াত-শিবিরের সহস্রাধিক পাড়ি ভাঙুর ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশের একটি ম্যান ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয়। দুর্ভাগ্যের এই তাৎক্ষণিক দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে জুলফেরত এক শিশু। এই শিশু কি এই ভয় কাটিতে পারবে?

17 September 2013 Jammal-Shibir leaders and activists brought out a demonstration procession at Jubilee Road, Chittagong after death sentence of Kader Molla in the case of anti-humanity offence of seventy one was made public. This time they vandalized vehicles and exploded cocktails and also set fire to a police van and a private car. Seeing this dreadful and destructive affair, a child back from school got panicked. Will this child be able to overcome this fear?



কিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসে পুড়ে গেছে স্কুল। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বোলা আকাশের নিচে বসিয়ে চলাছে পাঠদান। ২০১৪ সালের ৩ জানুয়ারি দশম সপ্তম দিবাংনে ভেটিকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় মাদ্রাসাভূমির পূর্ব চম্পুপুর ইজিনিয়নের গজাবিয়া আদর্শ একাডেমির। ভোটের একদিন আগে ৩ জানুয়ারি রাতে এমন পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতর্কিত ভাবে কিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীর

School has been burnt by the terrorist activities of BNP-Jamat. It is being taught to the small students under the open sky.



৪ জানুয়ারি ২০১৪, দিনাজপুর সদর উপজেলার কুইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেটিকেশ্রে বিএলপি-জামা'তের নেতারা আগুন পুড়ে যায় জাতীয় পতাকাও

Date line: 4 January 2014, A national flag caught fire when BNP-Jamaat activists set fire to the vote center at Borail Govt Primary School in Dinajpur upazila



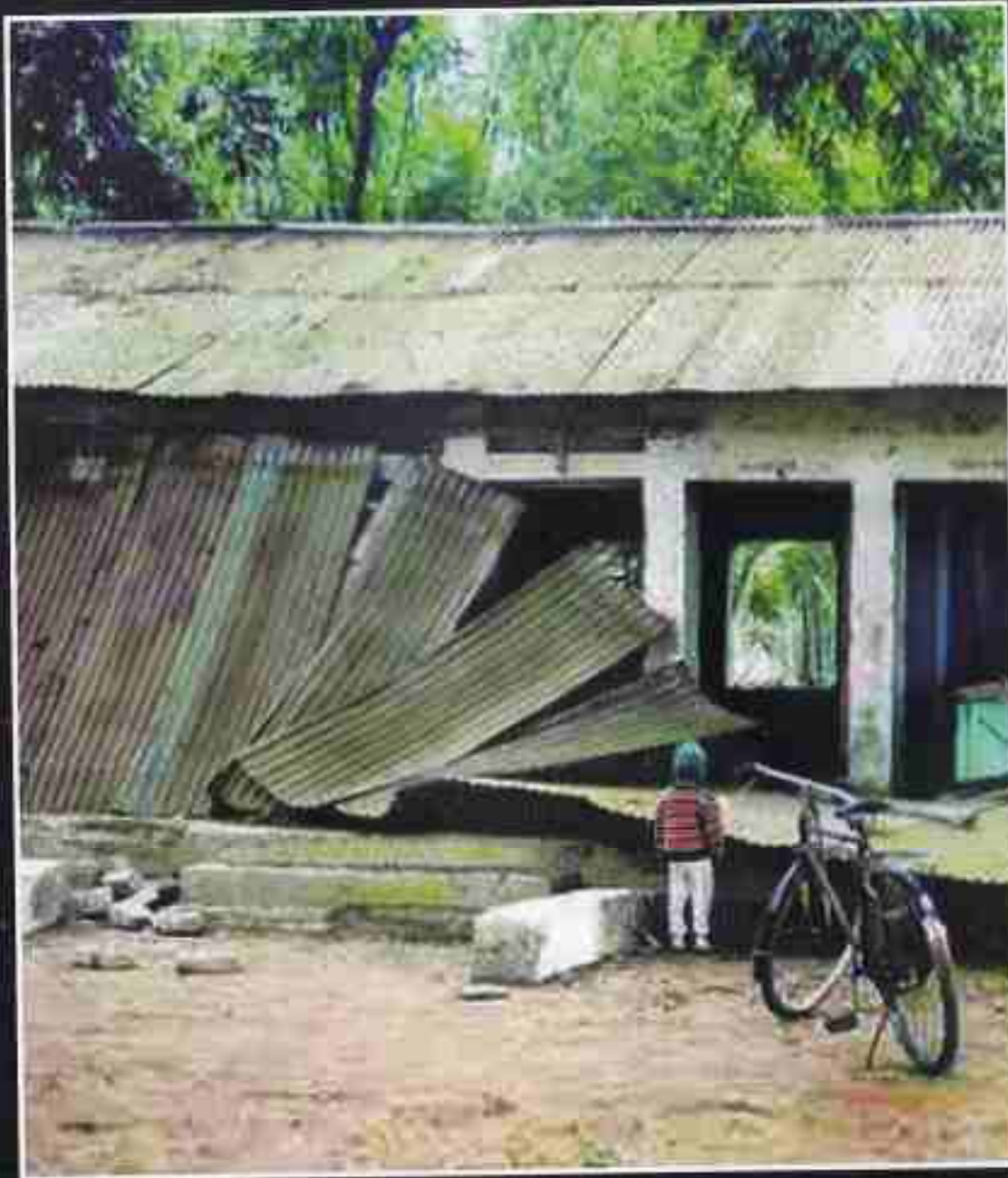
কিএলপি-জামাআতের দুইতলের আওবে লক্ষ্যত ফেলীর জায়গারক ইউনিয়নের
উমরপুর সুলতানা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল
The Umarpur Sultana Memorial Girl's School was thoroughly
vandalized by the miscreants of BNP-Jamaat combined

বরগুনার মদ্য পাঠকাটা ব্রেজি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুড়িয়ে
ফেলার আসবাবপত্রের একাংশ

Fire was set to Maddhya Pathkata Registered Primary School in
Barguna. Photograph of burnt furniture



‘এইটা তো আমার স্কুল না’

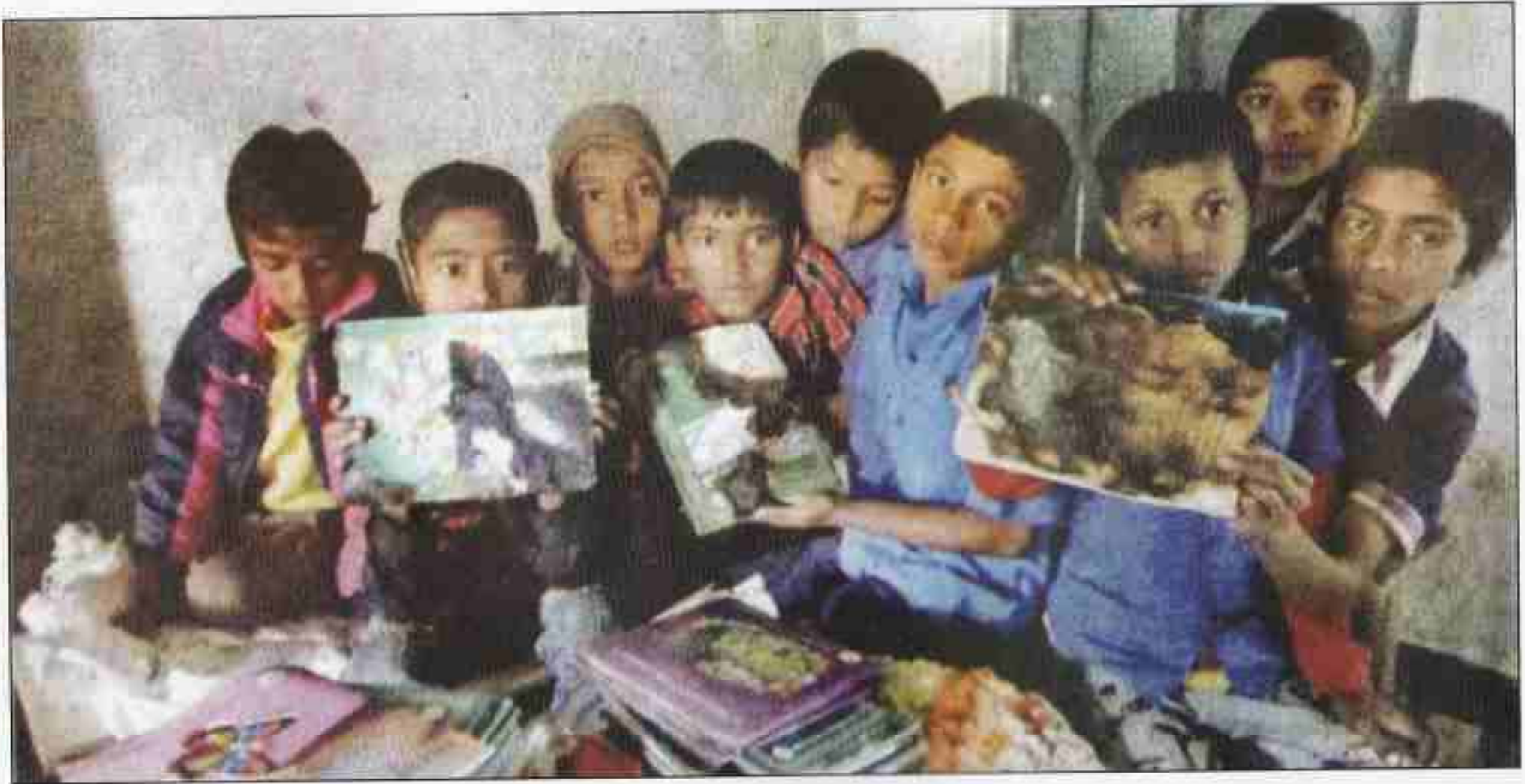


ভাঙা ভেঙে ক্ষয়প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের দিকে অকিঞ্চিৎকর ভাবে তাকান। নতুন বছরের
বিদ্যালয়ে। কোন সন্তোষ নেই। কোথায় তার প্রিয় ছুঁয়া? কোথায়
সহানুভূতি, লভন প্রভৃতি? সব ভেঙেছে।

মুগ্ধ-মুগ্ধের স্তব্ধতা। তখন হঠাৎ করে তার চোখ পড়লো
পাশে থাকা বিদ্যালয়ের সন্ধ্যার প্রভাট।

'This is not my school'

The child have cast a steadfast look at the utterly routed
school with an indifferent mind. He became dumb-
founded being at school in the new year thinking where
are his dear school, where is the new class, new
classroom. All are messed up, BNP-Jamaat terrorists
utterly destroyed Palashbari Bisharmbari Govt Primary
School in Gaibandha.



রাঙ্গপুরের আক্কেলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিএনপি-জামাতেদের দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া বইয়ের সামনে কষ্টকমাল শিশুরা।

BNP-Jamat miscreants set fire to the Akkelpur Government Primary School in Rangpur. Students stand grief with burnt book held out

রেহাই পায়নি গণমাধ্যমও

Mass Media Not Spared



যেহেতু মুক্তযুদ্ধের কথা বলে, মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষিরের কথা বলে, অসম্প্রদায়িকতার কথা বলে, মানবাধিকারের কথা বলে, নৌলব্ধ ও গৌড়মির বিরুদ্ধাচরণ করে সে কারণেই মিডিয়াও বিএনপি-জামাতের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরাই তাদের আক্রমণের শিকার হন। পরিকল্পিতভাবে জাতীয় প্রেসক্লাবসহ আশপাশের এলাকায় মিছিল নিয়ে অবস্থান করে আর সাংবাদিকদের গালিগালাজ শুরু করে। জোহরের নামাজের পর শুরু হয় সাংবাদিকদের ওপর হামলা। ওই দিন হেফাজত পরিকল্পিতভাবে হামলা করে ১০ সাংবাদিকের ওপর। বিশেষ করে নারী সংবাদকর্মীরা বেশি আক্রমণের শিকার হন।

মতিঝিলে একাত্তর টিভির রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানকে সমাবেশ উপস্থিতি কম দেখানোর অভিযোগ দুইই নির্মমভাবে পেটায় বিএনপি-জামাত-হেফাজত সন্ত্রাসীরা। একই কারণেই বিভিন্নটিভি টেলিভিশনের ডটকমের ৪ সাংবাদিককে মারধর করা হয়।

পুরানা পল্টনে হেফাজতের নেতাকর্মীরা একুশে টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন খুন্সুকে (২৫) নাস্তিক বলে বেঞ্চরুপ পেটায়। পল্টন রোড থেকে কিয়দদূর পর্বত মারগতে মারগতে নিয়ে যায় তাঁকে, ছয় থেকে সাতটার তাঁকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে এলোপাথাড়ি লাগি মারে, বারবার কাপড় টেনেছিড়ে কিল-খুশি মারতে থাকে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ক্যামেরাম্যানও আহত হন।

পল্টনে দালাল ও নাস্তিক আখ্যায়িত করে ইতোখানের ফটোগ্রাফার সুজন (২৫), বিভিন্নটিভির প্রতিবেদক ফয়জুল সিদ্দিকী, নজরুল ইসলাম নামে এক ফ্রিল্যান্স আলোকচিত্রীর উপর হামলা চালায় বিএনপি-জামাত-হেফাজত কর্মীরা। তাঁদের বাঁচাতে একটি কেরকারি টেলিভিশনের দুই সাংবাদিকও আহত হন।

চলতি বছরের ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি-জামাতের হামলার শিকার হয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। বিশেষ করে সাতক্ষীরা, সীতাকুণ্ড, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, যশোর, বগুড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় সাংবাদিকদের ওপর হামলা হয়।

এমনি একটি ঘটনায়, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইয়ারব হোসেনকে ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর পিটিয়ে ও ছুপিয়ে রক্তাক্ত করে জামাতীরা। তার মাথায় রড ও না দিয়ে আঘাত করে, দুই হাত ও বাম পই ভেঙে গুড়িয়ে দেয়।

Since the media talk about free thinking, war of liberation, trial of war crimes, secularism and non-communalism, human rights, fundamentalism and conservatism, the media became a target of BNP-Jamaat alliance's planned terrorism.

When journalists of different media outlets went to cover the Hefajat-e-Islam demonstration at Shapla Chatter in Motijheel, Dhaka on May 5, 2013, the journalists were targeted and they fall prey to the wraths. The hooligans took position in and around the National Press Club with processions and hurled abusive words at journalists. After the Johor prayer during midday, planned attacks were carried out on journalists. In their attack, Hefajat activists injured at least 10 journalists and the female journalists faced their bitter animosity.

The terrorists of BNP-Jamaat-Hefajat roughed up a reporter and a cameraman of Ekattor Television channel accusing them of distorting facts. They alleged that the television channel downplayed their gathering and tried to show that presence were thin at the rally. Four other journalists working for online media bdnews24.com were also beaten by the Hefajat mob.

At Purana Pallan area, leaders and workers of Hefajat-e-Islam severely beats Ekushay Television reporter Nadia Shamin Jhumu and termed her an atheist. They chased her quite a long way from Pallan to Bijoynagar area and pushed her on the street couple of times. The female journalists was kicked and punched while some of them tore her dress. As a cameraman of the same television channel tried to save her, he was injured as well.

A photographer of the Daily Ittefaq, twenty-five year old Sujon, Faizul Siddiqui of bdnews24.com and freelance photographer Nazrul Islam were termed as broker and atheist by the cadres of BNP-Jamaat-Hefajat and they were beaten mercilessly. Two other journalists of a television channel were injured as they tried to save them.

Journalists of different media outlets came under attack from BNP-Jamaat cadres in different parts of the country as they went to cover the 10th general election on January 5 this year. In the post-election period, the journalists became their target especially in Shatkhira, Shitakunda, Noakhali, Feni, Laxmipur, Jessore, Bogra and many other areas.

The Jamaat cadres chopped Yarat Hossain who was the joint secretary of Shatkhira Press Club on November 30, 2013. The attackers used iron rod and sharp knife to smash his head while his left leg and both the hands were fractured.

এর আগে ৫ নভেম্বর হরতাল চলাকালে চট্টগ্রামে কর্তব্যরত দুই সাংবাদিকের ওপর হাতিয়ার ছুড়ে মারে কিএনপি কর্মীরা। আহত হন চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরাপারসন শামসুল আলম বাবু ও দেশ টিভির মো. হাসানুল্লাহ। এর আগের দিন নগরীর অজিজেট এলাকায় সমকালের ফটো-সাংবাদিক মো. রাসেদের ওপর হামলা করে শিকার করীরা।

২২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা এলাকার জুমার নামাজের পর সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে জামায়াত-শিবির, হামলায় ৬ জন সাংবাদিক আহত হন।

এ রকম সারা দেশেই সাংবাদিকরা কিএনপি-জামায়াত-হেফাজতের রোষানলের শিকার হয়েছেন। শুধু হামলা করেই খেমে বাকেনি খাতকচক্র, বাধা দিয়েছে সংবাদপত্র পরিবহন ও বিতরণেও। জ্বালিয়ে দিয়েছে সংবাদপত্রবাহী গাড়ি। কোবাও আবার গাড়ি বাসিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শব্দের পত্রিকাজলো।

২৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রবাহী একটি গাড়ি নোয়াখালী যাওয়ার পথে ফেনী জেলার দাগনভূঞা এলাকায় ইত্তেফাকসহ অসংখ্য জাতীয় পত্রিকা নামিয়ে আশুন দেয় কিএনপি-জামায়াত। কিছুক্ষণ পর একই পথে চট্টগ্রাম থেকে দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার বহনকারী গাড়িটি সেনবাগ উপজেলার ছমিরমুলীরহাট বাজারে এই ঘটনার শিকার হয়। এরকম অসংখ্য লুণ্ঠাকরনক ঘটনা ঘটছে কিএনপি-জামায়াত।

সংবাদপত্রের উপর কিএনপি-জামায়াতের কেন এত 'আগেশ' হামলা?

কেন সাংবাদিকদের উপর এই ঘৃণা হামলা?

কারণ, ওরা মুক্ত পণমাধ্যমকে ভয় পায়। তাইলেবনি রাষ্ট্র বানানোর কিএনপি-জামায়াতের নীলনকশা বাস্তবায়নে বড় বাধা এই মুক্ত পণমাধ্যম।

Earlier, BNP workers hurled handmade bombs on two on-duty journalists in Chittagong during a hartal on November 5. The incident left these two journalists- TV cameraman of Channel I Shamsul Alam Babu and Md Hasanullah of Desh TV. Just a day before, photographer of the daily Samakal, Mohammad Rashed was attacked by Shibir cadres at Oxygen area in the port city of Chittagong. He was seriously injured.

Jamaat-Shibir cadres also swooped on journalists on February 22 after the Jumma prayer leaving six journalists injured.

This is how the journalists were targeted and came under attack of BNP-Jamaat-Shibir-Hefajat gang across the country. Not only physical assault, newspaper transport and distribution were also targeted and damaged. In some places, vehicles of newspapers supporting the pro-liberation spirit were halted and the newspapers were set on fire.

In one such incident on February 28, the BNP-Jamaat men halted a vehicle which was carrying some national dailies including the daily Ittefaq. All the newspapers of the vehicle were burnt. Later on, another vehicle carrying the daily Prothom Alo and the Daily Star newspapers faced similar fate at Samirmunshirhat of Shenbag area. Hundreds of other similar heinous incidents took place during that period across the country.

Why such acrimonious attitude towards the media from the part of BNP-Jamaat alliance? Why such atrocious attack?

It is because they are afraid of free media. Free and open media are a major obstacle for BNP-Jamaat alliance in the way of turning Bangladesh into a Taliban-style state.



২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসসহ বেশ কয়েকটি ইসলামী সংগঠন মন্সুর নাসিরের পর যৌথভাবে বড়তুল মোকামার মসজিদ থেকে মিছিল বো কর। এ সময় মিছিল থেকে সাংবাদিকেরা ওপর হামলা চালানো হয়
Dateline 22 February 2013: A number of Islamic organizations including Bangladesh Khilafah Majlis joint out a procession from the Baitul Muqarram mosque of the Jumma prayer. Journalists around were attacked by the processionists



ইসলামী সন্যাসের আড়ালে স্বাক্ষর জারজ-শিবিরের সদস্যরা কোমলকর টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলায় ক্যামেরা থেকে নির্মমভাবে সাক্ষর করে। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় সড়িতে লুপিয়ে পড়েন।

A camera crew of ATN Bangla, a private television channel, was brutally beaten up by Jamat-Shibir activists hiding among the garb of Islamic organization



বঙ্গবন্ধু সোনারচোরা উত্তর গেট নির্মিতভাবে পৌঁছে
হচ্ছে এক সাংবাদিককে

Journalist brutally beaten in the north gate of
Baitul Mukarram is



বাড়তুল মোকাররাম মসজিদ থেকে বের হওয়া মিছিল থেকে ফিরে-
আমাদের সঙ্গীরা পুলিশের ওপর হামলা চালালে হুলে পুলিশ
পাঠিয়েছে, স্লয়ার গ্যাস ও বারুদ নিক্ষেপ করেছে। দফায় দফায় সশস্ত্র
আপকর্ষণের একাধিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এসময় সঙ্গীদের হামলায়
ভরতের আহত হয়ে রক্তাক্ত লুটিয়ে পড়েন এক ফটোজার্নালিস্ট।

1- An attack on police by BNP-Jamaat
terrorists from procession coming out of Baitul
Mokarram Mosque whereupon the police
lathicharged, hurled tear gas and blank
shots. Rounds of clash turned neighboring
area virtually into a battle field. At this time, a
photojournalist weltered on the ground being
severely injured on attack of terrorists.



ভরতের আহত হয়ে রক্তাক্ত লুটিয়ে পড়েন
ফটোজার্নালিস্টের সঙ্গীরা তাঁকে উদ্ধারে এগিয়ে
আলেন ও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

Colleagues of severely injured
photojournalist coming forward to rescue the
latter and taking to safer place



বিএনপি-জামা'তের সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত এক সাংবাদিককে
হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন সহকর্মীরা

Colleagues carry a journalists to hospital severely
injured from attack by BNP-Jamaat miscreants



মাঝায় ভক্তের আঘাত পান
একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক
A journalist working for a private TV channel
received serious head injury



নাগরহাস কর্তৃক লক্ষ্য করে লাঠি যাতে উল্লুত এক হেফাজত কর্মী। লাঠি ছাড়াও ধরাগো অস্ত্র, বেসামান্য সারাব্যুহক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসেছিল তারা ঢাকায় ২০১৩ সালের ৬ এপ্রিল সন্ধ্যাবেশে

A Hefazat activist crazy with stick aiming of a media worker. They came to Dhaka on 6 April 2013 equipped with fire arms and bombs in additlons to lathi



৫ মে ২০১০, সত্যিছিলে হেফাজতের লম্বাবেশের দিন দুপুরে সফটওয়্যার নেতাকর্ষীর প্রেসক্লাবের সামনে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয়

In the day of meeting of Hefajat on 5 May 2013 at Motijheel the leaders and activists of this association invaded onto the journalists in front of the Press Club.



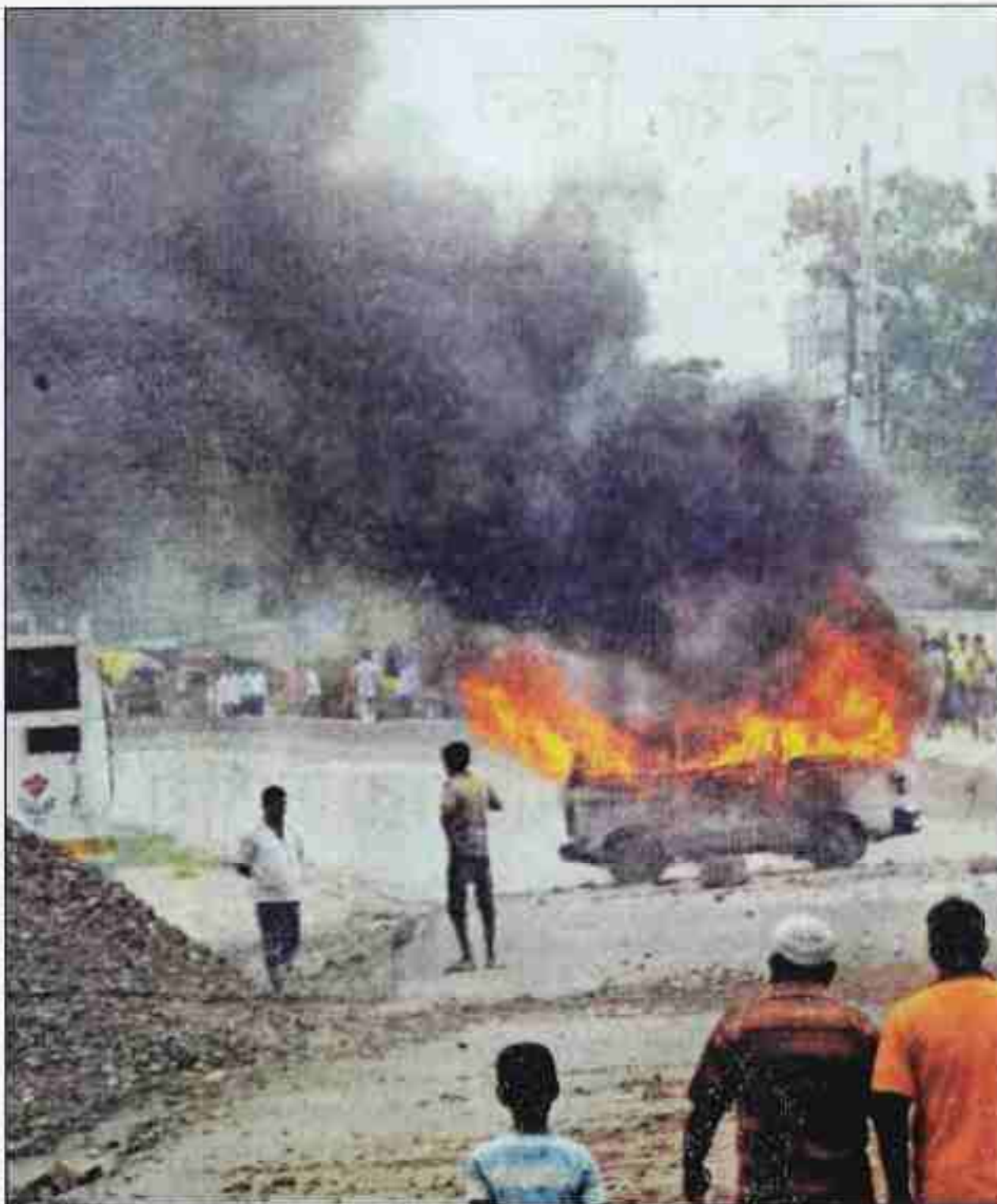
আমত নারী সাংবাদিক

৪ এপ্রিল ২০১৩, ঢাকার সম্মেলনক্ষেত্রে চাপাচাপে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীরা একুশে টেলিভিশনের নারী সাংবাদিক নাদিয়া শারমিনের উপর হামলা চালায়। গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে নারী সাংবাদিক কেন, এই সমস্যাতে কীভাবে তারা সাময়িকিক প্রতিবাদ? যেহেতু পেন্টাম। হেফাজতের সমাবেশে ৩৫ দিন আরও ৩ ঘন্টা নারী সাংবাদিকেরে লাঞ্চিত করা হয়।

Female journalist under attack

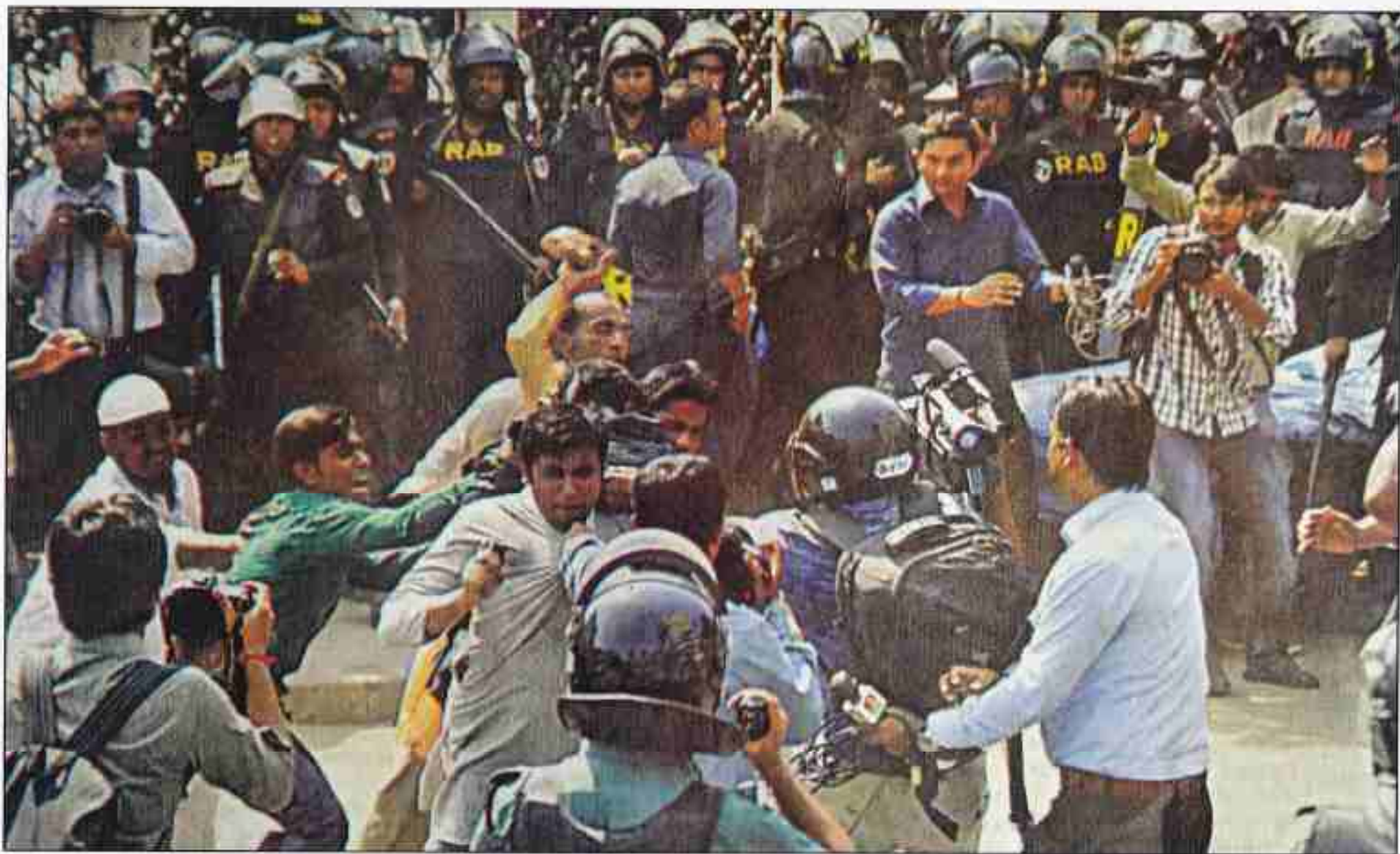
During the grand assembly at Dhaka on 4 April, Hefazat men attacked in public and seriously beat Nadia Sharmin, a female journalist of Ekushe TV on the plea that a female journalist should not be in a male assembly. 3 more female journalists came under assault on that day of Hefazat assembly.





মতিঝিলের সমাবেশ থেকে রাজধানীতে ভাঙস চালাবার পর নিরাপত্তা বাহিনীর শাওয়ার মুখে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হয় হেফাজতকর্মীরা। ৬ মে ২০১৪, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে হেফাজতের অফিসে থাকা কিএনপি-জামা'তের সন্ত্রাসীরা। তারা ঢাকা-চিট্রাং মহাসড়কে সংবাদ সংগ্রহের সময় চ্যানেল অফিসের গাড়িতে আগুন দেয়।

After mayhem in the capital from gathering at Motijheel, the security forces compel Hefazat activists to leave Dhaka. 6 May, 2014, BNP-Jamaat terrorists under cover of Hefazat locked in a clash with the police at Siddhirganj, Narayanganj. They set fire to a Channel I vehicle while collecting news at Dhaka-Chittagong highway.



২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, বায়তুল মোকাররমের সামনে বিএনপি-জামাতের সম্মেলনের গণনাখাম করীলের ওপর চড়াও হয়
22 February, 2013, BNP-Jammat assailing media activists in front of Baitul Mokarram.



৬ এপ্রিল ২০১৩, ঢাকায় কাওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজত ইসলামের সমাবেশ। তাদের দুর্বল তুলে ধরায় পণমাখাস কর্মীদের প্রতি জুতো তুলে ধরেছে হেফাজতের কর্মীরা। এই সমাবেশ থেকে তারা ব্রশারসের ফাঁসি, মুখ্যত ব্রাহ্মকমি আইন প্রণয়ন, নারীস্বাধীনতা বিলোপসহ ১০ দফা দাবি তোলেন। উল্লভ হেফাজতকর্মীরা চড়াও হয় পেশাগত নবিত্ব পালনে থাকা পণমাখাস কর্মীদের ওপর। তিন নারী সাংবাদিককে লাঞ্চিত করে তারা

6 April, 2013, Assembly of Kawmi Madrasa based organization Hefazat Islam. Because of making their mischievous activities known to public, they are throwing shoes at media activists. From this assembly, they raised demand for hanging of bloggers, notorious blasphemy act, extinction of women's freedom. The crazy Hefazat activists fell upon the media activists who came to discharge professional duties and assaulted three female journalists.



রাজধানীতে জ্বলছে একটি প্রাইভেট চ্যানেলের গাড়ি।

A private channel's car is seen burning in the capital.



১৮ মার্চ ২০১৩, কিনেসি-জাম্মাত জেটের ফাকা দু'দিনের হরতালের প্রথম দিন রাজধানীতে সবুজবাগ থানা বেচ্ছোসেক মন্ডের মিছিল থেকে একটি সংবাদপত্রবাহী পিকআপ ভানে আগুন দেওয়া হয়।

18 March, 2013, On the first day of BNP-Jammal convened two day's hartal, a pick-up van was set ablaze by pickets from a procession of Swechchasebok Dai of Sabujbag police station in the capital.



৬ নভেম্বর ২০১৩, সাংবাদিকদের ওপর বোমা হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে আলোকচিত্র সাংবাদিকেরা কর্মবিরতি পালন করেন।

6 November 2013 In protest of attack on journalist, photojournalists observed an abstention from work in front of Chittagong press club.

বনমন্ত্রী
কিৎসার
রে

জান মাহমুদ
য় নেতা
ভিকিৎসার
জৈ নানান
ছেন। এরই
ফেব্রুয়ারি
কল্পিতভাবে
রাজ্য সৃষ্টি
নৈরাজ্য
ন খালেদা
কই নিতে

দুপুরে
সম্মেলন
সংবাদ
হলেন। এ
জাজেটের
ইসলামী
মিছবাহর
মী ফুন্ট
মাওলানা
জায়েদী
মাওলানা

সংবাদ
করেন,
সাদিনীর
চলছে,
সমর্থন
প্রকল্পিত
হিংসতা
নপিরও

গিতা



সোমবার কমলাপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আগুনে আশ্রানগর উপকূল এক্সপ্রেসের একটি বাগি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
■ সমকাল

পথে পথে বাধা : বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে না পত্রিকা

■ সমকাল প্রতিবেদক

জামায়াতের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতালে বিভিন্ন মহাসড়কের শতাধিক পয়েন্টে বড় বড় গাছ ফেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও পিকেটারদের বাধায় দেশের বিভিন্ন স্থানে গত দু'দিন সমকালসহ জাতীয় বিভিন্ন পত্রিকা পৌঁছেনি। লক্ষ্মীপুরসহ বেশ কয়েকটি জায়গায় সংবাদপত্রের গাড়ি ভাঙুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে জামায়াত-শিবির কর্মীরা। অথচ সংবাদপত্রের গাড়ি হরতালের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ ছাড়া কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে সংবাদপত্র পাঠানো যাচ্ছে না। বান্দরবানে সংবাদপত্রের প্রধান এজেন্ট বই বিতানের রাখাল দে বলেন, তজ্রাবার বান্দরবান-চট্টগ্রাম সড়কে কোনো ধরনের যান চলাচল না করলেও অনেক কষ্টে একটি জাতীয় ও কিছু আঞ্চলিক দৈনিক বান্দরবানে আনা হয়।

বাংলাদেশ সংবাদপত্র এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হারুন অর রশিদ সমকালকে বলেন, 'আমার ৩২ বছরের সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট জীবনে এমন ঘটনা দেখিনি।'

রাজীব হ
গ্রেফ
ছাত্র

■ সমকাল
গণজাগরণ
ইপতি আ
শোভনকে
গ্রেফতার
করেছে নথ
সোমবার
কার্যালয়ে
আহমেদ
বলা হয়-
উপাচার্য
সাত্তারের
ডিসিপ্রিন্স
পাচ শিখ
বহিষ্কার
জঙ্গিবাদি
বাড়ানোর
নজরদারি
হয়েছে।

রাজীব
অভিযো
পাচ ছাত্র
তারার
গুরুত্ব
অনিক
(২৩),
নাথিস
এদে

ইলেকা
ইঞ্জিনি
ইলেক্ট্র
টেলিক
বিভাগ

প্রাথ
মন

নারীর শত্রু বিএনপি-জামাত-হেফাজত

BNP-Jamaat-Hefajat: Enemy of Women



বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে এদেশের নারীদের রয়েছে যুগান্তকারী অবদান। সমাজ পৃষ্ঠার কোণে অর্শেই পিছিয়ে নেই নারীরাও। এদেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনেই নারী সমাজ ছিল সামনের কাতারে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে, স্বাধীনতাসংগ্রাম, এমনকি মুক্তিপরাধীদের বিচারের আন্দোলনেও নারীরা এগিয়ে এসেছে সার্বদ্য।

আর তাই এদেশের নারীরাও শিকার হয়েছে বিএনপি-জামাতের আক্রমণের। বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্র বানাতে হলে নারী সমাজকে অবরুদ্ধ রাখতে হবে এটি বুঝতে বিএনপি-জামাতের কোনো ভুল হয়নি। বিএনপি-জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘোষিত হেফাজতের ১০ মধ্য ছিল বাংলার নারী সমাজকে ঘরের ভেতর বন্দি করে রাখার এক নীলনকশার অংশ। বিএনপি-জামাতের মদন নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে হেফাজত নারীদের অফিস-আদালতে কাজ করতে নিষেধ করে ফতোয়া জারি করেছে, এমনকি গ্যারেন্টা মেয়েদের কাজও বন্ধ করতে বলেছে।

তারার আরো বলেছে, মেয়েরা যেন ঘরের বাইরে না যায়, ঘরের ভেতরেই থাকে। এমনকি নারীশিক্ষার বিরোধিতা করে বলেছে মেয়েদের ক্রাশ ফোন/হাইডার চেয়ে বেশি পড়ালেখার প্রয়োজন নেই। মেয়েদের মোবাইল ফোন ব্যবহারও নিষেধ করেছে।

ওষুমাঈ কতোয়ার মধ্যেই তারার কাত ছিল না। বিএনপি-জামাতের সম্রাসীরা বিভিন্ন সময় নারীদের ওপর হামলা করেছে, খুড়িয়ে মারতে চেয়েছে। মিডিয়ায় কর্মরত নারী কর্মীরা তাদের হামলার শিকার হয়েছে। চাপবিনবাবগান্জর কানশাট আওয়ামী লীগ নেত্রীকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। ঢাকায় নারী ব্যাংক কর্মকর্তাকে পেট্রোলবোমা মেয়ে খুড়িয়ে মেয়েছে। সার্বদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীদের ওপর নির্যাতন চলিয়েছে।

একদিকে নারীবিদ্বেষী হেফাজতি কতোয়া, আরেকদিকে নারীদের ওপর বিএনপি-জামাতি সম্রাসীরা বর্বর হামলা। এভাবেই তারার চেয়েছে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখতে, দেশকে মধ্যযুগীয় বীভৎসতায় ফিরিয়ে নিতে।

Outstanding contributions of the women in Bangladesh's economic and social progress are immense. The women here are no longer lagging behind in any aspect of development of the society. They were always at the forefront of each and every progressive movements of this country. Since the time of language movement, they contributed actively and participated in all the democratic movements. During the war of liberation they made supreme sacrifice and up until the recent trial of war crimes, their voice has been strong enough as they came forward with the demand of capital punishment for war crimes.

As a result of their valiant role, the women folks have been targeted by the BNP-Jamaat alliance. The alliance was quick in realizing the fact that the women folks must be restrained and kept inside the house in order to turn Bangladesh into a Taliban-style state. With active patronization of the BNP-Jamaat alliance, Hefajat-e-Islam declared their 13-point demand. Their charter of demands was nothing but a part of blueprint to restrict the women of this country within the boundary of their homes.

Hefajat-e-Islam staged one after another rallies with support and participation of BNP-Jamaat men and declared fatwa that women must not work in offices. They also embargoed work of women in garment factories.

The Hefajat-e-Islam said that women should not go out of their houses and they must confine themselves within their own boundary inside their houses. They also propagated that girls do not need to study beyond class IV/ V and they must not use mobile phones.

Not only declaring such fatwa, the terrorists of BNP-Jamaat alliance attacked women and tried to burn them to death. Women working for various media outlets were targeted and came under their attack. In Kanchat of Chapainawabganj, they attacked and chopped a female leader of Awami League. In Dhaka, petrol bomb was hurled at a female bank officer. Across the country, women of religious minority groups were targeted by them and were repressed on different occasion.

Fatwa by Hefajat-e-Islam against the women in one hand and barbaric attack on them by the BNP-Jamaat alliance — all these were aimed at restricting the women of the country and taking Bangladesh to a medieval dark age.



নারীদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখার যত্নবশ করেছিলেন হিফাজে-ইসলাম। হেফাজতে ইসলামকে ব্যবহার করে তারা দেশে তালেবান শাসন চালানোর পটভূমিকাও চালিয়েছিল।

The BNP-Jamaat combine intended to confine womenfolk to boundaries of home. Their objective was to introduce a Taliban regime in Bangladesh by utilizing Hefajate Islam.



মশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকাতে দেশজুড়ে ব্যাপক বোমাবর্ষি ও অগ্নিসম্রোপের স্বাক্ষরিত তাত্ত্ব চালায় বিএনপি-জামায়াত চক্র। ৩ জানুয়ারি ২০১৪ সালের সন্ত্রাসী স্বাক্ষরিত পতাকাধীন একটি যাত্রীবাহী বাসে পেট্রোলবোম ছুড়ে ফুলিয়ে দেয়। গুরুতর আহত হন অগ্নিবিকা ইনসুরেন্সের মার্কেটিং কর্মকর্তা শাহিনা আক্তার। ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ছয় দিন যন্ত্রণায় ঘটীকা করার পর অবশেষে তিনি মৃত্যুর কাছে হার মারেন।

BNP-Jamat group conducted a brutal incident of huge bombing and fire setting hindering the tenth National Parliament Election over the country. On last 3 January their terrorist blazed a bus throwing petrol bomb in a passenger bus at Paribag in the capital. Severely injured bus driver Bakul Miah (left on above) passenger fruit trader Farid Miah (on right) and (below) passenger Shahina Akter were admitted to Burn Unit of Dhaka Medical. Though other two persons escape for life Shahina cannot escape. Her dead body was came out from hospital.



মায়ের সঙ্গে কেঁদে আসে যাইল চিটগঙের নতুন হেণ্ডার লিফটারী
অন্তর কুতরা। গত ২৮ মার্চ। বিএনপি-জামায়াত জোটের
জোরেছিল মারে। তাদের কিলপায় পত্রিকাটা বুড়ে জায় ককটিল।
চোখে পড়লে মাঝে পায়ে আর, তাকে ছাড়া অন্য হয় চিটগঙ
হাসলাগলে। ঘটনাটি ভেলে মায়ের কবিত-কবে কবে প্রকাশ্যে
শেষ হাশিয়া। তিনি নিয়ে মায়ের সুচিকিৎসার দায়িত্বের এমন করেন।
মৃত তাকে চালায় আর হয়। ২০১৩ সালের ১০ এপ্রিল মৃত তার
মায়ের সঙ্গে প্রাণান্তের কার্যসময়ে নিয়ে শেষ করে। প্রকাশ্যে তার
পরিবারে আছে অনুভবের অর্থের এক মুহুর লে।

Antu was a student of class nine of Chittagong was going to coaching class with mother. BNP-Jamat alliance called strike in the town on 28 March. The terrorist Brown cocktail in their rickshaw. Antu got serious hurt at her eye. she was admitted in Chittagong hospital. Knowing the fact the prime minister Sheikh Hasina felt very sorrows. She took herself the responsibility at the treatment of Antu. She was taken in Dhaka quickly. On 10th April Antu met going to the office of the Prime Minister with her mother. The Prime Minister handed over cheque of grant in her family.



২৮ মার্চ ২০১৩, চিটগঙে হরতাল চলাকালে মায়ের সঙ্গে কেঁদে আসে যাইল চিটগঙের নতুন হেণ্ডার লিফটারী
অন্তর কুতরা। গত ২৮ মার্চ। বিএনপি-জামায়াত জোটের
জোরেছিল মারে। তাদের কিলপায় পত্রিকাটা বুড়ে জায় ককটিল।
চোখে পড়লে মাঝে পায়ে আর, তাকে ছাড়া অন্য হয় চিটগঙ
হাসলাগলে। ঘটনাটি ভেলে মায়ের কবিত-কবে কবে প্রকাশ্যে
শেষ হাশিয়া। তিনি নিয়ে মায়ের সুচিকিৎসার দায়িত্বের এমন করেন।
মৃত তাকে চালায় আর হয়। ২০১৩ সালের ১০ এপ্রিল মৃত তার
মায়ের সঙ্গে প্রাণান্তের কার্যসময়ে নিয়ে শেষ করে। প্রকাশ্যে তার
পরিবারে আছে অনুভবের অর্থের এক মুহুর লে।

On 28 March, 2013 during strike in Chittagong the cocktail, thrown by picketer of BNP-Jamat alliance, blasted in the eye of Antu, a student of class nine, on the way to coaching class with her mother. Antu is seen in the inset under treatment in Chittagong medical College Hospital.

১০ এপ্রিল ২০১৩, প্রাণান্তের শেষ হাশিয়া অর্থের চিকিৎসার জন্য অর্থের অনুদান লে।
The Prime Minister Sheikh Hasina handed over financial grant for treatment of Antu on 10 April, 2013.



ইডেন মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাস্টার্নের ছাত্রী রাবেয়া সুলতানা। ১২ নভেম্বর ২০১৩, গ্রামের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের নিমাইকাসারী এলাকায় একটি ছুঁলে যোগদানের জন্য কলেজের হোস্টেল থেকে রাস্তা করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। যেকোন পথে রাজধানীর মাদুরগাঁও ডিএলপি-জামায়াতের আশেপাশে লক্ক হল রাবেয়াসহ ৯ যাত্রী। পুড়ে যায় দুই হাত-মুখসহদেহ তাঁর শরীরের ১১ শতাংশ।

Rabeya Sultana, Master's final year student of political science department of Eden Girls' College, was on 12 November 2013 returning back home by a bus to join a school at Nimalkasari area under Narayanganj, her birth place. On her way back, she was fire-burnt along with 9 other passengers of the capital's Matuail which left 11 percent of her body burnt along with two hands and face.



২০১০ সালের শেষ কয়েকটি মাস কিএসপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীদের অগ্নিসংযোগ ও পেট্রোল বোমায় দহন নিরপরাধ সাধারণ মানুষের আত্মহত্যারিতে ভাবি হয়ে যাচ্ছেছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটের পরিবেশ। এ সময় অগ্নিসংযোগের পাশে এসে মৌড়ান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১০ সালের ১ ডিসেম্বর বার্ন ইউনিটে অগ্নিসংযোগের দেখতে গেলে অফিসিয়াল করতে তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানান।

Last several months of 2013, the Burn Unit of Dhaka Medical College was overcast in the lamenting the innocent general people burnt in fire set by the terrorists of BNP-Jamat and in petrol bomb thrown by the same group. On 1 December while the Prime Minister Sheikh Hasina went to visit the scared people by fire at Burn Unit, the victims shared their sorrows and sufferings to the Prime Minister. The Prime Minister consoled them, gave financial assistance and gave direction for ensuring the proper treatment for them. The Prime Minister committed to the rigid action against the terrorists.



বর্ন ইউনিটের বিছানায় শামী মেহেদী হাসান জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। পাশেই বিন্দু হাত কাটিয়ে চলেছেন স্ত্রী আর নিলসনভান। এক সন্ধ্যাতরে এই জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে নিয়ে মেহেদী চলে যান না ফেরার দেশে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অধিকে হঠাৎ করে মুকলি কিশোর ছেলে পড়েন তাঁর জীবন। কোলের শিশুটি বোকাপুত্রি মেনে দেখে মায়ের কাঁদ। অকথ্য শিশু মানে না বী হারিয়েছে সে।

Husband Mehedi Hasan is in life-in-death in the bed of Burn Unit. Near to him his wife and child spent a sleep night, Mehedi Hasan died failing all effort of the doctor remaining in the state of life-in-death condition. He was only the earning member of his family. His wife fell down in scolding scream losing his husband. The child in lap seeing the crying of its mother with dumb vision. This innocent child do not know what it had lost.



পোশাক গ্রন্থিক নাসিমার ব্যাধ ধরে হজরতের আহাজারি

হরতালে দগ্ধ নাসিমার আর গার্মেন্টসে যাওয়া হল না

—নোবেল রেজা

■ আবুল খায়ের

গার্মেন্টস কর্মী নাসিমা (৩০) আর কর্মস্থলে যাওয়া হলো না। গত বুধবার রাত ৯টায় নাসিমা গ্রাই বোন ও সহকর্মীদের কাছে আত্মহত্যার সূত্রে বলেছিলেন তিনি।

জীবনের শেষ কথা হবে। কর্মস্থলে এ জানাবার মাত্র সোমবার নাসিমা

সিংখির সিঁদুর মুছে গেল সঞ্জু রানীর



হরতালে
আগুন

সিএনজি চালক
আসাদুল ও মৃত্যুর
মিছিলে

■ আতাউর রহমান
'মানুষটা তো কথা কইল। ক
আমারে নিয়া ঘুরতে যাই
কাউরে কইতে মানা করল। এর
চুপ অইয়া গেল। আমারে তো
কিছুই কইল ■ পৃষ্ঠা ১১ : কল

আসাদুলের স্বজনের আহাজারি
ছবি • পৃষ্ঠা-৩

আমার কানোনাও বেলনা কানোনাও সইলেন সঞ্জু রানী

■ সমকাল

সবুজবিনাশী তাপ্তব

Destruction of Greenery



পরিবেশ, জলবায়ু, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এসবই এখন বিশ্ববাসীর সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার ক্ষতিকর প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশ। দেশের উত্তরাঞ্চলে দেখা দিয়েছে মস্করণ প্রক্রিয়া। বঙ্গোপসাগরে আবহমানকালের স্বাভাবিক ঋতুচক্রের বৈশিষ্ট্য। বাৎসরিক স্বাভাবিক পড় বৃষ্টির পরিমাণ ও মৌসুমের মেয়াদের তারতম্য ঘটে চলেছে। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি এবং জনজীবনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, একটি দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মান বজায় রাখতে দেশটির মোট আয়তনের কমপক্ষে ২৫ শতাংশ পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

পুরো দেশটিই একসময় সবুজ আচ্ছাদিত থাকলেও এখন সে অবস্থা নেই। বর্তমানে দেশে প্রাকৃতিক বনভূমির পরিমাণ মাত্র আট শতাংশের নিচে কমে গেছে। জনসংখ্যার তরঙ্গত বৃদ্ধিতে কসতবাড়ি, সড়ক, শিল্প, নানা ধরনের অকমঠাসো নির্মাণ ও স্থানান্তর জোশান দিতে বঙ্গোপসাগরেই গাছ কাটতে হয়েছে। যতল সাংকুচিত হয়ে পড়েছে প্রাকৃতিক বনভূমি।

বাংলাদেশ যখন এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন দেশের মানুষ ব্যথিত বিম্বিত হয়ে দেখল চিরসবুজ বৃক্ষ-তরুণতাও রক্ষা পায়নি কিএনপি-জামাতের প্রতিহিংসা থেকে। আন্দোলনের নামে সরাসরে কেটে ফেলা হয় হাজার হাজার গাছ।

একদমজয়ে কিএনপি-জামাতের বৃক্ষনিধন যজ্ঞের স্বরূপটি দেখে নেয়া থাক। খোদ রাজধানীও রক্ষা পায়নি তাদের এই কর্কশতা থেকে। ২০১৩ সালের ৫ মে কিএনপি-জামাত-হেফাজত রাজধানীর মতিঝিল, বিজয়নগর, গুলিস্থানসহ আশপাশের এলাকার রাস্তার পাশের বড় বড় সব গাছ কেটে ফেলে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে, উপড়ে ফেলে শত শত ছোট ছোট চারা।

সরাসরেই সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের নামে পথের দুপাশের হাজার হাজার গাছ কেটে রাজপথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে কিএনপি-জামাত। এর মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি গাছ কেটেছে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়ক এবং নোয়াখালী ও চাঁদপুরে। এসব এলাকায় ২০ হাজারের বেশি গাছ কেটে ফেলে।

পরিসংখ্যান অনুসারে, সরাসরি দেশে কিএনপি-জামাত চক্র-কেবল ২০১৩ সালেই মোট ৬০ হাজারের বেশি গাছ কেটেছে। এসব গাছের কাঠ হিসেবেই মূল্য প্রায় ৩০ কোটি ৯০ লাখ টাকা। তবে আর্থিক ক্ষতির চেয়েও বড়ো বেশি ক্ষতি হয়েছে পরিবেশের। বৃক্ষনিধনে পরিবেশগত অস্বাভাবিক ক্ষতি ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্য আনিচ্ছেন পরিবেশবিজ্ঞানীরা।

পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে দাড়িয়ে বাংলাদেশ যখন এর থেকে পত্রিয়ার উপায় খুঁজছিল, তখন আন্দোলনের নামে কেন কাটা হলো আমাদের দেশের হাজার হাজার গাছ, কিন্ট করা হলো সবুজের সমারোহ?

এভাবে এই গাছ কাটা থেকে এটি সংজ্ঞেই প্রতীয়মান হয় যে কিএনপি-জামাত বাংলাদেশের পোড়মাটি চায়, মানুষ চায় না।

Environment, climate, global warming are all a major challenge the world is facing today. Imbalance of environment, climate change and global warming are affecting Bangladesh adversely. In the southern part of the country due to sea level rise Bangladesh is facing the challenge of salinity intrusion. In the northern belt of the country desertification is taking place. Bangladesh has been experiencing a changed weather pattern and the usual characteristics of the environment are changing very fast. Raining pattern has changed while odd behavior of the climate has been frequent. Indeed Bangladesh is at the forefront of all the threat of climate change adverse impacts of climate change on country's main economic activity — agriculture and public life has been huge.

According to environment experts, a country must have at least 25 percent of its total area covered with forest. Once famous for its forestry, Bangladesh now has been changed entirely. Forest areas are now about 15% of the total areas of the country. Increasing population made tremendous pressure on the forestry as trees were cut for constructing houses, roads, industries, various types of infrastructure and energy supply. As a result natural forest has shrunk.

When the country has been trying hard to overcome such loss of forestry, the countrymen were stunned to witness the flame of revenge of the BNP-Jamaat alliance. In the name of movement, thousands of trees were cut and uprooted.

Even in capital Dhaka, their barbaric acts axing many large trees and uprooting tender ones in Motijheel, Baptnagar, Gulistan and adjacent areas of Dhaka on May 5, 2013 astonishing the people. They used electric axe and uprooted many small trees in these areas on a single day.

Outside the capital, thousands of trees were cut to stage blockade on highways across the country. The plan of the BNP-Jamaat was to snap the transport communication but the trees fall prey to their wraaths. Most of the trees were cut from Cox's Bazar to Chittagong highway and from Noakhali to Chandpur. More than 20,000 trees of these areas were axed.

According to an estimate, the BNP-Jamaat alliance in 2013 axed more than 60,000 trees, which would worth Tk 60 crore. However, the environmental costs would have been much higher than the estimated price of the trees. Environmental experts suggest, such horrific spate of axing trees have caused environmental economic loss of Tk 10,000 crore.

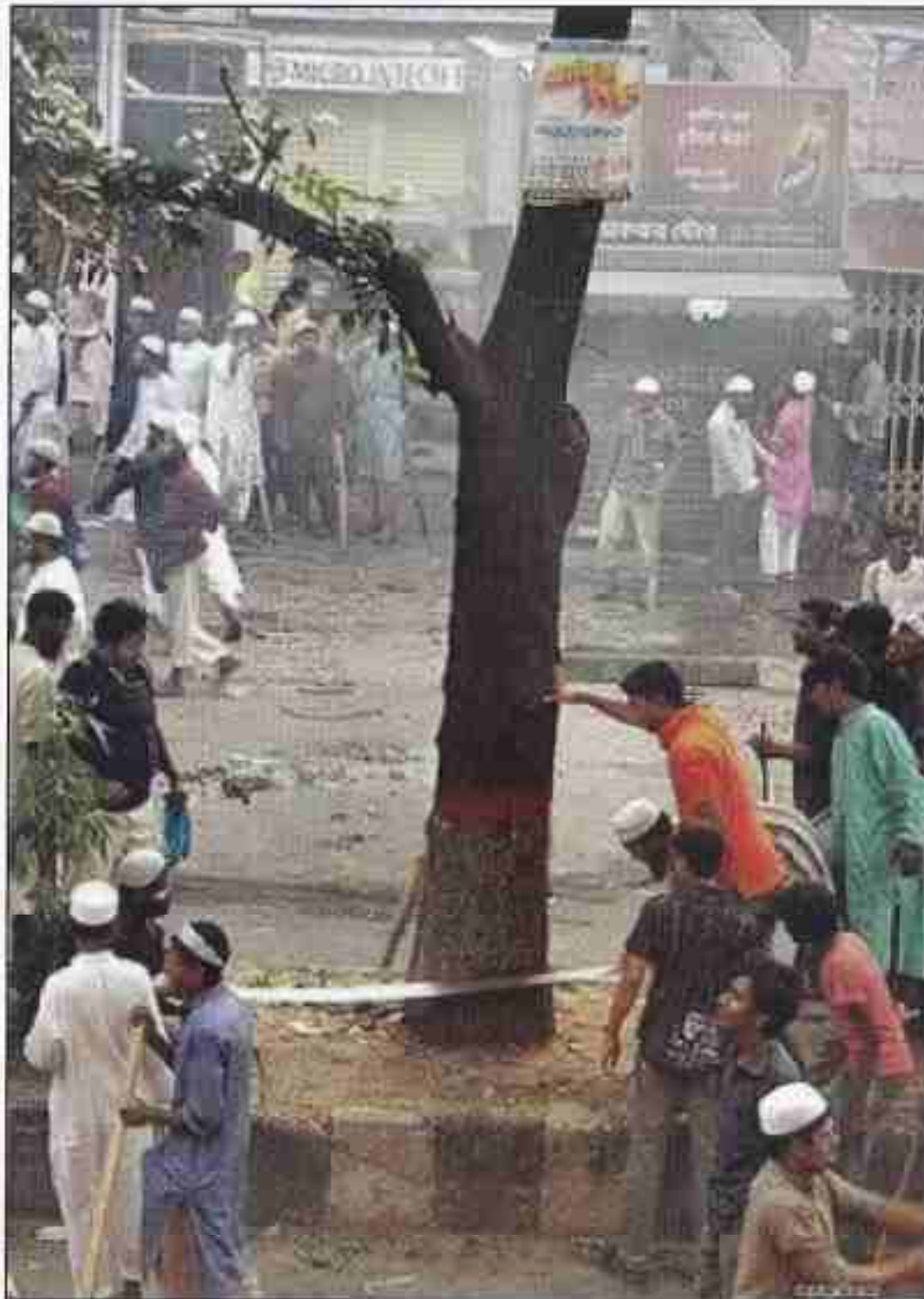
When Bangladesh was searching for way-out to avert environmental degradation and catastrophe, thousands of trees were cut in the name of movement. This horrendous act of insanity proves what the BNP-Jamaat unholy alliance wants.

‘সবুজ’ হারাল রাজধানী



অকাঙ্ক্ষণে বা কিং প্রয়োজনে ইসলাম কাউকে পাছ কাটার অনুমতি দেয় না। মানুষ ইচ্ছেমতো গাছের ফল ভোগ করতে পারে। এমনকি, কাঠ কেটে এনে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু অকাঙ্ক্ষণে পাছ কাটার অনুমতি ইসলাম দিতেকে দেয় না। অথচ ইসলাম রফার নামে হেফাজতে ইসলাম ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানী ঢাকায় বৃক্ষ নিধনের অভিযানের নেতৃত্ব দিল। সঠিকভাবে এক জায়গায় বাঁধাধরে চেনা জায়গা অত্যাধিক পরিচিতি তাদের তাম্বা। পল্টন চত্বরের ব্রীডস থেটেটপের সামনে থেকে বিজয়নগর মোড় পর্যন্ত ছোট-বড়-মাঝারি শতাধিক পাছ কাটা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক পুরোনো গাছও ছিল। বর্তমান পল্টন-মতিঝিল এলাকার প্রাণ ছিল এই গাছগুলো। কিংবা-আমরাও জানি যেখানে সেই প্রাণের স্পন্দন যেন হারিয়েছে রাজধানী।

Islam does not permit anybody to cut tree for nothing or without necessity men can consume fruits at will. Even can afford livelihood after cutting back trees. But Islam does not permit anybody for cutting trees without necessity. Whereas Hefazat-e-Islam started great festival of destroying trees in the capital Dhaka on 5th May, 2013 in the name of protecting Islam. The known place was made unknown of their ferocity with in intervening of one night. From in front of Pillom of Paltan Square upto Bijaynagar Square more than hundred of small-medium and large trees were cut down, among which there were also old trees. Those trees were main attraction of busy Paltan-Motijheel area. In the fury of BNP-Jamat conspirators the response of that lives as of the capital has lost.



২০১৩ সালের ৫ মে গাছ কেটে সড়ক অবরোধ করে আতন ছালিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত পড়ি বিএনপি-জামাতি-যেকাভাবে কর্মীরা। সেখানে ১৫ বছরের পুরাতন অনেক গাছও ছিল, যেগুলি কাটা হয়েছে ক্রান্ত নিয়ে। উপড়ে গোলা হয় অনেক ছোট গাছ। যুদ্ধাপরাধে জামায়াতের নামে অগ্নির ফেরওয়ার হোসাইন সাদিমীর ফাঁসির ঘরের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বেজায় নির্বিচারে গাছ কেটে সড়ক অবরোধ করে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা তখন চলিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াই অব্যাহত রয়েছে বোকাভাটা কর্মীরা।

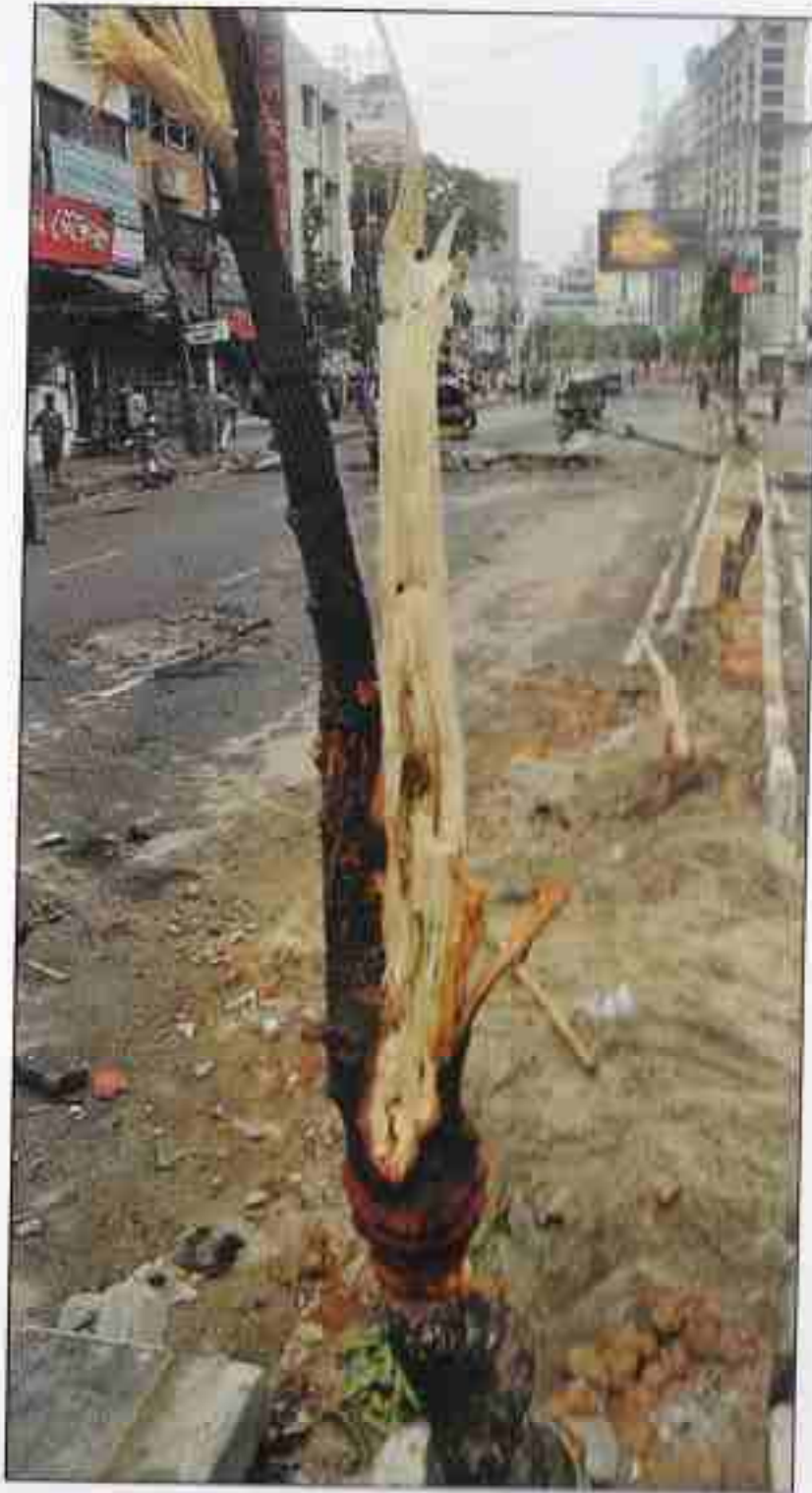
Hefazat-e-Islam has driven fury in Molljheel area in the name of protection of Islam. The workers of Hefazat was involved with police in 5th May evening after cutting trees and making blockade the road and setting fire. There were trees of 15 years old. Those were cut down by saw. Many small trees were uprooted. Jamat-Sibir are the conspirators of driving this fury upon the nature. After the judgement of death sentence of Delwar Hossain Sayeedy, Nayeab-e-Amir of Jamat, in charge of war crime, the Jamat-Sibir workers driven fury in such a way in different places of the country after cutting trees mercilessly and making blockade the road, the Hefazat workers were followed that system.



ইসলাম অকার্গে পাছ কাটা যেমন শার'ফন করে না, তেমনি বৃক্ষরোপণকেও দিয়েছে স্বাপক গুরুত্ব। শিখ সবি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নিজ হাতে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করেছেন। হাদিসমতে, 'কোনো ব্যক্তি যদি একটি পাছ রোপণ করেন তাহলে এই পাছটি যত দিন বেঁচে থাকবে এক মানুষ ও আত্মাতা জীবমুক্ত যত দিন তার ফল বা উপকার ভোগ করতে থাকবে ততদিন বৃক্ষরোপণকারীর আত্মসত্যায় সব্বাধ নেবা হতে থাকবে।' অর্থাৎ ইসলামের এই মর্মানী অজ্ঞে প্রবেশ করেনি ঘর্নের ক্ষাত্মারীদের। রক্তধরিতে সন্তুষ্কিনানী তাগবে যেতে উঠেছিল বিএনপি-জামায়াত-হেফাজতে ইসলাম।

Islam does not support the cutting of trees for nothing, so it has given very importance for plantation. The loving Prophet Hazrat Mohammad (S) has planted and cared in his own hand. As per Hadit, "If anybody plants a tree then that tree will live for so many days and men and other animal will enjoy its fruit or enjoy benefit, 'sawab' will have been planter. Whereas the gist of Islam did not enter in the mind of hypocritically upholding of religious men. Hefazat-e-Islam was frenzy in the devastation of green in the capital after collecting people from all over the country with the co-operation of BNP-Jamat conspirators.





উদ্ভিদ হয়ে ওঠা পৃথিবীর কার্বন শোষণ করে বিশ্বকে রক্ষা করে চলেছে বৃক্ষ। আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতার জগতের সাথে সবুজ প্রকৃতির স্পর্শ গুলিয়ে দেয় বৃক্ষ। নগরের ইটপাথর কবজিটের শুষ্কতার সাথে গাছ মানুষকে ছায়া ও শীতল হাওয়া দেয়। ৫ মে ২০১৩, শ্রীলঙ্কায়ের শ্রীলঙ্কা চত্বরে হেফাজতের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীর সীমিত সবুজ সজায়ে হান্দা দেয় বিএনপি-জামাতায়েতের শত্রুসীল। পরদিন সেই নৃশংসতা গেছে যতকিছল হয়ে পড়ে রাজধানীবাসী।

The trees are continued to protect the world after consuming carbon of the world being high temperature. The trees care the touch of green smoothness amidst the roughness of our mechanical civilization. The tree gives men shadow and cool air in the pact of brick and stone of the city. The terrorists of BNP-Jamat raided in the limited green square of the capital centering the great gathering of Hefazat in 'Shapla Square' of Motijheel on 5th May, 2013. The residents of capital became perplexed after seeing that cruelty in the next day.

পাহেৰও শ্রাণ আছে, তা জেনেও অধুই সামগ্ৰিক স্বাৰ্থ চৰিতাৰ্থ কৰতে নিৰ্বিকাৰে এমন অকল্প্য আত্ম শ্রাণ হত্যা কৰতে মোটেই বিধা হয়নি বিএনপি-জামায়াতৰ সন্ধানিসেৱা : ৫ মে ২০১৩ ৰাজধানীৰ বিজয়নগৰে একাধেই গাছ কাটা হয়

The tree has also life, knowing that also the terrorists of BNP-Jamat felt no hesitation for killing thousand of such alive lives mercilessly to gain political interest. The scene of Bijaynagar the following day of fury of Hefazat in the capital 5th May, 2013.



ৰাজধানীৰ পল্টন মেড় হেৰে বিজয়নগৰ পৰ্যন্ত সড়কেৰ মাৰখালে লাগালে ছেটি-বড় এমন অসংখ্য গাছ কেটে ও উপড়ে ধেপেছে বিএনপি-জামাড- হেফাজতকৰীয়া

The Hefazat workers has cut down and uprooted large-small such innumerable trees planted in the middle to Bijaynagar of the capital.

সড়কে বৃক্ষের লাশ



On the road trees are scattered

২০১০ সালের নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে কিএলপি-জামায়াতের ডাকনাম হুজুতাল-অবরোধের সময় পাথর বিকল্প সড়ক-মহাসড়কে গ্রাণ করে অল্পত ১৬০টি গাছের। এই গাছগুলোর সড়ক ও স্থানীয় বিজ্ঞান, জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে লাগানো হয়েছিল। এছাড়াও ছিল সাময়িক কারাবন্দের আওতাধীন গাছ। বন বিভাগের দাবি, রাজ্যে কেটে ফেল রাখা এসব গাছের মধ্যে ছিল মেহগনি, কড়ই, আম ও কাঁঠাল, ছার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। গ্রামের বেটে খাওয়া মানুষ এগুলো পরিচর্য করতে এক-এক ফলসূর তাদেরই ভাগ করে নেওয়ার কথা ছিল। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর গাছগুলো বিক্রি করা হলে এ গাছগুলোর অসীমায়িতও পোত তারা। কিন্তু রাজনীতির নামে কিএলপি-জামায়াতের এই বন্ধ নিধনে ক্ষতি হয়েছে প্রান্তিক জনগণ। তাই দীর্ঘসময় পরবেশ বিশা হওয়ার পরিবেশ শাসনরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের দক্ষি মানুষ। ছবিতে ১৮ নম্বর ৭২ বই অবরোধের প্রথম দিন পাথর-টাকা মহাসড়কের আকরবান এলাকায় সন্ত্রাসীদের হাতে গ্রাণ হইরলো গাছ।

In the month of November in the guise of political Program at the time of blockade called by the BNP-Jamat at least 160 trees put an end to their lives at various Roads Highways of Pabna. These trees were planted under the supervision of Roads and Highways Department, District Parishad and various Departments. Besides, there were trees under social afforestation. It is the demand of the Forest Department that out of these trees the cut trees lying fallen on the street are Mehgoni, Korai, Mango and Jackfruit whose approximate market price is about one crore taka. The day laborers of the village look care of these and it was supposed to be divided the fruits and production of these amongst them. After a specified time had the trees been sold out they would have got the shares of these trees. The margin has been deprived because of such cutting of the BNP-Jamat in the name of politics. This is why the poor people of the village have been directly caused harm of the environment because of the jeopardy of the environment on long term. In the picture on the 1st day of 72 hours blockade of the 18 party, the killed trees by the terrorists at the lafrabad Area of Pabna-Dhaka Highways.



হরতাল ও অবরোধ চলাকালে লক্ষ্মীপুর জেলায় জামায়াত-শিবির ও কিংসপির কর্মীদের নির্মমতার শিকার হয়ে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিবেশ ও জীবন রক্ষাকারী প্রায় ৪ হাজার গাছের প্রাণ গেছে। ৩০ ডিসেম্বর এই নির্মমতার সাক্ষী হিসেবে রায়পুর-চৌমুলিনী সড়কের বজারী, অকসিন, দালাল বাজার, ইটরপুল, গাখালিয়া, বাগলাতি, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর-রামগঞ্জ সড়কের চৌধুরী বাজার, পানপাড়া এক লক্ষ্মীপুর-রামগঞ্জ সড়কের দক্ষিণ তেতুলনী, মিয়া রাস্তার মাথা, পিয়ামাপুর, ভবানীপুর এলাকায় দেবা গিরেছিল ছিল শত শত গাছ কাটার চিহ্ন। রাস্তার আশেপাশে বিক্রয়-খাল্যাতের স্বাদীনরা অধিকাংশ গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রাখে। সড়কে গাছ বাঁকা এমনকি একটি গাছ প্রতিক দিয়ে কেটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছ।

During the continuation of the blockade and Hartal, at the Laxmipur District, having been the victims of the cruelty of Jamat-Shibir and BNP workers from the month of February to December of the year 2013, about 4 thousands trees saving the environment and lives, were cut. On 30th December as the witnesses of such cruelty, there were the incidence of cutting hundreds of trees at Mandari of Raipur Chormulini Road, Gaksin, Dalal Bazar, Itarpool, Rakhalia Basbari, Raipur, Chowdhury Bazar of Laxmipur, Ramganj Road, Panpara and road, Dksin Tanuhani of Laxmibazar-Ramganj area. At darkness of night, the terrorists of BNP-Jamat having cut most of the trees and fell those on the road. Later, the police and the employees of forest department, rushing to the spot cut those and took away. Such a tree lying fallen on the road, is being taken away by cutting it by a labor.

জিএনপি-জামাত সারাদেশে ৬০ হাজারেরও বেশি গাছ নিয়ম করেছে। এর মধ্যে শুধু কন বিভাগেরই রয়েছে ২০ হাজারের বেশি গাছ। সড়ক অবরোধের নামে দেশের ১০টি জেলার প্রধান সড়কের পাশে এসব ছায়াবন্ধু ধ্বংস করেছে জামায়াত-শিবির। এই ২০ হাজার গাছের সঙ্গে আরও কান্ডি গেছে লাখশতক পাছের সত্যভলু ও কড় গাছের ডালপালা। আর্থিক হিসাবে এতে যায় ২০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন আকারের এই গাছ কটার ফলে যে কতি হয়েছে তা গুণ্য করতে ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত সময় লাগবে। সবুজবিন্দী এই তাগবে বাসস্থান করা হয়েছে বিশেষ ধরনের যান্ত্রিক ক্রান্ত। যাতে বহনযোগ্য ও দ্রুত গাছ কটিতে সক্ষম চীনের তৈরি এই ক্রান্ততলো জেইকালের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সড়ক অবরোধের জন্য এই যান্ত্রিক যুক্তিমূল্যের পরিকল্পনা নিয়ে জামায়াত-শিবির আলোই এমন বিপুলসংখ্যক ক্রান্ত সংগ্রহ করে রেখেছিল।



One of new three policies of cruelty of Jamat is cutting of trees. Till date they have cut down more than 60 thousand trees all over the country. Among those there were more than 20 thousand trees of only forest departments. Jamat-Sibir has destroyed this shadow in the name of road blockade. With these 20 thousand trees more creepers and herbs of almost lac of trees and branches of big trees were cut down. As per financial account damages have been caused for taka 20 crores. That the lost has made as a result of cutting these trees of different sizes it will take from 20 to 30 years to fill up that. As a result of cutting down trees all over the country two types of loss financial and environment of the country has lost. In the country the effect of climate change has increase in the country. In this the numbers of cycione, tidal bore and tornado have increased. In this fury of destroying green special type of mechanical saw has been used. This kind saw made in China which are portable in hand and able to cut tree quickly entered in Bangladesh through Rohingya. For making blockade road Jamat-Sibir collected huge number of such saws before talking the planning of cutting large number of trees.



জামায়াতের ডাকা হত্যাকাণ্ডে সাতক্ষীরা-যশোর মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে গাছ ও বৈদ্যুতিক স্তম্ভি ফেলে অবরোধ তৈরি করে। এতে দুর্ভাগ্যে পড়ে যানারা মানুষ। গাছ ফেলে অবরোধ তৈরি করার দৃশ্যটি মহাসড়কের রামচন্দ্রপুরে।
 Satkhira-Jessore highway Jamaat strike down the trees and electric poles in the siege. Thousands of people suffer to fall. Trees behind the scene to create block ramachandrapura highway.



১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩, মেহেরপুর সদর উপজেলার তিনটি সড়কে গাছের ভেঁড়ি বেতে তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে জামাত-শিবির সন্ত্রাসীরা।

18 September, 2013, the terrorists of Jamat-Shibir make blockade by putting wooden logs three streets of Meherpur Sadar Upazila for three hours to celebrate Hartal.

১১ ডিসেম্বর ২০১৩, যশোর সদর উপজেলার রূপদিয়া অশোর-খুলনা মহাসড়কের কর্তক কিলোমিটার এলাকার সর্বাধিক পাছ কেটে রাখা ফলে রাস্তা বিঘনশি-আলোড়নের সমস্যা হয়।

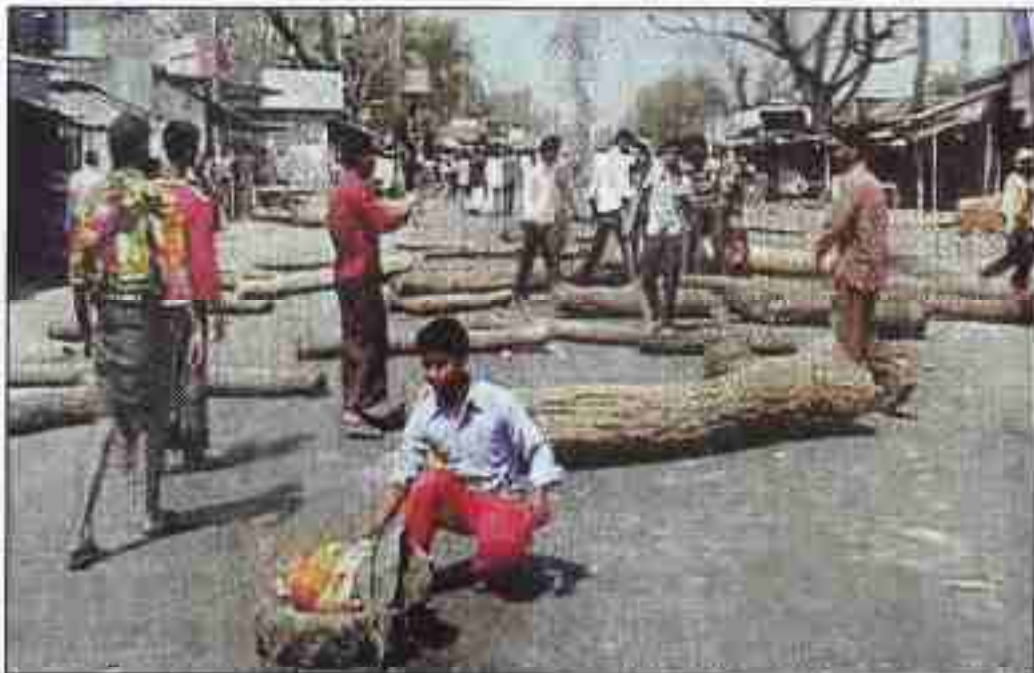
11th December 2013, Rupdia of Jessore Sadar Upazilla, the terrorists of BNP-Jamat by cutting hundreds of the trees and putting those on the road at areas of some kilometres of Jessore-Khulna Highways.





৪ মার্চ ২০১৩, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গোমতি থেকে ইলিটগঞ্জ বামার পর্বত হায়ে এক কিলোমিটার সড়কের পাশের বড় বড় গাছ কেটে সড়কের ওপর ফেলে রাখে বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীরা।

Dateline : 4th March 2013: BNP-Jamaat saboteurs created obstruction on the Dhaka-Chittagong highway by laying down trees over one kilometer from Gomti to Eliotganj.



রাজশাহীর গোদাগড়ীর মহিশাল বড়ি এলাকায় মহতলের সতর্কতায় রাস্তায় গাছের চড়ি কেবল যেনে বিঘ্নকর করে শিবিরের বসায়।

Shibir activists created obstruction on the roads by laying down trees in the Mahishalbari area of Godagori in Rajshahi district.

মামাতের ভাণ্ডার মহতলে অসুবিধার কানাই উপজেলার গাছ কেটে কলমই-
মামাই রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মহতলীর

In support of a hartal called by the Jamaat-e-Islami, miscreants felled down roadside trees and created obstruction to thwart movement of vehicles.



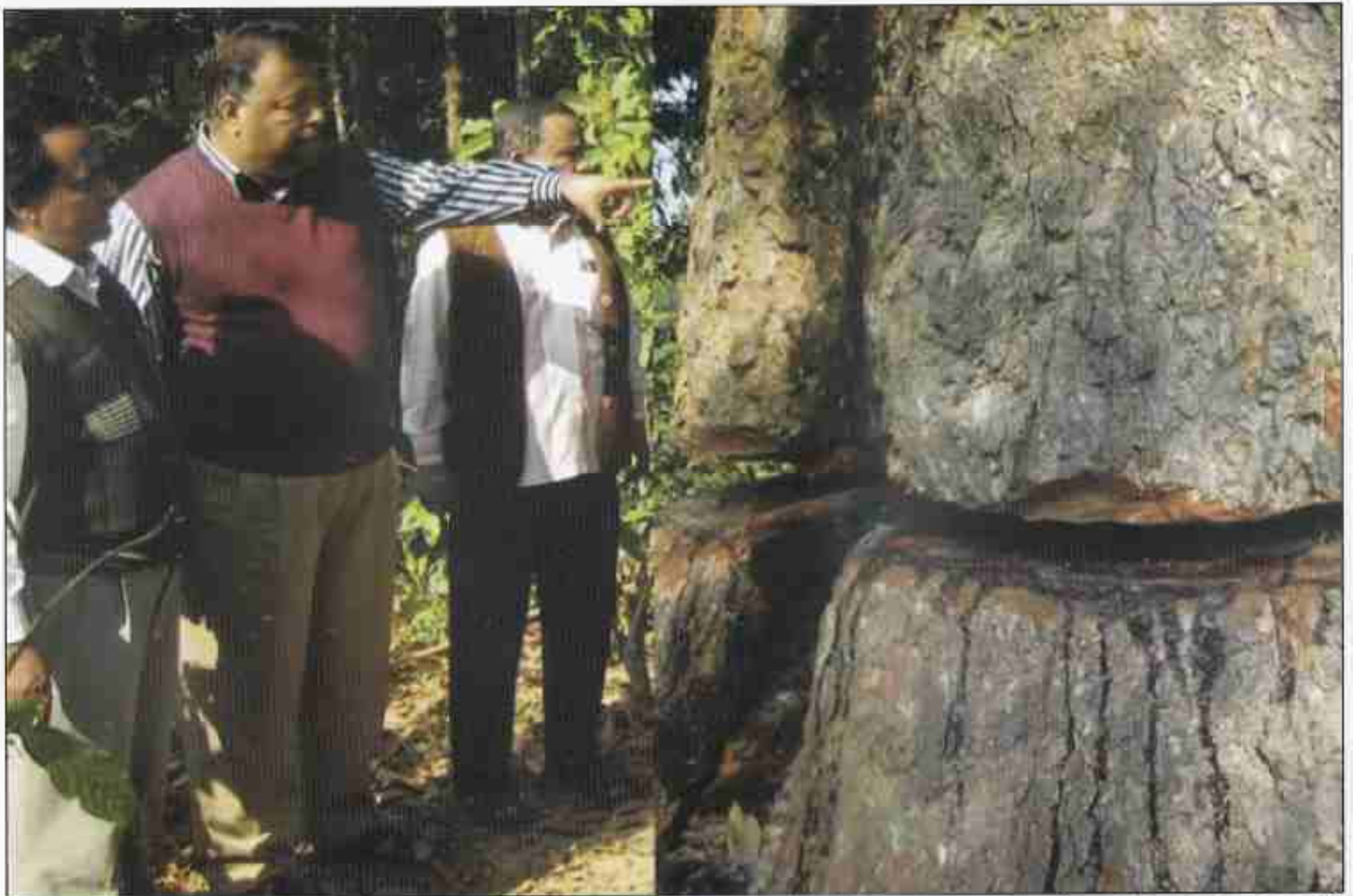


শাতকলিয়ায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের হাসমাটের সৈকাল এলাকায় জামায়াত শিবির পাঁছ বেটা সড়ক অবরোধ করে ছায়াতে-শিবির

In Salkania of Chittagong district, the Jamaat Shibir activists felled road-side trees and created obstruction on the Chittagong-Cox's Bazaar highway near Hasmafer Dokan area.

কক্সবাজার-টেকনাফের সিলসিয়ার সড়কে ডিএনপি-জামায়াতের সদস্যদের ফেলার রপা পাঁছ সরিয়ে ফেলছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা

The members of the law enforcing agencies are removing lots of trees from the Cox's Bazaar-Teknaf highway near Hijalla.



জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২০১০ সালে জাতিসংঘের ইকুয়েটর পুরস্কার লাভ করা চিটগাংগের চুন্টি অকোয়ারিয়া গড়েছে জামায়াত-শিবিরের সক্রিয়তার কারণ। ২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর জামায়াতের নেতা কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের সময় এই অকোয়ারিয়ার দেড় শ বছর বয়সী একটি মা-গারজনগাছ 'হত্যা' করা হয়।

The clutches of retaliation of Jamat-Shibir have fallen upon the Chuntli Avoaranya too of Chittagong awarded equilar prizes by the United Nations Organizations for preservation of Biological Diversity in the year 2010. On 12th December of the year 2013, at the time of enforceability of Jamat leader Kader Mollah hanging to death, a mother Garjan tree aged one hundred and fifty years was killed.

পরিশিষ্ট

Appendix

বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে ইইউ পার্লামেন্টের প্রস্তাব

বাংলাদেশের মতান সুতিনুকের চেতনাবিরোধী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসী তৎপরতায় পতীর উদ্বেগ ও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা। তারা এই উগ্র সাম্প্রদায়িক দলটিকে নিষিদ্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব পৃথিত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে। প্রস্তাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামের মতো জঙ্গি দলগুলো থেকে দূরে থাকারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ইইউ পার্লামেন্টের এই প্রস্তাবের পাশাপাশি ঢাকায় ইইউ পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাত করেও একই প্রস্তাব দিয়েছেন।

চলতি বছর (২০১৪) গত ১৬ জানুয়ারি ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের অধিবেশনে ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশ সংক্রান্ত ১১ দফা প্রস্তাব পৃথিত হয়। এই প্রস্তাবে ইইউভুক্ত দেশগুলো জামায়াত, হেফাজত ও বিএনপি সম্পর্কে তাদের অবস্থান তুলে ধরে। পাশাপাশি তারা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের ক্ষিারে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমের প্রশংসা করে সাক্ষীদের বিরাপতা বাড়ানোর সুপারিশ করেছে।

Resolution on EU Parliament against BNP-Jamat

BNP-Jamat has driven sabotage in planned way following the election of national parliament of 2014 AD for destructing economy. And in this planned sabotage more than one lac crore taka has lost of the country which is about half of a national budget of Bangladesh. By this amount of loss at least four bridge like Padma can be made.

In planned sabotage so much extreme loss of economy of the country was never happened in the history of Bangladesh. To cripple the economy of the country those sectors are just needed to destroy. BNP-Jamat part has just driven devastation those sectors.

On behalf of FBCCI, the apex body of businessmen, a picture of destruction has lifted up. It has been opined thereon not only financial loss of the country was happened in despondent strike and blockade rather the prosperity of economy has damaged to a large extent. As a result, the volume of indirect loss is not also less.

ইউরোপের ২৮ দেশের অধিষ্ঠিত পার্লামেন্টের এ অধিবেশন বসেছিল ফ্রান্সের ফুঁসবুর্গে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ডিহেট চেম্বারে। অধিবেশনে গত ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার একটি কিস্তিরিত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল। ইউরোপের উদার-মধ্যপন্থী রাজনীতিকদের জোট 'আলায়েস অব লিবারেলস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাটস ফর ইউরোপ' (এএলডিই) গ্রুপের ১২ জন সদস্য এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এই জোটের নেতৃত্বে দিচ্ছেন বেলজিয়ামের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গাই কারহফস্টাড। বাংলাদেশ বিদ্যাক প্রজাবটির অন্যতম প্রজাবক ছিলেন ডাচ রাজনীতিক ম্যারিয়েট। তবে উত্থাপিত প্রজাব পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি। বড় পরিসরে আলোচনার পর উত্থাপিত প্রজাবের ১১ দফা প্রজাব গৃহীত হয়।

**কী আছে ইইউ পার্লামেন্টে
বাংলাদেশ বিষয়ে গৃহীত প্রজাবে :**

গৃহীত প্রজাবের প্রথমতই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘাত ও হত্যা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংঘাতলু নির্বাচন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যক্রম বিনষ্ট করার বিষয়ে তীব্র নিন্দা ও উত্থেপ জানানো হয়েছে। এছাড়া সেকুলার রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত ধরে রাখতে সংঘাতলুদের নির্বাচন বন্ধে কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এই প্রজাবে বলা হয় 'জামিয়াতে ইসলামী ও হেযাযতে ইসলাম থেকে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি কড়ায় রাখতে বিএনপির প্রতি আস্থান জানানো যাচ্ছে। যেসব দল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েছে, তাদের নিষিদ্ধ করা উচিত।' এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে যেসব দলের গণতান্ত্রিক সুনাম রয়েছে, তাদের পারস্পরিক স্বচ্ছতার সঙ্কতি গড়ে তোলার আস্থান জানানো হয়েছে।

যুত্থাপরাদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তদন্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই সঙ্গে ট্রাইব্যুনালের সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধানেরও আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং সরাসবাদবিরোধী আইন পর্যালোচনার আস্থান জানানো হয়েছে।

ইইউ পার্লামেন্টের এই ১১ দফা প্রজাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতি বাংলাদেশের স্থিতিশীলতার জন্য ইউরোপের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসহ সব মাধ্যমে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

BNP-Jamat has driven sabotage in planned way following the election of national parliament of 2014 AD for destructing economy. And in this planned sabotage more than one lac crore taka has lost of the country which is about half of a national budget of Bangladesh. By this amount of loss at least four bridge like Padma can be made.

In planned sabotage so much extreme loss of economy of the country was never happened in the history of Bangladesh. To cripple the economy of the country those sectors are just needed to destroy, BNP-Jamat pact has just driven devastation those sectors.

On behalf of FBCCI, the apex body of businessmen, a picture of destruction has lifted up. It has been opined thereon not only financial loss of the country was happened in despondent strike and blockade rather the prosperity of economy has damaged to a large extent. As a result, the volume of indirect loss is not also less.

In the account of FBCCI, strike and blockade have happened 62 days from January, 2013 upto December 21. As per accounts of FBCCI, Dhaka Chamber and International Chamber the amount of loss in a day stands from 1 thousand 540 crore to 1 thousand 6 hundred crore taka. As per this accounts economical loss has made more than 1 lac crore taka in last one year in strike and blockade. But in the daily loss is more too. And in it overall economy is being viciously loss.

The Research Agency Center for policy Dialogue (CPD)- from July, 2013 to January, 2014 within 180 days strike and blockade have occurred 55 days. In this 55 days the loss of four sectors of the country reach at 49 thousand crore taka at the ferocity of BNP-Jamat and which is 4.70 percent of total GDP of the country. Among it rail, road and navigation transport altogether loss reach at 16 thousand 688 crore taka. Agriculture based industry is lying in second position. The amount of loss in this head leads to 15 thousand 829 crore taka. Among this industry there are vegetable, agricultural equipment, poultry, frozen food and jute. Loss in the sector of garments and textile remaining in third position reaches at 13 thousand 750 crore taka and the amount of loss in tourism sector is 2 thousand 750 crore taka.

Other than that due to strike and blockade the supply chain has interrupted. Production, investment and employment have been hindered. But the advanced sector, rail of the government has gone to the most backward position in sabotage. In continuous political cruelty the rail sector has become inverted.

Side by side with strike and blockade program overall economical and communicational activities have been interrupted in ferocity all over the country. Being the supply of raw-materials postpond, production goes in ruin, import-export and service providing have also laid in threat. As a result uncertainly results in overall commercial and economical function of the country.

ভাষার কাগজ

স্বর্গ ২২ আশ্বিন ১৪২৯ • ঢাকা • শুক্রবার • ৪ মাঘ ১৪২০ • ১০ বর্ষীয় প্রতিষ্ঠা ১৯০৪ • ১৭ আশ্বিন ১৪০৪ • www.dainikamader.com

বাংলাদেশ নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৭ দফা প্রস্তাব

কলকাতা ডেস্ক : বাংলাদেশে নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সহিংসতার উদ্বেগ প্রকাশ করে সব পক্ষকে আবেগভরা বক্তব্য রাখার দিকে এগর ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব তোলার হয়েছে। চললি টালক, পাওয়েল প্রভৃতি প্রস্তাবের তোলা এই প্রস্তাবের ওপর গভীরতর বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আলোচনা হওয়ার কথা। এর আগে গত ৭ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের একটি বরেন্দ্র একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যাতে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সংলাপ জরুরি আবেদন জানায় যুক্তরাষ্ট্র। শবর বিভিন্ন উদ্বেগ।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকট ও সহিংসতার বিভিন্ন কথা বলে দিতে পাও এক বছরে তিন শতাধিক প্রাণহানি ও ধর্মীয় সহিংসতার ঘটনার ওপর নির্ধারিত খটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়, পত্র বছরের শুরু থেকে সহিংসতা ও মেরাজে ক্রীমি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বার

ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠ্যমের প্রস্তাব এবং পরে তা প্রস্তাবের করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এতে। লজ্জাবশতীরা বলেন, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও সহযোগিতা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ তৈরিতে ইউইউ পক্ষ থেকে সব দলের প্রতি বারবার আহ্বান জানানো হলেও তা না হওয়ায় নির্বাচন নির্বাচন বর্জন করে, যাতে অর্ধেকের বেশি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় নির্বাচিত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানবাধিকার পরিষিতির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশে উদ্বেগজনক অর্থায়ন হলেও এবং পোশাক খাওয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশটির সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতা বাড়লেও সহিংস রাজনৈতিক পরিহিতিতে বাংলাদেশ ও এর জনগণ একটি বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

যুগ্মপ্রস্তাবের আমদান্য জামার নেতা আব্দুল কাদের



রাজনৈতিক সংকট ও সহিংসতার তথ্য তুলে ধরে গত এক বছরে তিন শতাধিক প্রাণহানি ও হিন্দুদের ওপর হামলা-নির্ধাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে প্রস্তাবে

আমাদের সময়
www.dainikamader.com

ইউইউ পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাস
সহিংসতায় উদ্বেগ, বিএনপিকে
জামাতা-তাসস্ব তাপের আহ্বান
রাসনা মিথি •
বাংলাদেশ ৫ জানুয়ারি নির্বাচনকে
কেন্দ্র করে বার বার সহিংসতা এবং
জনজীবন চরম দুর্ভোগে পড়ার উদ্বেগ
প্রকাশ করেছে ইউরোপীয়ান

সমকাল

১৭ জানুয়ারি ২০১৪ ৪ মাঘ ১৪২০ রেজি, নং ডিএ ৪০৬৪

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশে সহিংসতার নিন্দা

সন্ত্রাসে জড়িত দল নিষিদ্ধ করা উচিত

• ক্রীড়নৈতিক প্রতিবেদক
সন্ত্রাসে জড়িত দল নিষিদ্ধ, তাদের বিচার করা
সাম্প্রতিক গবেষণা তুলে ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি
আজ্ঞান জনগণের হয়। পৃষ্ঠিত প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার মোহাম্মদ হামিদুল হক

সন্ত্রাসে লিপ্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা উচিত

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ইউইউ পার্লামেন্টে প্রস্তাব পাস

ইত্তেফাক রিপোর্ট

যেসব রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পার্লামেন্টে পাস হওয়া এক প্রস্তাবে একথা বলা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতার নিন্দাও জানিয়েছে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা। পাস হওয়ার আগে এ প্রস্তাবের বিষয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় বলে ইউইউ পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়। একই দিন বাংলাদেশ ছাড়াও কম্বোডিয়া ও লাওস এবং সমকামীদের অধিকার বিষয়ক পৃথক আরো দুইটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ বিষয়ে গৃহীত প্রস্তাবে সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, এই

বিরোধীদের নেতাকর্মীদের আটক করার কথাও উল্লেখ করে বলা হয়, এদের মুক্তি দেয়া উচিত। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক সুনাম রক্ষার জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে বলে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

বলেন, বাংলাদেশ সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশকে দেয়া ব্রিটেনের বৈদেশিক সাহায্য অব্যাহত রাখার বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন কেউ কেউ।

গতকাল বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ হাউজ অব কমন্সের নিয়মিত অধিবেশনে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির ওপর নির্ধারিত আলোচনায় ব্রিটিশ এমপিরা এ কথা বলেন। প্রায় ১৭ জন এমপি এ আলোচনায় অংশ নেন। স্থানীয় সময়

সাউথ এশিয়া টেরোরিজম পোর্টালের প্রতিবেদন 'ছাত্রশিবির একটি জঙ্গি সংগঠন'

মিথুন মাহফুজ ও সালমান তারেক
শাকিল ●

আন্তর্জাতিকভাবে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে উঠে এসেছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম। ইতোমধ্যেই ছাত্রশিবিরকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির একটি গবেষণা সংস্থা। তাদের এমন ঘোষণার পর দেরিতে হলেও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই ইসলামী ছাত্রশিবিরকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' উল্লেখ করে বিবৃতি দিয়েছে। একইভাবে দিল্লিকেন্দ্রিক এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪



রাজশাহীতে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের ওপর শিবিরের হামলা ●ফাইল ফটো

একাত্তরে জামাতায়ে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের যে ভূমিকা ছিল, এখনও একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সংগঠনটি। নারসকতাবুলক কর্কাকাতের কারণে শিবিরকে 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ।

Jammat-e-Islami's students wing Islami Chhatra Shibir has been playing the same role they played in seventy one. The USA's internal security authority has identified Shibir as a terrorist organization for its being engaged in destructive activities.

বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী দলের তালিকায় শিবির তৃতীয়

মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির রণকটা, গলাকটায় জন্য সারাদেশে কুখ্যাতি অর্জন করেছে কং-আপেই। দেশের শান্তিপ্ৰিয় সাধারণ মানুষের কাছে এই সংগঠনটি সন্ত্রাস, হত্যা ও জঙ্গি হামলার জন্য পরিচিত। সারাদেশে তাদের ধারাবাহিক নৃশংস ঘটনায় দেশবাসী আতঙ্কিত।

ইসলামী ছাত্রশিবির পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলার রয়েছে বিশেষ প্রক্রিয়া। তারা নির্বিচারে জনসাধারণের কসতবাড়ি, ব্যকসপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ করে। লুটপট চালায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্যে মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের হামলার লক্ষ্য থাকা মানুষটির হাত-পায়ের রণ কেটে দিয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে ফেলে। ফলে হামলার ধারন দেখেই দেশবাসী অব্যাসে কুহুতে পাগলন করা এসব ঘটনার জন্য নারী।

এসব হামলার জন্য শিবিরের রয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী বাহিনী। দলের সন্ত্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এই বাহিনী দেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় শিবিরকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বর্বর সন্ত্রাসী তাম্ব চালিয়ে গা ঢাকা দেয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কুঠারঘাতকান্না বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানই সরাসরি মদদ ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দিয়ে এই দলটিকে বড় করে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করে রাষ্ট্রীয় কলতায় অধিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীনতা বিরোধী এই সন্ত্রাসী দলটিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আরও জয়কর করে তোলেন। এর ফলে ঘর্ষের লেবাসবাসী এই সন্ত্রাসী দলটি এখন শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারাক্ষিই একটি জয়কর সন্ত্রাসী দল হিসেবে শীর্ষ পর্যায়ে উঠে এসেছে। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবির এখন বিশ্বের সন্ত্রাসী দলতত্ত্বের তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এসেছে।

লন্ডনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা জেনস টেরোরিজম অ্যান্ড ইনসারজেন্সি সেন্টার (জোটআইসি) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়ে চলতি বছর (২০১৪) ১০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলার তালিকা ২০১৩' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ওই গবেষণা প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অ-রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (নন-স্টেট আর্মড গ্রুপ) সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী হামলার পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। গত পাঁচ বছরে এসব হামলার পরিমাণ ১৫০ শতাংশ বেড়েছে। এর পরিমাণ ২০০৯ সালে সাত

Shibir third terrorist organisation in the world

BNP-Jamat has driven sabotage in planned way following the election of national parliament of 2014 AD for destructing economy. And in this planned sabotage more than one lac crore taka has lost of the country which is about half of a national budget of Bangladesh. By this amount of loss at least four bridge like Padma can be made.

In planned sabotage so much extreme loss of economy of the country was never happened in the history of Bangladesh. To cripple the economy of the country those sectors are just needed to destroy. BNP-Jamat pact has just driven devastation those sectors.

On behalf of FBCCI, the apex body of businessmen, a picture of destruction has lifted up. It has been opined thereon not only financial loss of the country was happened in despondent strike and blockade rather the prosperity of economy has damaged to a large extent. As a result, the volume of indirect loss is not also less.

In the account of FBCCI, strike and blockade have happened 62 days from January, 2013 upto December 21. As per accounts of FBCCI, Dhaka Chamber and International Chamber the amount of loss in a day stands from 1 thousand 540 crore to 1 thousand 6 hundred crore taka. As per this accounts economical loss has made more than 1 lac crore taka in last one year in strike and blockade. But in the daily loss is more too. And in it overall economy is being viciously loss.

The Research Agency Center for policy Dialogue (CPD) from July, 2013 to January, 2014 within 180 days strike and blockade have occurred 55 days. In this 55 days the loss of four sectors of the country reach at 49 thousand crore taka at the tertiary of BNP-Jamat and which is 4.70 percent of total GDP of the country. Among it rail, road and navigation transport altogether loss reach at 16 thousand 688 crore taka. Agriculture based industry is lying in second position. The amount of loss in this head leads to 15 thousand 829 crore taka. Among this industry there are vegetable, agricultural equipment, poultry, frozen food and jute. Loss in the sector of garments and textile remaining in third position reaches at 13 thousand 750 crore taka and the amount of loss in tourism sector is 2 thousand 750 crore taka.

Other than that due to strike and blockade the supply chain has interrupted. Production, investment and employment have been hindered. But the advanced sector, rail of the government has gone to the most backward position in sabotage. In continuous political cruelty the rail sector has become inverted. Side by side with strike and blockade program overall economical and communicational activities have been interrupted in tertiary all over the country. Being the supply of raw-materials.

হাজার থেকে ২০১০ সালে সাড়ে ১৮ হাজারে পৌঁছেছে। আর বিভিন্ন দেশে এসব হামলায় যারা গর্ভিত, ২০১০ সালে এমন শীর্ষ ১০টি গোষ্ঠীর তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

শুধু ২০১০ সালে শিবিরের সদস্যরা যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির প্রতিবাদ ও জাতীয় সন্ত্রাস নির্বাহন বন্ধের অজুহাতে দেশে নারকীয় ভাঙে চালায়। তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে মানুষের বাড়িঘর, উপাসনালয়ে প্রতীমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার লঙ্ঘন শক্তি তথা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপরে চালায় সন্ত্রাসী হামলা। বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়। যানবাহনে পেট্রোল বোমা হামলা করে হত্যা ও আহত করে নিরীহ মানুষকে। সড়ক অবরোধের নামে নির্বিচারে বৃক্ষনিধন চালায় সারা দেশে। এসব সন্ত্রাসী কাজের মধ্য দিয়ে শিবির উঠে এসেছে বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকার উপরে স্থানে।

প্রতিবেদনে ২০১০ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি সক্রিয় সন্ত্রাস গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে -এক বাইল্যান্ডের বারিসান রিভলিউশন ন্যাশনাল, দুই তালেবান, তিন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, চার কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওবাদী), পাঁচ ইরাকের আল-কায়েদা, ছয় তেফাত আল-শাবাব আল-মুজাহিদিন বা আল-শাবাব, সাত কলমিয়ার ফারুক, আট ফিলিপাইনের নিউ পিপলস আর্মি, নয় সিরিয়ার জাহাত আল-নুসরা এবং দশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী)।

প্রতিবেদনে ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপী হামলাগুলোর এপিসেন্টার (উৎসস্থল) হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মধ্যপ্রাচ্যকে। যার বিকিরণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। জেটিআইসির ব্যবস্থাপক ও এ সংক্রান্ত পবেষক ম্যাথু হেনম্যান বলেন, 'বিশ্বে ২০০৭ সালে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ছিল সাত হাজার ২১৭টি। আর ২০১০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৮ হাজার ৫২৪টি।' অর্থাৎ এই সময়ে হামলার পরিমাণ বেড়েছে দেড় গুণ। এই সময়ে বিশ্ব সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলায় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে নাটকীয়ভাবে। ২০১২ সালে বিশ্বে ১০ হাজার ৮৭২ জন জঙ্গি এবং ১০ হাজার ৫৬২ জন সাধারণ মানুষ হতাহত হন। ২০১০ সালে এর পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ২০১০ সালে সাধারণ মানুষের হতাহতের সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৫৫৪ জন এবং জঙ্গিদের হতাহতের সংখ্যা ২১ হাজার ৪৯০ জন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভাঙে চলছেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে খাঁটি পেড়ে তারা বাহত করছে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। দেশের শান্তি, অশান্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে এই সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে গড়ে তুলতে হবে দুটো ঐক্য। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল প্রগতিশীল শক্তিকে নিয়ে সেই ঐক্য গড়েওঠেই কাজ করে যাবে।

BNP-Jamat has driven sabotage in planned way following the election of national parliament of 2014 AD for destructing economy. And in this planned sabotage more than one lac crore taka has lost of the country which is about half of a national budget of Bangladesh. By this amount of loss at least four bridge like Padma can be made.

In planned sabotage so much extreme loss of economy of the country was never happened in the history of Bangladesh. To cripple the economy of the country those sectors are just needed to destroy. BNP-Jamat pact has just driven devastation those sectors.

On behalf of FBCCI, the apex body of businessmen, a picture of destruction has lifted up. It has been opined thereon not only financial loss of the country was happened in despondent strike and blockade rather the prosperity of economy has damaged to a large extent. As a result, the volume of indirect loss is not also less.

In the account of FBCCI, strike and blockade have happened 62 days from January, 2013 upto December 21. As per accounts of FBCCI, Dhaka Chamber and International Chamber the amount of loss in a day stands from 1 thousand 540 crore to 1 thousand 6 hundred crore taka. As per this accounts economical loss has made more than 1 lac crore taka in last one year in strike and blockade. But in the daily loss is more too. And in it overall economy is being viciously loss.

The Research Agency Center for policy Dialogue (CPD)- from July, 2013 to January, 2014 within 180 days strike and blockade have occurred 55 days. In this 55 days the loss of four sectors of the country reach at 49 thousand crore taka at the ferocity of BNP-Jamat and which is 4.70 percent of total GDP of the country. Among it rail, road and navigation transport altogether loss reach at 16 thousand 688 crore taka. Agriculture based industry is lying in second position. The amount of loss in this head leads to 15 thousand 829 crore taka. Among this industry there are vegetable, agricultural equipment, poultry, frozen food and jute. Loss in the sector of garments and textile remaining in third position reaches at 13 thousand 750 crore taka and the amount of loss in tourism sector is 2 thousand 750 crore taka.

Other than that due to strike and blockade the supply chain has interrupted. Production, investment and employment have been hindered. But the advanced sector, rail of the government has gone to the most backward position in sabotage. In continuous political cruelty the rail sector has become inverted. Side by side with strike and blockade program overall economical and communicational activities have been interrupted in ferocity all over the country. Being the supply of raw-materials.

প্রথম আলো

ঢাকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। ১৪ ফাল্গুন ১৪২০। ২৫ রবিউল সানি ১৪৩৫। বর্ষ ৫। সংখ্যা ৪৭

সশস্ত্র গোষ্ঠীর
তালিকায়
তালেবানের
পরে শিবির

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বিশ্বের ১০টি সক্রিয় সশস্ত্র গোষ্ঠীর তালিকায় বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম এসেছে। এ তালিকায় ১ নম্বরে আছে খাইলান্ডের বারিসান রেভলুশন নাসিওনাল। দ্বিতীয় স্থানে আছে তালেবান। তালিকায় ৩ নম্বরে আছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন শিবিরের নাম।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক তথ্য ও মতামত সরবরাহকারী সংস্থা হিসেবে পরিচিত আইএইচএসের 'আইএইচএস জেনস ২০১৩ গ্লোবাল টেররিজম আন্ড ইনসারজেন্সি অ্যাটাক ইনডেক্স' এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

তালিকায় ৪ নম্বরে ভারতের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও ১০ নম্বরে নেপালের মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নাম রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী জঙ্গি ও অন্যান্য হামলার ভয়াবহতা, বিশেষ করে মারব বশস্ত আন্দোলনের ছোয়া লাগা দশজলোর ওপর হামলা, আত্মঘাতী

আংশিক নয় পুরো মত

কালের কণ্ঠ

সন্ত্রাসে শিবির বিশ্বের
ভয়ংকরদেরও ছাড়িয়ে

প্রাচীর আহমেদ

১৯৬৪ সালে গঠিত কলম্বিয়ার গ্রামপলী পেরিলা সংগঠন ফার্কের সদস্যসংখ্যা ১৩ হাজার ৮০০, যার দায়িত্ব আর্থিক সশস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধ, স্বর্ণ ও মাদক চোরালুশনের টাকায় পরিচালিত সংগঠনটি কলম্বিয়াকে বামপন্থী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় ৫০ বছর ধরে সাহায্য করেছে। দেশটির সরকার ও চার্ক পেরিলাদের মধ্যে যুদ্ধে প্রতিবছর আর দিন হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এলাকাভূমি হতে লাগে হয় বহু মানুষ।

ভয়ংকর এই সংগঠন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় আছে। তবে এর অংশ কোনো দেশেরই তালিকায় না থাকা বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবির তামিল নৃশাস কর্মকাণ্ডের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকায় ৩ নম্বর অবস্থানে উঠে এসেছে। অল্প তরা পেছনে যেখানে কলম্বিয়ার

সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকায় বিশ্বের তৃতীয়



- ২০১৩ সালে এদের নৈরাজ্যে ১৫২ জনের মৃত্যু, আহত ও সম্পদের ক্ষতি প্রচুর
- ওই তালিকা যথার্থ-মে. জে. (অব.) নোহাম্মদ আলী শিকদার

প্রতিষ্ঠাতা পত্র মনোরে বেশি সহিংসতার লিঙ্গ ছিল। বাংলাদেশেও এদের একক নৈরাজ্যে নিহত হয়েছে কমপক্ষে ১৫২ জন মানুষ। 'গ্লোবাল টেররিজম অন্ড ইনসারজেন্সি অ্যাটাক ইনডেক্স-২০১৩' শীর্ষক এই বার্ষিক প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের 'আইএইচএস জেনস টেররিজম অন্ড ইনসারজেন্সি সেন্টার' ২০১৩ সালে সবচেয়ে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকায় ৩ নম্বরে রেখেছে শিবিরকে। আইএইচএস ইনসারজেন্সেশন তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা এখানকার সন্ত্রাসবাদীরা পছন্দ করেছিল।

নিউজিও ওয়াশিংটন কলেজের কার্টার গান্থ থেকে ই-মেইল করা ইস্যবৎ প্রাপ্ত সূত্র মেনে। তবে বাংলাদেশে শিবিরের ২০১৩ সালের কর্মকাণ্ড এবং তালিকায় থাকা বিশ্বের অন্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড তুলনা করলে তালিকায় ৩ নম্বরে শিবিরের নাম থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

২০১৩ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধে মনোহরভাবে অভিযুক্ত জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্রসংগঠন শিবিরের ২৪ দিনের হরতাল ও অন্যান্য সমিতিরায় নিহত ১৫২ জনের মধ্যে সাত পুলিশ সদস্যও আছেন। আহত কয়েক হাজারের বেশি ভাণ্ডারি নিহত। এ ছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত জামায়াত নেতাদের বিপক্ষে দায়ের করা মামলার সাক্ষী ও উদ্ভোগ প্রতিবারে লাভ সন্দেহ খুন হয়েছে তাদের হাতে।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল (অব.) মোরশাদ আলী শিকদার এ নিউজিও কলেজ

THURSDAY FEBRUARY 22, 2018

The Daily Star

Only News in Bangla

IHS JANE'S RANKING

Shibir 3rd among top non-state armed groups

STAR REPORT

The Islami Chhatra Shibir was the third most active non-state armed group in the world last year, according to the study of a US-based defence thinktank.

The IHS Jane's Global Terrorism & Insurgency Attack Index 2013 places the Taliban immediately above Shibir and Barisan Revolusi Nasional of Thailand at

তৃতীয় শীর্ষ
জঙ্গী সংগঠন
হিসেবে শিবির
এই প্রথম নয়

বিভাষ বাউড়ে । আইএইচএস জেনস ২০১৩ গ্লোবাল টেরোরিজম এ্যান্ড ইনসারজেন্সি এ্যাটাক ইনডেক্সে বিশ্বের দশ সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তালিকায় নাম আসাই ছাত্রশিবিরের জঙ্গীবাদের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক তথ্য ও মতামত সরবরাহকারী সংস্থা আইএইচএসের এবারের

দৈনিক

জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

শিবির বিশ্বে তৃতীয় শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠন

বাংলাপিউজ । বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় ও তৎপর সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর প্রথম তিনটির একটি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবির। জামায়াতের অঙ্গ সংগঠন ইসলামী

পরই রয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের নাম। বিশ্বব্যাপ্ত নিরাপত্তাবিষয়ক রিপোর্ট আইএইচএস জেনস গ্লোবাল টেরোরিজম এ্যান্ড ইনসারজেন্সি এ্যাটাক ইনডেক্স-

সব তথ্য প্রকাশ পেলে শিবিরের অবস্থান প্রথম হতো

২০১০ সালেও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি শিবিরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে

সমকাল

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ১০ পাতা ১০০০ টাকায়

আইএইচএসের প্রতিবেদন বিশ্বের সশস্ত্র সংগঠনের তালিকায় শিবির

■ সমকাল ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক একটি সংস্থা ক্যা তালিকায় আল কায়দা ও তালেবানের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে নাম উঠে এসেছে বাংলাদেশের ইসলামী ছাত্রশিবিরের। এই তালিকায় বাংলাদেশের পরই তিন নম্বরে অবস্থান করছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনটি।

আন্তর্জাতিক তথ্য ও মতামত সরবরাহকারী এশেন সোর্স সংস্থা হিসেবে পরিচিত আইএইচএস সংগঠিত আইএইচএস জেনস ২০১৩ গ্লোবাল টেরোরিজম এ্যাটাক ইনসারজেন্সি এ্যাটাক ইনডেক্স নামে বিশ্বব্যাপ্ত সশস্ত্র সংগঠনগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছে।

একটি তালিকা প্রকাশ করেছে সরকারি নয়; কিন্তু সশস্ত্র এমন গ্রুপগুলোর তালিকা এটি। তালিকামূলক প্রতিটি গ্রুপই সুপরিচিত জঙ্গি বা বিজ্ঞাস্তাখাদী সংগঠন। আরব ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে তাদের আইনবাহিনীতে অপত্যপন্নতায় প্রতি বছরই বিপুলসংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তালিকায় একমাত্র ব্যতিক্রমী গ্রুপ ছাত্রশিবির। এটি একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন। ছাত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলা হলেও ছাত্রশিবির তাদের জীবন নৃশংসতা ও সশস্ত্র তৎপরতার কারণে আন্তর্জাতিক



বিএনপি-জামাতের তাণ্ডব

রক্তাক্ত বাংলাদেশ

Blood-stained Bangladesh

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
Bangladesh Awami League